প্রেরিতদের
কার্য্য-বিবরণ

লূকের লেখা অন্য পুস্তক

1 প্রিয় থিয়ফিল,
আমার প্রথম বইটিতে যীশু যে সব কাজ করেছিলেন ও শিক্ষা
দিয়েছিলেন তার বিবরণ ছিল৷
2 আমি যা লিখেছি, তাতে শুরু থেকে তাঁর স্বর্গারোহণের দিন পর্যন্ত
তিনি যা করেছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন তার সব বিবরণ আছে৷
স্বর্গারোহণের পূর্বে যীশু তাঁর মনোনীত প্রেরিতদের, পবিত্র আত্মার
সাহায্যে তাদের কি করণীয় তা জানিয়েছিলেন৷
3 মৃত্যুর পর যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কাছে দেখালেন যে তিনি
জীবিত এবং অনেক পরাক্রম কার্য সাধন করে তিনি এর প্রমাণ দিলেন৷
মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের পর 40 দিনের মধ্যে প্রেরিতরা
যীশুকে বহুবার দেখেছিলেন৷ এই সময়ে যীশু তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের
বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন৷
4 আর এক সময় যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে আহার করছিলেন, তখন
আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা জেরুশালেম ছেড়ে না যান৷ যীশু
বলেছিলেন, "পিতা তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে বিষয়ে
এর আগেও আমি তোমাদের জানিয়েছিলাম, তোমরা সেই প্রতিশ্রুত
বিষয় পাবার অপেক্ষায় জেরুশালেমে থেকো৷
5 কারণ যোহন জলে বাপ্তাইজ করতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই
তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে৷"

যীশুকে স্বর্গে নিয়েযাওয়া হল

6 এরপর প্রেরিতরা একত্র হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু,
এই সময় আপনি কি ইস্রায়েলকে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?"
7 তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা নিজেই কেবল সময় ও তারিখগুলি
নির্ধারণ করেন, এসব বিষয় তোমরা জানতে পারবে না;

8 কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের কাছে আসবেন, তখন তোমরা
শক্তি পাবে আর তোমরা আমার সাক্ষী হবে৷ লোকদের কাছে তোমরা
আমার কথা বলবে৷ প্রথমে তোমরা জেরুশালেমের লোকদের কাছে
সাক্ষ্য দেবে তারপর সমগ্র যিহূদিয়া ও শমরিয়ায়, এমনকি জগতের
শেষ সীমানা পর্যন্ত তোমরা আমার কথা বলবে৷”
9 এই কথা বলার পর প্রেরিতদের চোখের সামনে তাঁকে আকাশে
তুলে নেওয়া হল৷ আর এক খানা মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টির আড়াল
করে দিল৷
10 যীশু যখন যাচ্ছেন, আর প্রেরিতরা আকাশের দিকে তাকিয়ে
আছেন, ঠিক সেই সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরা দুই ব্যক্তি তাদের
পাশে এসে দাঁড়ালেন৷
11 সেই দুই ব্যক্তি প্রেরিতদের বললেন, “হে গালীলের লোকেরা,
তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? এই যে যীশু,যাকে
তোমাদের সামনে থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যে ভাবে
তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন৷”

এক নতুন প্রেরিতের মনোনয়ন

12 এরপর তাঁরা জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে জেরুশালেমে ফিরে
গেলেন৷ জেরুশালেম থেকে পাহাড়টির দূরত্ব ছিল এক বিশ্রামবারের
পথ অর্থাৎ প্রায় আধ মাইল৷
13 এরপর প্রেরিতরা শহরে প্রবেশ করে তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন,
তার উপরের তলার কামরায় গেলেন৷ এই প্রেরিতদের নাম ছিল;
পিতর, যোহন, যাকোব, আন্দরিয়, ফিলিপ, থোমা, বর্থলময়, মথি,
(আলফেয়ের ছেলে) যাকোব, শিমোন যাকে দেশভক্ত বলা হত এবং
(যাকোবের ছেলে) যিহূদা৷
14 প্রেরিতরা সকলেই একসঙ্গে সেখানে একই উদ্দেশ্যে সর্বদা
প্রার্থনা করছিলেন৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক, যীশুর
মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইরা৷
15 ঐ দিনগুলিতে যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা
করছিলেন, সেখানে প্রায় 120 জন উপস্থিত ছিলেন৷ সেই সময় পিতর
উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

16-17 “ভাইরা যিহূদা সম্পর্কে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ দিয়ে যে
কথা বহুপূর্বেই বলেছিলেন, শাস্ত্রের সেই কথা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন
ছিল৷ যিহূদাই সেই ব্যক্তি যে যীশুর গ্রেপ্তারকারীদের পরিচালনা
দিয়েছিল৷ যিহূদা ছিল আমাদেরই একজন, যে আমাদের পরিচর্য্যা
কাজের সহভাগীও ছিল৷”
18 (এই লোক তার এই অন্যায় কাজের দ্বারা অর্থ রোজগার করে
তাই দিয়ে এক টুকরো জমি কিনেছিল; কিন্তু সে মাথাটা নিচু করে
মাটিতে পড়ল, আর তার পেট ফেটে ভেতরের নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে
পড়ল৷
19 যাঁরা জেরুশালেমে বাস করে, তারা সকলেই একথা জানে৷
তাই সেই জমিটিকে তাদের ভাষায় বলে হকলদামা যার অর্থ, “রক্তের
ভূমি৷”)
20 বাস্তবিক, “গীতসংহিতায় লেখা আছে:

“তার গৃহ যেন পরিত্যক্ত হয়;
কেউ যেন তার মধ্যে বাস না করে৷” গীতসংহিতা *69:25*

আরও লেখা আছে:

“আর অন্য কেউ তার স্থান দখল করুক৷” গীতসংহিতা *109:8*

21-22 “তাই যোহন যখন বাপ্তাইজ করতে শুরু করেন, সেই
সময় থেকে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত যতদিন প্রভু যীশু
আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেই দিনগুলিতে যাঁরা সব সময় আমাদের
সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের মনোনীত করা
প্রয়োজন৷ যে আমাদের দলে যোগদান করবে, তাঁকে অবশ্যই
আমাদের সঙ্গে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে৷”
23 তখন প্রেরিতরা দুজন লোককে উপস্থিত করলেন, যোষেফ
যাকে বার্শব্বা বলে ডাকে যার অপর নাম যুষ্ট আর মৎতথিয়কে৷
24-25 এরপর তারা প্রার্থনা সহকারে বললেন, “প্রভু, তুমি সকলের
অন্তঃকরণ জান৷ এই দুজনের মধ্যে কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা

আমাদের দেখিয়ে দাও৷ যিহূদা তার নিজের জায়গায় যাবার জন্য
প্রেরিতরূপে এই সেবার কাজ ত্যাগ করে গেছে৷ তার জায়গায় কাকে
তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের দেখাও৷”
26 এরপর তাঁরা ঐ দুজনের জন্য ঘুঁটি চাললেন আর মৎতথিয়ের
নাম উঠল৷ এইভাবে তিনি এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে প্রেরিত বলে
গন্য হলেন৷

2

পবিত্র আত্মার আগমন

1 এরপর পঞ্চাশত্তমীর দিনটি এল, সেই দিনটিতে প্রেরিতরা সকলে
একই জায়গায় সমবেত ছিলেন৷
2 সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের মত প্রচণ্ড
একটা শব্দ শোনা গেল আর যে ঘরে তাঁরা বসেছিলেন, সেই ঘরের
সর্বত্র তা ছড়িয়ে গেল৷
3 তাঁরা তাঁদের সামনে আগুনের শিখার মতো কিছু দেখতে পেলেন,
সেই শিখাগুলি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল ও পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের
প্রত্যেকের উপর বসল৷
4 তাঁরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে
লাগলেন৷ পবিত্র আত্মাই তাঁদের এইভাবে কথা বলার শক্তি দিলেন৷
5 সেই সময় প্রত্যেক জাতির থেকে ধার্মিক ইহুদীরা এসে
জেরুশালেমে বাস করছিল৷
6 সেই শব্দ শুনে বহুলোক সেখানে এসে জড়ো হল৷ তারা সকলে
হতবাক হয়ে গেল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের ভাষায়
প্রেরিতদের কথা বলতে শুনছিল৷
7 এতে তারা আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, “দেখ! এই যে
লোকরা কথা বলছে, এরা সকলে গালীলের লোক নয় কি!
8 তবে আমরা কেমন করে ওদের প্রত্যেককে আমাদের নিজের
নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনছি?
9 এখানে আমরা যাঁরা আছি, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক;
পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত,
আশিয়া, ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া ও মিশর,

10 কুরীমীর লুবিয়ার কাছে কিছু অঞ্চলের লোক, রোম থেকে
এসেছে এমন অনেক লোক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত অনেকে৷
11 ক্রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকলেই আমাদের মাতৃভাষায়
ঈশ্বরের মহাপরাক্রান্ত কাজের বর্ণনা এদের মুখে শুনেছি৷"
12 তারা হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পর বলাবলি করতে
লাগল, "এর অর্থ কি?"
13 কিন্তু অন্য লোকেরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "ওরা
দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়েছে৷"

পিতরের বক্তব্য

14 তখন পিতর ঐ এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর
গলায় তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী ভাইরা, আজ
জেরুশালেমে যত লোক বাস করেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি,
আপনাদের এর অর্থ জানা দরকার৷
15 আপনারা যা মনে করছেন তা নয়, এই লোকেরা কেউ মাতাল
নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল ন□টা৷
16 কিন্তু ভাববাদী যোয়েল এবিষয়েই বলেছেন,

17 □ঈশ্বর বলছেন:
শেষের দিনগুলিতে এরকমই হবে; শেষকালে আমি সকল লোকের
উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব,
তাতে তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে,
তোমাদের যুবকরা দর্শন পাবে,
আর তোমাদের বৃদ্ধ লোকরা স্বপ্ন দেখবে৷
18 হ্যাঁ, আমি আমার সেবকদের, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের উপরে আমার
আত্মা ঢেলে দেব,
আর তারা ভাববানী বলবে৷
19 আমি উর্দ্ধে আকাশে বিস্ময়কর সব লক্ষণ দেখাবো
ও নীচে পৃথিবীতে নানা অদ্ভুত চিহ্ন,
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখাবো৷
20 প্রভুর সেই মহান ও মহিমাময় দিন আসার আগে,
সূর্য্য কালো ও চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে৷

21 আর যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে উদ্ধার পাবে৷ যোয়েল
2:28-32

22 "হে ইহুদী ভাইরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর দ্বারা ঈশ্বর বহু
অলৌকিক ও আশ্চর্য্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন
যে তিনি সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন; আর আপনারা এই
ঘটনাগুলি জানেন৷
23 যীশুকে আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া হল, আর আপনারা
তাঁকে হত্যা করলেন৷ মন্দ লোকদের দিয়ে আপনারা তাঁকে ক্রুশের
উপর পেরেক বিদ্ধ করলেন৷ ঈশ্বর জানতেন যে এসব ঘটবে; আর
তাই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যা তিনি বহুপূর্বেই নিরূপণ করেছিলেন৷
24 যীশু মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করলেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই বিভীষিকা
থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন৷ ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে
আনলেন৷ মৃত্যু যীশুকে তার কবলে রাখতে সক্ষম হল না৷
25 কারণ দায়ূদ যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন:

"আমি প্রভুকে সবসময়ই আমার সামনে দেখেছি;
আমাকে স্থির রাখতে তিনি আমার ডানদিকে অবস্থান করছেন৷
26 এইজন্য আমার অন্তর আনন্দিত,
আর আমার জিভ উল্লাস করে৷
আমার এই দেহও প্রত্যাশায় জীবিত থাকবে৷
27 কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করবে না৷
তুমি তোমার পবিত্র ব্যক্তিকে ভয় পেতে দেবে না৷
28 তোমার সান্নিধ্যে আমার জীবন
তুমি আনন্দে ভরিয়ে দেবে৷" গীতসংহিতা *16:8-11*

29 "আমার ভাইরা, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ দায়ূদের বিষয়ে
আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, তিনি মারা গেছেন ও তাঁকে কবর
দেওয়া হয়েছে, আর আজও তাঁর কবর আমাদের মাঝে আছে৷

30 কিন্তু তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন ঈশ্বর শপথ
করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশের একজনকে তাঁরই
মতো রাজা করে সিংহাসনে বসাবেন৷
31 পরে কি হবে তা আগেই জানতে পেরে দায়ূদ যীশুর পুনরুত্থানের
বিষয়ে বলেছিলেন:

“তাঁকে মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করা হয় নি
বা তাঁর দেহ কবরের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নি৷”

32 কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর পর যীশুকেই পুনরুত্থিত করেছেন; আর আমরা
সকলে এই ঘটনার সাক্ষী আছি৷ আমরা সকলে তাঁকে দেখেছি৷
33 যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বরের কাছে তাঁর
ডানদিকে অবস্থান করছেন৷ পিতা যীশুকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন,
পিতা তাঁকে সেই পবিত্র আত্মা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন৷ এখন
যীশু সেই পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দিলেন, তোমরা এখন তাই দেখছ ও
শুনছ৷
34 কারণ দায়ূদ স্বর্গারোহন করেন নি, আর তিনি নিজে একথা বলছেন,

“প্রভু ঈশ্বর আমার প্রভুকে বলছেন;
35 যে পর্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পা রাখার জায়গায়
পরিণত করি,
তুমি আমার ডানদিকে বস৷” গীতসংহিতা *110:1*

36 “তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে জানুক যে যাকে
আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট
উভয়ই করেছেন৷”
37 লোকেরা এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল৷ তারা পিতর ও অন্যান্য
প্রেরিতদের বলল, “ভাইরা, আমরা কি করব?”
38 পিতর তাঁদের বললেন, “আপনারা মন-ফিরান, আর প্রত্যেকে
পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হোন, তাহলে
আপনারা দানরূপে এই পবিত্র আত্মা পাবেন৷

39 কারণ এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের জন্য, আপনাদের সন্তানদের
জন্য আর যারা দূরে আছে তাদেরও জন্য৷ আমাদের ঈশ্বর প্রভু তাঁর
নিজের কাছে যাদের ডেকেছেন, এই দান তাদের সকলের জন্য৷”
40 পিতর তাঁদের আরো অনেক কথা বলে সাবধান করে দিলেন;
তিনি তাঁদের অনুনয়ের সুরে বললেন, “বর্তমান কালের মন্দ লোকদের
থেকে নিজেদের বাঁচান!”
41 যাঁরা পিতরের কথা গ্রহণ করলেন, তাঁরা বাপ্তিস্ম নিলেন৷ এর
ফলে সেদিন কম বেশী তিন হাজার লোক খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত
হলেন৷

বিশ্বাসীবর্গের সহভাগীতা

42 বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রেরিতদের শিক্ষা
গ্রহণ করতেন৷ বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন
এবং একই সঙ্গে আহার ও প্রার্থনা করতেন৷
43 প্রেরিতেরা অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য্য কাজ করতে লাগলেন;
প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গভীর ভক্তি ছিল৷
44 বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন এবং সবকিছু নিজেদের
মধ্যে ভাগ করে নিতেন৷
45 তাঁরা তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন
প্রয়োজন সেই অনুসারে ভাগ করে নিতেন৷
46 তাঁরা প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে একত্রিত হতেন, একই
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা সেখানে যেতেন৷ তাঁরা তাঁদের বাড়িতে
একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে
আনন্দের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতেন৷
47 বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, আর সকলেই তাঁদের
ভালোবাসতেন৷ প্রতিদিন অনেকে উদ্ধার লাভ করছিলেন আর যাঁরা
উদ্ধার লাভ করছিলেন তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে
থাকলেন৷

3

খোঁড়া লোককে পিতর আরোগ্য করলেন

1 একদিন পিতর ও যোহন মন্দিরে গেলেন, তখন বেলা প্রায়
তিনটে৷ এই সময়েই মন্দিরে রোজ প্রার্থনা হত৷

2 যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গনে যাচ্ছিলেন, সেখানে একটা লোককে
দেখা গেল৷ সে জন্ম থেকেই খোঁড়া, চলতে পারত না৷ তার বন্ধুরা
প্রতিদিন তাকে মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর মন্দিরের "সুন্দর"
নামে যে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে রাখত৷ যাঁরা
মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু অর্থ ভিক্ষা চাইত৷
3 সেদিন এই লোকটা পিতর ও যোহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে
তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে লাগল৷
4 পিতর ও যোহন সেই খোঁড়া লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে
বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও!"
5 সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের দিকে
তাকালো৷
6 কিন্তু পিতর তাকে বললেন, "আমার কাছে সোনা বা রূপো নেই,
আমার কাছে যা আছে আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি৷ নাসরতীয় যীশুর
নামে তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও৷"
7 এই বলে পিতর তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে
সে তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল,
8 আর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল৷ তারপর সে তাদের
সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা
করতে লাগল৷
9-10 লোকরা দেখল সেই লোকটি হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে৷
তারা চিনতে পারল মন্দিরের "সুন্দর" নামে ফটকের সামনে বসে
ভিক্ষা করত যে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা
করছে৷ ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে
গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে
ঘটল৷

পিতরের সাক্ষ্য

11 লোকটি পিতর ও যোহনকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল; তাই সকলেই
এই লোকটির সুস্থতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে শলোমনের বারান্দায় পিতর
ও যোহনের কাছে দৌড়ে এল৷
12 এই দেখে পিতর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী
ভাইরা, আপনারা এতে আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন? আপনারা আমাদের

দিকে এমনভাবে দেখছেন, যেন আমরা নিজেদের ক্ষমতার গুণে একে
চলবার শক্তি দিয়েছি৷ আপনারা কি মনে করেন যে আমরা খুব ধার্মিক,
তাই এই কাজ করতে পেরেছি?
13 না! ঈশ্বরই একাজ করেছেন৷ তিনি অব্রাহামের, ইসহাকের ও
যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তিনিই তাঁর দাস
যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন৷ এই যীশুকেই আপনারা মৃত্যুদণ্ডের
জন্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন৷ সেদিন পীলাত যখন তাঁকে
ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন আপনারা তাঁকে অগ্রাহ্য
করেছিলেন৷ আপনারা বলেছিলেন যে যীশুকে আপনারা চান না৷
14 আপনারা সেই পবিত্র ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর
বদলে একজন খুনীকে আপনাদের জন্য ছেড়ে দিতে বলেছিলেন৷
15 যিনি জীবনদাতা, আপনারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর
তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন৷ আমরা এসবের
সাক্ষী৷
16 "এই যীশুর পরাক্রমেই এই খোঁড়াটি সুস্থতা লাভ করেছে৷ এসব
ঘটেছে কারণ আমরা যীশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছি৷ আপনারা এই
লোকটিকে দেখেছেন ও তাকে চেনেন৷ যীশুর উপর নির্ভর করায় সে
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে; নিজ চক্ষে আপনারা তা দেখেছেন৷
17 "এখন আমার ভাইরা, আমি জানি যে অজ্ঞতা বশতঃই আপনারা
এমন কাজ করেছিলেন, আর আপনাদের নেতারাও তাই করেছিলেন৷
18 কিন্তু ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা
যা জানিয়েছেন, সে সবই তিনি এইভাবে পূর্ণ করেছেন৷
19 তাই আপনারা মন-ফিরান এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন, যেন
আপনাদের পাপ মুছেদেওয়া হয়৷
20 এইভাবে যেন প্রভুর কাছ থেকে আত্মিক বিশ্রামের সময়
আসে; আর তিনি যেন আপনাদের জন্য আগেই যে খ্রীষ্টকে মনোনীত
করেছেন সেই যীশুকে পাঠান৷
21 "যতক্ষণ পর্যন্ত না সব কিছু পুনঃস্থাপন হয় যা বহুপূর্বে ঈশ্বর তাঁর
পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছেন, ততক্ষণ খ্রীষ্টকে অবশ্যই স্বর্গে
থাকতে হবে৷

22 কারণ মোশি বলেছেন, প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য
তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক ভাববাদীকে উত্পন্ন
করবেন৷ তিনি তোমাদের যা যা বলবেন, তোমরা তাঁর সকল কথা
শুনবে৷
23 যে কেউ তাঁর কথা না শুনবে, সে লোকদের মধ্য থেকে
সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবে৷✡
24 "হ্যাঁ, সমস্ত ভাববাদী, এমনকি শমূয়েল ও তার পরে যে সকল
ভাববাদী এসেছেন তাঁরা সকলে এই দিনের কথা বলে গেছেন৷
25 আপনারা তো ভাববাদীদের বংশধর, আপনারা ঈশ্বরের সেই
চুক্তির উত্তরাধিকারী, যে চুক্তি ঈশ্বর আপনাদের পিতৃপুরুষের সাথে
করেছিলেন৷ তিনি তো অব্রাহামকে বলেছিলেন, তোমার বংশ দ্বারা
পৃথিবীর সকল জাতিই আশীর্বাদ লাভ করবে৷ ✡
26 ঈশ্বর তাঁর দাসকে পুনরুত্থিত করে প্রথমে তাঁকে আপনাদের
কাছেই পাঠাবেন, যেন আপনাদের প্রত্যেককে মন্দ থেকে ফিরিয়ে
এনে আশীর্বাদ করতে পারেন৷"

4

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

1 পিতর ও যোহন যখন লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন
মন্দির থেকে ইহুদী যাজকরা, মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ও
সদ্দূকীরা তাঁদের কাছে এসে হাজির হল৷
2 পিতর ও যোহন লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য
থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে লোকদের কাছে বলছিলেন বলে
ঐ লোকরা বিরক্ত হয়েছিল৷
3 তারা পিতর ও যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ও পরের দিন
পর্যন্ত তাদের কারাগারে রাখল কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল৷
4 কিন্তু অনেকে যাঁরা পিতর ও যোহনের মুখ থেকে সেই শিক্ষা
শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুকে বিশ্বাস করল৷ যারা বিশ্বাস
করল, সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার৷

✡ **3:23:** উদ্ধৃতি দ্বি. বি. 18:15, 19 ✡ **3:25:** উদ্ধৃতি আদি 22:18; 26:24

5 পরের দিন তাদের ইহুদী নেতারা, সমাজপতি ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
সকলে জেরুশালেমে জড়ো হলেন৷
6 সেখানে হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন, আলেকসান্দার ও
মহাযাজকের পরিবারের সব লোক ছিলেন৷
7 পিতর ও যোহনকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে ইহুদী নেতারা প্রশ্ন
করলেন, "তোমরা কোন্ শক্তিতে বা অধিকারে এসব কাজ করছ?"
8 তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের বললেন,
"মাননীয় জন-নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা:
9 একজন খোঁড়া লোকের উপকার করার জন্য যদি আজ আমাদের
প্রশ্ন করা হয় যে সে কিভাবে সুস্থ হল,
10 তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক একথা
জানুক, যে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে হল! যাকে
আপনারা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিত করেছেন৷ হ্যাঁ, তাঁরই মাধ্যমে এই লোক আজ সম্পূর্ণ
সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে৷
11 যীশু হলেন

সেই পাথর যাকে রাজমিস্ত্রিরা অর্থাৎ আপনারা অগ্রাহ্য করে সরিয়ে
দিয়েছিলেন৷
তিনিই এখন কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছেন৷ গীতসংহিতা
118:22

12 যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন৷ জগতে
তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে উদ্ধার করতে পারে৷"
13 পিতর ও যোহনের নির্ভীকতা দেখে ও তাঁরা যে লেখাপড়া না
জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পেরে পর্ষদ আশ্চর্য্য হয়ে গেল৷ তখন
তারা বুঝতে পারল যে পিতর ও যোহন যীশুর সঙ্গে ছিলেন৷
14 যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল, সে পিতর ও যোহনের সঙ্গে আছে
দেখে পর্ষদ কিছুই বলতে পারল না৷
15 তারা পিতর ও যোহনকে সভাকক্ষ থেকে বাইরে যেতে বলল৷
তাঁরা বাইরে গেলে নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল,

16 "এই লোকদের নিয়ে কি করা যায়? কারণ এটা ঠিক যে ওরা
যে উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ করেছে তা জেরুশালেমের সকল
লোক জেনে গেছে; আর আমরাও একথা অস্বীকার করতে পারি না৷
17 কিন্তু একথা যেন লোকদের মধ্যে আর না ছড়ায়, তাই এস আমরা
এদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিই, যেন এই লোকের নামের বিষয়
উল্লেখ করে তারা কোন কথা না বলে৷"
18 তাই তারা পিতর ও যোহনকে আবার ভেতরে ডাকল; আর যীশুর
নামে কোন কিছু বলতে বা শিক্ষা দিতে নিষেধ করল৷
19 কিন্তু পিতর ও যোহন এর উত্তরে তাদের বললেন, "আপনারাই
বিচার করুন, ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করা বা আপনাদের বাধ্য থাকা
কোনটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক হবে?
20 কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারব
না৷"
21-22 এরপর তারা পিতর ও যোহনকে আরো কিছুক্ষণ শাসিয়ে
ছেড়ে দিল৷ তারা ওদের শাস্তি দেবার মতো কোন কিছুই পেল না,
কারণ যা ঘটেছিল তা দেখে সব লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল৷ আর
যে লোকটির ওপর আরোগ্যদানের এই অলৌকিক কাজ হয়েছিল,
তার বয়স চল্লিশের ওপর ছিল৷

বিশ্বাসীদের কাছে পিতর ও যোহনের প্রত্যাবর্তন

23 পিতর ও যোহন ছাড়া পেয়ে নিজের লোকদের কাছে ফিরে
গেলেন, আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী নেতারা তাঁদের যা যা
বলেছিলেন, সে সব কথা তাঁদের বললেন৷
24 একথা শুনে বিশ্বাসীরা সকলে সমবেত কণ্ঠে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
এই প্রার্থনা জানাল, "প্রভু, আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র আর এসবের
মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তুমিই৷
25 তুমি তোমার দাস, আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের মুখ দিয়ে পবিত্র
আত্মার দ্বারা বলেছ:

জাতিবৃন্দ কেন ক্রুদ্ধ হল?
কেনই বা লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসার পরিকল্পনা করল?

26 জগতের রাজারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল,
আর শাসকরা প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এক
হল।
গীতসংহিতা *2:1-2*

27 হ্যাঁ, এই শহরেই তোমার পবিত্র দাস যীশুর বিরুদ্ধে, যাকে তুমি
অভিষিক্ত করেছ তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ, পন্তীয়, পীলাত, ইহুদীরা ও
অইহুদীরা এক হয়েছিল।
28 তোমার শক্তিতে ও তোমার ইচ্ছায় পূর্বেই যা ঘটবে বলে তুমি ঠিক
করেছিলে, সেই কাজ করতেই তারা একত্র হয়েছিল।
29 আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই শাসানি তুমি শোন। প্রভু, আমরা
তোমার দাস; তোমার এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার
ক্ষমতা দাও।
30 লোককে সুস্থ করে দেবার জন্য তোমার হাত তুমি বাড়িয়ে দাও;
তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন অলৌকিক ও আশ্চর্য্য সব কাজ
সম্পন্ন হয়।"

31 সেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা শেষ করলে, তাঁরা যেখানে একত্রিত
হয়েছিলেন সেই জায়গা কেঁপে উঠল। তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায়
পূর্ণ হলেন আর অসীম সাহসে ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন।

বিশ্বাসীদের সহভাগীতা

32 বিশ্বাসীদের সকলের হৃদয় ও মন এক ছিল। একজনও নিজের
সম্পত্তির কোন কিছুই নিজের বলে মনে করতেন না, কিন্তু তাঁদের
সকল জিনিস তাঁরা পরস্পর ভাগ করে দিতেন।
33 প্রেরিতর মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুর
পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, আর তাঁদের সকলের ওপর
মহাআশীর্বাদ ছিল।
34 তাঁদের দলের মধ্যে কারোর কোন কিছুর অভাব ছিল না, কারণ
যাদেব জমি-জমা বা বাড়ি ছিল তাঁরা তা বিক্রি করে সেই সম্পত্তির
মূল্য নিয়ে এসে প্রেরিতদের দিতেন।
35 পরে যার যেমন প্রয়োজন, প্রেরিতরা তাকে তেমনি দিতেন।

36 বিশ্বাসীবর্গের একজনের নাম ছিল যোষেফ; প্রেরিতরা তাঁকে
বার্ণবা বলে ডাকতেন; এই নামের অর্থ "উৎসাহদাতা৷" ইনি ছিলেন
লেবীয়, কুপ্রীয়ে তাঁর জন্ম হয়৷
37 যোষেফের একটি জমি ছিল, তিনি তা বিক্রি করে সেই টাকা
নিয়ে এসে প্রেরিতদের কাছে দিলেন৷

5

অননিয় ও সাফীরা

1 অননিয় নামে একজন লোক ছিল, তার স্ত্রীর নাম সাফীরা৷ অননিয়
তার একটি জমি বিক্রি করে
2 সেই টাকার কিছু অংশ প্রেরিতদের কাছে জমা দিল; কিন্তু
গোপনে টাকার কিছু অংশ নিজের কাছে রাখল৷ তার স্ত্রী এবিষয়
জানত ও একমত ছিল৷
3 তখন পিতর বললেন, "অননিয় তুমি কেন শয়তানকে তোমার
অন্তরে কাজ করতে দিলে? তুমি পবিত্র আত্মার কাছে কেন মিথ্যা
বললে ও জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছুটা নিজেদের জন্য রেখে
দিলে?
4 সেই জমি বিক্রি করার আগে কি তা তোমারই ছিল না? আর তা
বিক্রি করার পর সেই টাকা কি তোমার অধিকারেই ছিল না? তোমরা
এই ধারণা কোথা থেকে পেলে? মানুষের কাছে নয় কিন্তু তুমি ঈশ্বরের
কাছে মিথ্যা বললে৷"
5-6 এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল,
আর যারা একথা শুনল, তারা সকলে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল৷ পরে
যুবকরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল৷
7 এই ঘটনার পর প্রায় তিন ঘন্টা কেটে গেল, এমন সময় অননিয়ের
স্ত্রী সাফীরা সেখানে এল, তার স্বামীর কি হয়েছে সে তার কিছুই জানত
না৷
8 পিতর তাকে বললেন, "আমায় বলতো তোমার সেই জমি কি এত
টাকায় বিক্রি করেছিলে?"

সে বলল, "হ্যাঁ, ঐ টাকায় বিক্রি করেছি৷"

9 তখন পিতর তাকে বললেন, “তোমরা দুজনে প্রভুর আত্মাকে
পরীক্ষা করার জন্য কেন একচিত্ত হলে? শোন! যাঁরা তোমার স্বামীকে
কবর দিতে গিয়েছিল, তারা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে; তারা তোমাকেও
নিয়ে যাবে।”
10 সঙ্গে সঙ্গে সেও তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। ঐ যুবকরা
ভেতরে এসে তাকে মৃত দেখল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর
পাশে তাকে কবর দিল।
11 তখন সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা শুনল, তাদের সকলের মধ্যে
মহাভয়ের সঞ্চার হল।

ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রমাণ

12 প্রেরিতদের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে নানান অলৌকিক কাজ
হতে লাগল। প্রেরিতরা শলোমনের বারান্দায় একত্রিত হতেন। তাঁদের
সকলের উদ্দেশ্য একই ছিল।
13 অন্যরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করত না; কিন্তু সকলে
তাদের প্রশংসা করত।
14 আর দলে দলে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যীশুতে বিশ্বাসী হয়ে
খ্রীষ্ট বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল।
15 লোকরা, এমন কি তাদের অসুস্থ রোগীদের নিয়ে এসে রাস্তার
মাঝে তাদের বিছানায় বা খাটিযাতে শুইয়ে রাখত, যেন পিতর যখন
সেখান দিয়ে যাবেন তখন অন্ততঃ তাঁর ছাযাও তাদের উপর পড়ে;
আর তাতেই তারা সুস্থ হয়ে যেত।
16 জেরুশালেমের চারপাশের বিভিন্ন নগর থেকে অনেক লোক
অসুস্থ ও অশুচি আত্মায় ভর করা লোকদের নিয়ে এসে ভীড় করত
আর তারা সকলেই সুস্থ হত।

প্রেরিতদের কাজ বন্ধ করার জন্য ইহুদীদের চেষ্টা

17 এরপর মহাযাজক এবং তাঁর সঙ্গীরা অর্থাৎ সদ্দূকী দলের লোকরা
ঈর্ষায় জ্বলে উঠল।
18 তারা প্রেরিতদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে দিল;
19 কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর এক দূত সেই কারাগারের দরজা
খুলে দিলেন। তিনি তাদের পথ দেখিয়ে কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে
বললেন,

20 “যাও মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমরা লোকদের এই নতুন
জীবনের সকল বার্তা শোনাও৷”
21 প্রেরিতেরা আজ্ঞা অনুসারে ভোর বেলায় মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা
প্রচার করতে লাগলেন৷

এদিকে মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমাজের গন্যমান্য
লোকদের এক মহাসভা ডাকল; আর প্রেরিতদের সেখানে নিয়ে
আসার জন্য কারাগারে লোক পাঠালো৷
22 কিন্তু সেই লোকরা কারাগারে এসে কারাগারের মধ্যে
প্রেরিতদের দেখতে পেল না৷ তাই তারা ফিরে গিয়ে বলল,
23 “আমরা দেখলাম কারাগারের তালা বেশ ভালভাবেই বন্ধ আছে,
দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দরজা খুলে
ভেতরে গিয়ে আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না৷ দেখলাম কারাগার
খালি পড়ে আছে৷”
24 মন্দির রক্ষীবাহিনীর প্রধান ও প্রধান যাজকরা এই কথা শুনে
হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগল এর পরিণতি কি হবে?

25 সেই সময় একজন এসে তাদের বলল, “শুনুন! যে লোকদের
আপনারা কারাগারে রেখেছিলেন, দেখলাম তাঁরা মন্দিরের মধ্যে
দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন৷”
26 তখন রক্ষীবাহিনীর প্রধান তার লোকদের নিয়ে সেখানে গেল ও
প্রেরিতদের নিয়ে এল৷ তারা কোনরকম জোর করল না, কারণ তারা
লোকদের ভয় করতে লাগল, পাছে তারা পাথর ছুঁড়ে তাদের মেরে
ফেলে৷

27 তারা প্রেরিতদের নিয়ে এসে ইহুদী নেতাদের সামনে দাঁড় করালে
মহাযাজক প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন৷
28 তিনি বললেন, “ঐ মানুষটির বিষয়ে কোন শিক্ষা দিতে আমরা
তোমাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছিলাম৷ ভেবে দেখ তোমরা কি
করেছ? তোমরা তোমাদের শিক্ষায় জেরুশালেম মাতিয়ে তুলেছ, আর
সেই লোকের মৃত্যুর জন্য সব দোষ আমাদের ওপর চাপাতে চাইছ৷”

29 তখন পিতর ও অন্য প্রেরিতরা এর উত্তরে বললেন, “মানুষের
হুকুম মানার চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ আমাদের অবশ্যই পালন
করতে হবে৷

30 আপনারা যীশুকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে বিদ্ধ করে ক্রুশে
টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর
যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন৷
31 সেই যীশুকে ঈশ্বর নেতা ও ত্রাণকর্তারূপে উন্নত করে নিজের
ডান দিকে স্থাপন করেছেন, যাতে ইহুদীরা তাদের মন ফিরায় ও তিনি
তাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন
32 আর আমরা এসব ঘটতে দেখেছি, বলতে পারি যে এসব সত্য৷
পবিত্র আত্মাও দেখাচ্ছেন যে এসব সত্য৷ যাঁরা তাঁর বাধ্য তাদের তিনি
পবিত্র আত্মা দান করেছেন৷”

33 মহাসভার সভ্যরা এসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে উঠল, আর তারা
প্রেরিতদের হত্যা করতে চাইল৷
34 কিন্তু সেই মহাসভার একজন সভ্য, গমলীয়েল ইনি ব্যবস্থার
শিক্ষক, যাকে সকলে মান্য করত, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঐ প্রেরিতদের
কিছু সময়ের জন্য সভা থেকে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন৷
35 পরে তিনি তাদের বললেন, “হে ইস্রায়েলীরা, এই লোকদের
নিয়ে তোমরা যা করতে যাচ্ছ সে বিষয়ে সাবধান৷
36 কারণ এর কিছু আগে থুদা নামে একজন লোক নিজেকে মহান
বলে দাবী করেছিল৷ প্রায় চারশো লোক তার অনুসারী হয়েছিল; আর
সে নিহত হলে তার অনুগামীরা সব যে যার পালিয়ে গেল, তার কোন
চিহ্নই রইল না৷
37 থুদার পরে আদমসুমারীর সময় গালীলীয় যিহূদার উদয় হয়, সেও
বেশ কিছু লোককে তার দলে টানে; পরে সেও নিহত হয়, আর তার
অনুগামীরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়৷
38 তাই বর্তমানে এই অবস্থা দেখে আমি তোমাদের বলছি: এই
লোকেদের থেকে দূরে থাক, তাদের ছেড়ে দাও, কারণ তাদের এই
পরিকল্পনা অথবা এই কাজ যদি মানুষের থেকে হয় তবে তা ব্যর্থ হবে৷
39 কিন্তু যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা
বন্ধ করতে পারবে না৷ হয়তো দেখবে যে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করছ৷”

তখন তারা এই পরামর্শ গ্রহণ করল৷

40 তারা প্রেরিতদের ভেতরে ডেকে এনে চাবুক মারল, যীশুর নামে
একটি কথাও বলতে নিষেধ করে তাদের ছেড়ে দিল৷
41 প্রেরিতরা মহাসভার সভাস্থল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, আর
যীশুর নামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার যোগ্য
বলে বিবেচিত হয়েছেন, এই কথা ভেবে আনন্দ করতে লাগলেন৷
42 এবং দমে না গিয়ে প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে ও বিভিন্ন বাড়িতে
যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও সুসমাচারের প্রচার করে দেখালেন যে যীশুই
হলেন খ্রীষ্ট৷

6

বিশেষ কাজের জন্য সাতজন মনোনীত

1 বহুলোক দলে দলে খ্রীষ্টের অনুগামী হতে লাগল৷ সেই সময় গ্রীক
ভাষাভাষী বিশ্বাসীরা অপর ইহুদী বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল
যে দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের সময়ে তাদের বিধবাদের
প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে৷
2 তখন সেই বারোজন প্রেরিত সমস্ত অনুগামীদের ডেকে বললেন,
"লোকদের খাদ্য পরিবেশন করার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের
কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়৷
3 তাই আমার ভাইরা, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সাতজন বিজ্ঞ,
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ও সুনাম সম্পন্ন লোককে বেছে নাও৷ আমরা
তাদের ওপর এই কাজের ভার দেব৷
4 এর ফলে আমরা প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজে আরো
বেশী সময় দিতে পারব৷"
5 তাদের এই প্রস্তাব সকল বিশ্বাসীকে খুশী করল, তাই তারা এদের
মনোনীত করলেন: স্তিফান (ইনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ
ছিলেন৷) ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও নিকলায় (ইনি
ছিলেন আন্তিয়খিযার লোক, যিনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন৷)
6 তারা এদের সকলকে প্রেরিতদের সামনে হাজির করল; আর
প্রেরিতরা প্রার্থনা করে তাঁদের ওপর হাত রাখলেন৷

7 ঈশ্বরের বাক্যের বহুল প্রচার হল, ফলে জেরুশালেমে
অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, এমনকি যাজক সম্প্রদায়ের
মধ্যেও একটা বড় দল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে আনুগত্য স্বীকার করল৷

স্তিফানের বিরুদ্ধে ইহুদীগণ

8 স্তিফান ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি
জনসাধারণের মধ্যে নানান অলৌকিক ও পরাক্রম কাজ করতে
লাগলেন৷
9 কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক এসে স্তিফানেব সঙ্গে তর্ক শুরু
করল৷ তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজ-গৃহ থেকে এসেছিল যাদের
নাম ছিল লিবর্ত্তীনদের সমাজ-গৃহ, আলেকসান্দ্রীয় ও কুরীনীয়৷ কিছু
ইহুদীরা এই সমাজ-গৃহে যেত৷ অন্য ইহুদীরা কিলিকিয়া ও এশিয়া
থেকে এসেছিল৷
10 তাদের সঙ্গে বিজ্ঞতায় কথা বলতে পবিত্র আত্মা স্তিফানকে
সাহায্য করেছিলেন৷ তাঁর কথা এতো শক্তিশালী ছিল যে তারা কেউ
তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারল না৷

11 তখন তারা কয়েকজন লোককে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলাল৷ যারা
বলল, "আমরা শুনেছি যে স্তিফান মোশি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা
করছে৷"
12 এইভাবে তারা জনসাধারণ, ইহুদী নেতাদের ও ব্যবস্থার
শিক্ষকদের উত্তেজিত করে তুলল৷ তারা এসে স্তিফানকে ধরে নিয়ে
মহাসভার সামনে হাজির করল৷

13 এরপর তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাল, যারা বলল, "এই লোক
পবিত্র মন্দিরের বিরুদ্ধে ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও
নিবৃত্ত হয় না৷
14 আমরা একে বলতে শুনেছি যে এই নাসরতীয় যীশু এই স্থান
ধ্বংস করবে আর মোশির দেওয়া প্রথা বদলে দেবে৷"
15 তখন মহাসভায় যারা বসেছিল তারা সকলে স্তিফানের দিকে
একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, স্তিফানের মুখ স্বর্গদূতের মুখের মত উজ্জ্বল৷

7

স্তিফানের বক্তব্য

1 এরপর যাজক স্তিফানকে বললেন, “এসব কথা কি সত্যি?”
2 এর উত্তরে স্তিফান বললেন, “ভাইরা ও এই জাতির পিতাগণ,
আমার কথা শুনুন৷ আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম হারণে বসবাস করার
আগে যে সময় মিসপতামিয়াতে ছিলেন, সেই সময় মহিমাময় ঈশ্বর
তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন৷
3 আর তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বদেশ ও স্বজনের মধ্য
থেকে চলে এস, আর আমি যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও৷✡
4 “অব্রাহাম তখন কলদীয়ের দেশ ছেড়ে হারণে এসে বসবাস
করেন৷ তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে সেখান থেকে এই দেশে
আনলেন, যে দেশে এখন আপনারা বাস করছেন৷
5 এখানে ঈশ্বর তাঁকে কোন ভূসম্পত্তি দিলেন না, এমন কি এক
ছটাক জমিও না; কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই দেশটা
তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবেন৷ যদিও অব্রাহামের তখনও কোন
সন্তান ছিল না৷
6 “ঈশ্বর তাঁকে এই কথা বললেন, তোমার বংশধররা বিদেশে
প্রবাসী জীবন কাটাবে, তারা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হবে, আর সে দেশের
লোকরা তাদের প্রতি চারশো বছর ধরে অত্যাচার করবে৷
7 তারা যে জাতির দাসত্ব করবে, আমি তাদের দণ্ড দেব৷✡ ঈশ্বর
আরো বললেন, এরপর তারা সেই দেশ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে
আমার উপাসনা করবে৷✡
8 “এরপর অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর এক চুক্তি করলেন৷ এই চুক্তির
চিহ্ন হল সুন্নত সংস্কার৷ এরপর অব্রাহামের একটি পুত্র সন্তান হল৷
আট দিনের দিন তিনি তার সুন্নত করালেন; সেই পুত্রের নাম ইসহাক৷
তাঁরা ইসহাকের পুত্র যাকোবেরও সুন্নত করলেন৷ যাকোবের পুত্ররা
বারোজন গোষ্ঠীর পিতা হলেন৷

✡ **7:3:** উদ্ধৃতি আদি 12:1 ✡ **7:7:** উদ্ধৃতি আদি 15:13-14 ✡ **7:7:** উদ্ধৃতি আদি 15:14; যাত্রা 3:12

9 “তাদের সেই পিতাগণ যোষেফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন৷
যোষেফকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হলে তাকে মিশরে
নিয়ে আসা হল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন৷
10 যোষেফ সেখানে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে
তাঁর সমস্ত কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করলেন৷ ফরৌণ তখন মিশরের
রাজা৷ যোষেফের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত বিজ্ঞতা দেখতে পেয়ে ফরৌণ তাঁকে
পছন্দ করলেন৷ ফরৌণ যোষেফকে মিশরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত
করলেন, এমনকি ফরৌণের গৃহের সমস্ত পরিজনের উপরে তাকে
কর্তা করলেন৷
11 এরপর সারা মিশরে ও কনান দেশে প্রচণ্ড খরা হল এমন খরা
যাতে কোন ফসল উত্পন্ন হল না, এতে লোকেরা মহাকষ্টে পড়ল৷
আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যবস্তুর অভাব হল৷
12 “কিন্তু যাকোব শুনতে পেলেন যে মিশরে শস্য মজুত আছে,
তখন তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশরে পাঠালেন৷
13 তাঁদের সেই ছিল প্রথমবার মিশরে যাওয়া৷ তাঁরা যখন দ্বিতীয়বার
সেখানে গেলেন, তখন যোষেফ নিজে থেকে তাঁর ভাইদের কাছে
আত্মপরিচয় দিলেন৷ যোষেফের পরে পরিজনদের সংবাদ ফরৌণ
শুনতে পেলেন৷
14 পরে কিছু লোক পাঠিয়ে যোষেফ তাঁর পিতা যাকোব ও তাঁর সব
আত্মীয় পরিজনদের ডেকে পাঠালেন৷ তাঁরা মোট 75 জন ছিলেন৷
15 এইভাবে যাকোব মিশরে গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের সেখানে মৃত্যু হল৷
16 তাঁদের মৃতদেহ শিখিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর সেখানে
তাঁদের কবরে রাখা হয়৷ এই কবরস্থান অব্রাহাম শিখিম শহরে হমোরের
ছেলেদের কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে কিনেছিলেন৷
17 “মিশরে ইহুদীরা বৃদ্ধি পেয়ে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল৷ ঈশ্বর
অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হওয়ার সময় হল৷
18 মিশরে তখন অন্য একজন রাজা হয়েছেন৷ তিনি যোষেফের
সম্পর্কে জানতেন না৷
19 এই রাজা আমাদের লোকদের সঙ্গে চাতুরী করলেন৷ তিনি
আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন৷ তাদের

নবজাত শিশুদের জোর করে বাইরে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন, যেন
তারা মারা যায়৷
20 "সেই সময় মোশির জন্ম হয়, তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর
ছিলেন, তিন মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার গৃহেই লালিত-পালিত হন৷
21 পরে তাঁকে বাইরে রেখে দেওয়া হলে ফরৌণের কন্যা তাঁকে
কুড়িয়ে এনে তাঁর নিজের ছেলের মত মানুষ করেন৷
22 মোশি মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, আর
কথায় ও কাজে মহাক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন৷
23 "মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর ইস্রায়েলী ভাইদের
সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হল৷
24 মোশি দেখলেন যে একজন মিশরীয় একজন ইস্রায়েলীয়র
প্রতি দুর্ব্যবহার করছে, তিনি তখন ইস্রায়েলী লোকটির পক্ষ সমর্থন
করলেন৷ ইস্রায়েলী লোকটিকে আঘাত করার জন্য মোশি সেই
মিশরীয়কে শাস্তি দিলেন এবং তাকে এমন মার দিলেন যে সে মরেই
গেল৷
25 তিনি মনে করলেন যে তাঁর স্বজাতীয় ভাইরা হয়তো বুঝবে যে
তাদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তারা তা বুঝল
না৷
26 "পরদিন, দুজন ইস্রায়েলী যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি
করছে, সেই সময় তিনি তাদের কাছে এসে তাদের মধ্যে মিলন করে
দেবার জন্য বললেন, "দেখ, তোমরা পরস্পর ভাই৷ তবে কেন একে
অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করছ?"
27 কিন্তু অন্যায়কারী লোকটি মোশিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে
বলল, "আমাদের বিচার করতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে?
28 গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে খুন করেছিলে, তেমনি কি
আমাকেও খুন করতে চাও?"✡
29 একথা শুনে মোশি মিশর থেকে পালিয়ে গেলেন; আর
মিদিয়নে বিদেশীরূপে বাস করতে লাগলেন৷ সেখানে তিনি অপরিচিত
আগন্তুকের মতো ছিলেন৷ সেখানে থাকার সময় মোশির দুই ছেলের
জন্ম হয়৷

✡ **7:28:** উদ্ধৃতি যাত্রা 2:14

30 “এর চল্লিশ বছর পরে তিনি যখন সীনয় পর্বতের কাছে
মরুপ্রান্তরে ছিলেন, সেখানে এক জ্বলন্ত ঝোপের আগুনের শিখার
মধ্যে এক স্বর্গদূত তাঁকে দেখা দিলেন৷
31 এই দেখে মোশি আশ্চর্য্য হয়ে আরো ভাল করে দেখবার জন্য
যখন কাছে গেলেন, তখন প্রভুর এই রব শুনলেন,
32 “আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইসহাকের
ও যাকোবের ঈশ্বর৷”✡ মোশি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, ভালভাবে
তাকাতেও সাহস করলেন না৷
33 “এরপর প্রভু তাঁকে বললেন, “তোমার পা থেকে চটি (জুতো)
খুলে ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই জায়গা পবিত্র৷
34 মিশরে আমি আমার লোকদের দুরবস্থা ভাল করেই দেখেছি,
তাদের আর্তনাদ শুনেছি, তাই আমি তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে
এসেছি৷ মোশি, তুমি এস, এখন আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব৷”✡
35 “এই মোশিকেই ইস্রায়েলীয়রা চায় নি বলে বলেছিল, “কে
তোমাকে আমাদের শাসক ও বিচারক বানিয়েছে?” মোশিই সেই
ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর স্বর্গদূতের মাধ্যমে শাসনকর্তা ও ত্রাণকর্তারূপে
পাঠিয়েছিলেন৷ সেই স্বর্গদূতকেই মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে
রেখেছিলেন৷
36 এরপর মোশি লোকদের মিশর থেকে বার করে আনলেন৷ তিনি
মিশরে, লোহিত সাগরে আর প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে বহু অলৌকিক
ও পরাক্রমের কাজ করেন৷
37 “মোশিই তাঁর ইহুদী ভাইদের বলেছিলেন, “ঈশ্বর তোমাদের মধ্য
থেকে এক ভাববাদী ঠিক করবেন, তিনি হবেন আমারই মতো৷”✡
38 এই মোশিই প্রান্তরে ইহুদীদের সমাবেশে ছিলেন৷ যে স্বর্গদূত
সীনয় পর্বতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন৷ মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনদায়ী
আদেশ লাভ করে তাঁর আজ্ঞা সকল আমাদের দিয়েছিলেন৷
39 “কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁর কথা পালন করতে চান
নি, তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে মিশরে ফিরে যেতে
চেয়েছিলেন৷

✡ **7:32:** উদ্ধৃতি যাত্রা 3:6 ✡ **7:34:** উদ্ধৃতি যাত্রা 3:5-10 ✡ **7:37:** উদ্ধৃতি দ্বি. বি. 18:15

40 আমাদের পিতৃপুরুষরা হারোণকে বললেন, “মোশি আমাদের
মিশর থেকে বার করে এনেছেন, কিন্তু তার কি হল আমরা কিছুই
বুঝতে পারছি না। তাই কিছু দেবতাদের গড়ে তোল, যারা আমাদেব
আগে আগে যাবে ও পরিচালিত করবে।”✡
41 তাই লোকেরা বাছুরের এক প্রতিমা গড়ল আর সেই প্রতিমার
সামনে বলিদান উৎসর্গ করল। তারা তাদের হাতে গড়া সেই দেবতাকে
নিয়ে আনন্দ করতে লাগল।
42 কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি বিমুখ হলেন, তিনি তাদের আকাশের
সেনা অর্থাৎ অলীক দেবতাদের পূজায় বাধা দিলেন না। ভাববাদীদের
পুস্তকে একথা লেখা আছে:

“হে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে তোমরা তো আমার
উদ্দেশ্যে পশুবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ কর নি;
43 তোমরা মোলক দেবতার পূজার তাঁবু,
রিফান দেবতার নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি বহন করেছিলে।
পূজা করবার জন্যই তোমরা ঐসব দেবতার মূর্তি গড়েছিলে।
তাই আমি তোমাদের বাবিলের ওপারে নির্বাসনে পাঠাব।”
আমোষ *5:25-27*

44 “মরু এলাকায় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছেই সেই পবিত্র
তাঁবু ছিল। এই পবিত্র তাঁবু তৈরী হয়েছিল সেই ধারায়, যেভাবে নমুনা
দেখিয়ে ঈশ্বর মোশিকে তা করতে বলেছিলেন।
45 পরবর্তীকালে যিহোশূয় আমাদের পিতৃপুরুষদের পরিচালিত
করলে তাঁরা ভিন্ন জাতির দেশ দখল করলেন। আমাদের লোকরা সেই
দেশে প্রবেশ করলে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের সেই দেশ ছেড়ে
চলে যেতে বাধ্য করলেন। আমাদের লোকরা এই নতুন দেশে গেলে
ঐ তাঁবুও সঙ্গে নিয়ে এলেন। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে তাঁরা এই তাঁবু
পেয়েছিলেন। সেই তাঁবু রাজা দায়ূদের সময় পর্যন্ত তাঁদের কাছে ছিল।

✡ **7:40:** উদ্ধৃতি যাত্রা 32:1

46 দায়ূদ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করলেন আর
যাকোবের ঈশ্বরের জন্য এক গৃহ নির্মাণ করার অনুমতি চাইলেন৷
47 কিন্তু দায়ূদের ছেলে শলোমন তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করলেন৷
48 "কিন্তু যিনি পরমেশ্বর তিনি কখনও মানুষের হাতে তৈরী গৃহে
বাস করেন না৷ এ বিষয়ে ভাববাদী বলেছেন:

প্রভু বলেন,
49 স্বর্গ আমার সিংহাসন৷
পৃথিবী আমার পা রাখার জায়গা৷
তুমি আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?
আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়!
50 আমার হাতই কি এই বস্তুগুলি নির্মাণ করে নি! " যিশাইয় *66:1-2*

51 আপনারা একগুঁয়ে লোক! ঈশ্বরকে আপনারা নিজ নিজ হৃদয়
সঁপে দেন নি! আপনারা তাঁর কথা শুনতে চান নি! আপনারা
সব সময় পবিত্র আত্মা যা বলতে চাইছেন তা প্রতিরোধ করে
এসেছেন৷ আপনাদের পিতৃপুরুষরা যেমন করেছিলেন, আপনারাও
তাদের মতোই করছেন৷
52 এমন কোন ভাববাদী ছিলেন কি যাকে আপনাদের পিতৃপুরুষরা
নির্যাতন করেন নি? সেই ধার্মিক ব্যক্তির আগমণের কথা যাঁরা বহুপূর্বে
ঘোষণা করেছিলেন আপনাদের পিতৃপুরুষরা তাদের খুন করেছেন;
আর এখন আপনারা সেই ধার্মিককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে হত্যা
করছেন৷
53 আপনারা মোশির বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, ঈশ্বরই তাঁর
স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তা দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনারা তা পালন করেন
নি!

স্তিফানকে হত্যা

54 ইহুদী নেতারা স্তিফানের এইসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেল৷
স্তিফানের প্রতি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল৷

55 স্তিফান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকালেন আর
দেখলেন ঈশ্বরের মহিমা, দেখলেন যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে
আছেন৷
56 তিনি বললেন, "দেখ! আমি দেখছি স্বর্গ খোলা রয়েছে; আর
মানবপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন!"
57 তখন ইহুদী নেতারা জোরে চিৎকার করে উঠল, আর নিজেদের
কানে হাত চাপা দিল৷ এরপর সবাই মিলে এক সঙ্গে তাঁর দিকে ছুটে
গেল৷
58 তারা স্তিফানকে মেরে ফেলার জন্য তাঁকে টানতে টানতে শহর
থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর মারতে লাগল৷ যারা স্তিফানের বিরুদ্ধে
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছিল, তারা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের
কাছে তাদের আলখাল্লা খুলে জমা রাখল৷
59 তারা যখন স্তিফানকে পাথর মেরে চলেছে তখন তিনি প্রার্থনা
করে বললেন, "প্রভু যীশু আমার আত্মাকে গ্রহণ কর!"
60 এরপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললেন, "প্রভু,
এদের বিরুদ্ধে এই পাপ গন্য করো না!" এই বলে তিনি মৃত্যুতে ঢলে
পড়লেন৷

8

1-3 আর শৌল স্তিফানের হত্যার অনুমোদন করেছিলেন৷

বিশ্বাসীদের কষ্ট

কয়েকজন ধার্মিক লোক এসে স্তিফানকে কবর দিলেন আর
স্তিফানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করলেন৷ সেইদিন থেকে
জেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর ভীষণ নির্যাতন শুরু হল৷ প্রেরিতগণ
ছাড়া সবাই যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে
পড়লেন৷ এদিকে শৌল বিশ্বাসী সমাবেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠে
পড়ে লাগলেন৷ বাড়ি বাড়ি ঢুকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে
টানতে টানতে নিয়ে এসে কারাগারে ভরলেন৷
4 বিশ্বাসীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল; আর তারা যেখানেই
গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার করতে লাগল৷

শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচার

5 ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে সেখানে তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচার করলেন৷
6 লোকরা যখন ফিলিপের কথা শুনল এবং তিনি যে সব অলৌকিক
কাজ করছিলেন তা দেখল, তখন তাঁর কথায় আরো মন দিল৷
7 অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে চিৎকার করতে
করতে সেইসব অশুচি আত্মা বাইরে বেরিয়ে এল৷ অনেক
পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক ও খোঁড়া লোক সুস্থ হল৷
8 এর ফলে সেই শহরে মহা আনন্দের সাড়া জাগল৷

9 সেই শহরে শিমোন নামে একজন লোক ছিল৷ ফিলিপ সেই শহরে
আসার আগে শিমোন বহুদিন ধরে সেই শহরে যাদুখেলা দেখাত৷
এইভাবে সে শমরিয়ার লোকদের অবাক করে দিত৷ সে নিজেকে
একজন মহাপুরুষ বলে জাহির করত৷
10 ছোট বড় সকলেই তার কথা মন দিয়ে শুনত৷ তারা বলত, "এই
লোকের মধ্যে ঈশ্বরের সেই শক্তি আছে যাকে মহাপরাক্রম ও বলা
চলে৷"
11 লোকরা তার কথা শুনত কারণ দীর্ঘ দিন ধরে সে লোকদের
যাদুমন্ত্রের চমকে মুগ্ধ করে রেখেছিল৷
12 কিন্তু ফিলিপ যখন তাদের ঈশ্বরের সুসমাচার, তাঁর রাজ্য ও যীশু
খ্রীষ্টের নামের বিষয় জানালেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে ফিলিপকে
বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিল৷
13 আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল৷ বাপ্তাইজ
হওয়ার পর সে ফিলিপের কাছে কাছে থাকতে লাগল, আর ফিলিপের
দ্বারা অনেক অলৌকিক কাজ ও নানা পরাক্রম কাজ হচ্ছে দেখে
আশ্চর্য্য হয়ে গেল৷

14 প্রেরিতরা তখনও জেরুশালেমে ছিলেন৷ তাঁরা শুনতে পেলেন
যে শমরিয়ায় লোকরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর
ও যোহনকে সেখানে পাঠালেন৷
15 পিতর ও যোহন এসে শমরিয়ায় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা
করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে;
16 কারণ এই লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হলেও
তখনও পর্যন্ত তাদের কারোর ওপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেন নি৷

17 এইজন্য পিতর ও যোহন প্রার্থনা করলেন; আর সেই দুই প্রেরিত,
লোকদের মাথায় হাত রাখলে তারা পবিত্র আত্মা লাভ করল৷
18 শিমোন যখন দেখল যে, প্রেরিতদের হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র
আত্মা লাভ হচ্ছে, তখন সে টাকা এনে তাদের বলল,
19 "আমাকেও এই ক্ষমতা দিন যেন আমি যার ওপর আমার দুহাত
রাখব, সে এই পবিত্র আত্মা পায়৷"
20 পিতর শিমোনকে বললেন, "তুমি ও তোমার টাকা চিরকালের
মত ধ্বংস হয়ে যাক্! ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়ে কিনবে বলে
ভেবেছ?
21 এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তোমার কোন অধিকার বা অংশ নেই,
কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার অন্তর মোটেই সরল নয়৷
22 তাই তুমি এই মন্দ চিন্তা থেকে তোমার মন-ফিরাও! আর প্রভুর
কাছে প্রার্থনা কর, হয়তো তোমার মনের এই মন্দচিন্তার জন্য ক্ষমা
পেলেও পেতে পার৷
23 কারণ আমি দেখছি তোমার মধ্যে খুব ঈর্ষা আছে আর তুমি
পাপের কাছে বন্দী৷"
24 তখন শিমোন বলল, "আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা বললেন তার কিছুই আমার না হয়!"
25 প্রেরিতরা যীশুর বিষয়ে যা জানতেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে
ও প্রভুর বার্তা প্রচার করে জেরুশালেমে ফিরে চললেন, যাবার পথে
তাঁরা শমরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন৷

ফিলিপ ইথিওপিয়ার একজন লোককে শিক্ষা দিলেন

26 প্রভুর এক দূত ফিলিপকে বললেন, "প্রস্তুত হও, দক্ষিণে যে পথ
জেরুশালেম থেকে ঘসার দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে নেমে
যাও৷"
27 তখন ফিলিপ প্রস্তুত হয়ে সেই পথ ধরে রওনা দিলেন এবং সেই
পথে একজন ইথিওপিয়ানকে দেখতে পেলেন, তিনি নপুংসক৷ তিনি
ইথিওপিয়ার কান্দাকি রাণীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন৷ ইনি জেরুশালেমে
উপাসনা করতে গিয়েছিলেন৷
28 ফেরার পথে তিনি তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক
থেকে পড়ছিলেন৷

29 তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, “ঐ রথের কাছে যাও,
তাঁর সঙ্গ ধর!”
30 ফিলিপ দৌড়ে রথের কাছে গিয়ে শুনলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ
ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছেন৷ ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন,
“আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝতে পারছেন?”
31 তিনি বললেন, “কি করে বুঝব যদি বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ না
থাকে?” আর তিনি ফিলিপকে রথে উঠে এসে তার কাছে বসতে
বললেন৷
32 শাস্ত্রের যে অংশটি তিনি পাঠ করছিলেন তা হল:

“হত হবার জন্য মেষের মতো তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল৷
লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে ভেড়া যেমন মুখ বুজে থাকে,
তেমনি তিনি মুখ খোলেন নি৷
33 তাঁর হীন অবস্থায়, তাঁর ন্যায় অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা
হল৷
কেউ আর কখনও তাঁর বংশধরদের কথা বলবে না,
কারণ পৃথিবীতে তাঁর জীবন সমাপ্ত হল৷” যিশাইয় *53:7-8*

34 সেই কোষাধ্যক্ষ ফিলিপকে বললেন, “অনুগ্রহ করে বলুন,
ভাববাদী কার বিষয়ে এই কথা বলছেন? তিনি কি তাঁর নিজের বিষয়ে
বলছেন, অথবা অন্য কারো বিষয়ে?”
35 তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে শুরু করে যীশুর বিষয়ে
সুসমাচার তাঁকে জানালেন৷
36 তাঁরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জলাশয়ের কাছে এসে হাজির
হলে সেই নপুংসক বললেন, “দেখুন! এখানে জল আছে! বাপ্তাইজ
হতে আমার বাধা কোথায়?”
37 *
38 তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে
জলে নামলেন৷ ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন৷

---

* **8:37:** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 37 যুক্ত করা হয়েছে: “ফিলিপ উত্তর দিলেন, যদি তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর তবে হতে পারে৷ কোষাধ্যক্ষ বলল, আমি বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র৷ ”

39 তাঁরা যখন জলের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন প্রভুর আত্মা
ফিলিপকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ তাকে আর দেখতে
পেলেন না; কিন্তু আনন্দ করতে করতে তাঁর পথে এগিয়ে চললেন৷
40 ফিলিপ নিজেকে অসদোদে দেখতে পেলেন আর তিনি
কৈসরিয়ার পথে রওনা হয়ে যাত্রা পথে সব নগরে সুসমাচার প্রচার
করলেন৷

9

শৌলের মন পরিবর্তন

1 এদিকে শৌল জেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের তখনও হত্যার
হুমকি দিচ্ছিলেন৷ তিনি মহাযাজকের কাছে গেলেন৷
2 দম্মেশকস্থ সমাজ-গৃহে ইহুদীদের দেবার জন্য মহাযাজকের
কাছে চিঠিগুলি চাইলেন, যেন স্ত্রী হোক্ বা পুরুষ হোক্, খ্রীষ্টের
অনুগামী এমন কোন লোককে পেলেই গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে
নিয়ে আসতে পারেন৷
3 তাই শৌল দম্মেশকে রওনা হয়ে গেলেন৷ যেতে যেতে তিনি যখন
দম্মেশকের কাছাকাছি এলেন, সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে এক
উজ্জ্বল আলো তাঁর চারিদিকে চমকে উঠল৷
4 তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং এক রব শুনতে পেলেন, সেই
রব তাঁকে বলছে, "শৌল, শৌল! কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?"
5 শৌল বললেন, "প্রভু আপনি কে?"
তিনি বললেন, "আমি যীশু; তুমি যার ক্ষতি করার চেষ্টা করছ৷
6 ওঠ, ঐ শহরে যাও আর তোমায় কি করতে হবে তা তোমায় বলা
হবে৷"
7 যে সব পুরুষ তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল৷
তারা সেই রব শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না৷
8 শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন চোখ খুললেন তখন
কিছুই দেখতে পেলেন না৷ তাই তারা তাকে হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে
গেল৷
9 তিন দিন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় রইলেন, সেই সময় তিনি অন্ন
জল কিছুই মুখে তুললেন না৷

10 দম্মেশকে অননিয় নামে একজন খ্রীষ্টের অনুগামী ছিলেন৷ এক
দর্শনের মাধ্যমে প্রভু তাঁকে বললেন, “অননিয়!”
তিনি বললেন, “প্রভু, এই তো আমি৷”
11 প্রভু তাকে বললেন, “ওঠ, আর সরল নামে রাস্তায় যাও৷
সেখানে যিহূদার বাড়ীর খোঁজ কর৷ সেখানে তার্ষ থেকে এসেছে শৌল
বলে একজন লোক, তার খোঁজ কর, কারণ সে প্রার্থনা করছে৷
12 তার এই দর্শনলাভ হয়েছে যে অননিয় নামে একজন লোক এসে
তার ওপর হাত রাখাতে সে আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে৷”
13 অননিয় বললেন, “প্রভু, আমি অনেক লোকের কাছে এই
লোকের বিষয়ে শুনেছি৷ জেরুশালেমে আপনার পবিত্র লোকদের
প্রতি সে যে সব জঘন্য কাজ করেছে তাও আমি শুনেছি৷
14 আর এখানে যত লোক আপনাকে বিশ্বাস করে,* তাদের গ্রেপ্তার
করে নিয়ে যাবার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে বিশেষ
পরোয়ানা নিয়ে এসেছে৷”
15 কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অইহুদীদের কাছে,
রাজাদের ও ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম নিয়ে যাবার জন্য আমি
তাকে মনোনীত করেছি৷
16 আমার নামের জন্য তাকে কত দুঃখভোগ করতে হবে, আমি
নিজে তাকে তা দেখিয়ে দেব৷”
17 তখন অননিয় যিহূদার বাড়িতে গেলেন৷ তিনি শৌলের ওপর
দুহাত রেখে বললেন, “ভাই শৌল, প্রভু যীশু আমাকে তোমার কাছে
পাঠিয়েছেন৷ এখানে আসার পথে তোমায় তিনি দর্শন দিয়েছিলেন৷
যীশু তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন, যেন তুমি আবার দেখতে পাও
আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পার৷”
18 সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে মাছের আঁশের মত একটা কিছু
খসে পড়ল, আর শৌল আবার দেখতে পেলেন৷ পরে তিনি উঠে গিয়ে
বাপ্তিস্ম নিলেন৷
19 এরপর কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সবল হলেন৷

দম্মেশকে শৌলের প্রচার কার্য্য

* **9:14: আপনাকে বিশ্বাস করে** আক্ষরিক অর্থে, “আপনার নামে ডাকে৷”

তিনি কিছুদিন দম্মেশেকে অনুগামীদের সঙ্গে থাকলেন৷

20 এরপর তিনি সরাসরি সমাজ-গৃহে গিয়ে যীশুর কথা প্রচার
করতে লাগলেন৷ তিনি বললেন, "এই যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র৷"

21 তার কথা শুনে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল৷ তারা বলল, "একি,
সেই লোক নয় যে জেরুশালেমে যাঁরা যীশুর নামে বিশ্বাস করত
তাদের ধ্বংস করত? আর এখানে সে যীশুর অনুগামীদের গ্রেপ্তার
করে প্রধান যাজকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কি আসে নি?"

22 কিন্তু শৌল ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, আর দম্মেশকে
যে সব ইহুদী বাস করত, শৌল তর্কে তাদের নীরব করে দিলেন, তিনি
প্রমাণ দিতে থাকলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট৷

শৌল ইহুদীদের থেকে মুক্ত

23 বেশ কিছু দিন পর ইহুদীরা শৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে
লাগল৷

24 কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্ত জানতে পারলেন৷ ইহুদীরা তাকে হত্যা
করার জন্য শহরের প্রধান ফটকগুলির ওপর দিন রাত নজর রাখতে
লাগল৷

25 কিন্তু যাঁরা শৌলের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল, তারা শৌলকে
শহর ত্যাগ করতে সাহায্য করল৷ তারা শৌলকে একটা ঝুড়িতে রেখে
শহরের প্রাচীরের এক গর্ত দিয়ে ঝুড়িশুদ্ধ শৌলকে বাইরে নামিয়ে
দিল৷

জেরুশালেমে শৌল

26 এরপর শৌল জেরুশালেমে গেলেন৷ সেখানে তিনি যীশুর
অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁকে
ভয় করলেন৷ তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে তিনি সত্যিকার যীশুর
অনুগামী হয়েছেন৷

27 কিন্তু বার্ণবা শৌলকে গ্রহণ করে তাঁকে নিয়ে প্রেরিতদের কাছে
গেলেন৷ দম্মেশকের পথে শৌল কিভাবে যীশুর দেখা পেয়েছেন ও
প্রভু যীশু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আর কিভাবে তিনি দম্মেশকে
সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম প্রচার করেছেন, সেসব কথা তাদের
সবিস্তারে জানালেন৷

28 শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে জেরুশালেমে থাকতেন, তিনি
সেখানে সব জায়গায় গিয়ে সাহসের সঙ্গে প্রভুর নাম প্রচার করতেন৷
29 তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন বলে তারা তাঁকে
হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগল৷
30 ভাইরা সে কথা জানতে পেরে তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন
ও সেখান থেকে তার্ষে পাঠিয়ে দিলেন৷
31 সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ায় বিশ্বাসী মণ্ডলীগুলিতে
শান্তি বিরাজ করছিল৷ বিশ্বাসীরা প্রভুর ভয়ে জীবনযাপন করত ও
পবিত্র আত্মায় উৎসাহিত হত; এর ফলে দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠল
এবং ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করতে লাগল৷

যাফোতে পিতর

32 পিতর জেরুশালেমের আশে পাশে বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতে
করতে লুদ্দার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে এলেন৷
33 লুদ্দায় তিনি ঐনিয় নামে একজন পঙ্গু লোকের দেখা পান; সে
আট বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিল৷
34 পিতর তাকে বললেন, "ঐনিয় যীশু তোমায় সুস্থ করেছেন, তুমি
ওঠ, বিছানা গুটিয়ে নাও৷ তুমি নিজেই তা পারবে৷" সঙ্গে সঙ্গে ঐনিয়
উঠে দাঁড়াল৷
35 তখন লুদ্দা ও শারোণের সব লোক তাকে দেখে প্রভুর প্রতি
ফিরল ও বিশ্বাসী হল৷
36 যাফোতে টাবিথা বা দর্কা যার অর্থ "হরিণী" নামে এক শিষ্য
ছিলেন৷ তিনি সব সময় লোকের উপকার করতেন, বিশেষ করে
গরীবদের সাহায্য করতেন৷
37 পিতর যখন লুদ্দায় ছিলেন টাবিথা অসুস্থ হয়ে মারা যান; তাই
তারা তার দেহ স্নান করিয়ে ওপরের ঘরে শুইয়ে রাখল৷
38 লুদ্দা যাফোর কাছাকাছি ছিল৷ অনুগামীরা যখন শুনলেন যে
পিতর লুদ্দায় আছেন, তখন তারা দুজন লোককে সেখানে পাঠিয়ে
অনুরোধ করল, "যেন পিতর তাড়াতাড়ি করে একবার তাদের ওখানে
আসেন!"

39 তখন পিতর প্রস্তুত হয়ে তাদের সঙ্গে চললেন৷ তিনি সেখানে
হাজির হলে তারা তাঁকে ওপরের সেই ঘরে নিয়ে গেল; আর বিধবারা
সকলে তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, দর্কা জীবিত অবস্থায়
তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব পোশাকগুলি তৈরী করেছিলেন
তা দেখাতে লাগল৷
40 পিতর সকলকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা
করলেন৷ তারপর সেই দেহের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "টাবিথা,
ওঠ!" তাতে তিনি চোখ খুললেন ও পিতরকে দেখে উঠে বসলেন৷
41 তখন পিতর হাত বাড়িয়ে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন৷
এরপর তিনি বিশ্বাসীদের ও সেই বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত
দেখালেন৷
42 এই কথা যাফোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল আর অনেক লোক প্রভুর
ওপর বিশ্বাস করল৷
43 পিতর যাফোতে শিমোন নামে এক চামড়া ব্যবসায়ীর ঘরে
অনেক দিন রইলেন৷

10

পিতর ও কর্ণীলিয়াস

1 কৈসরিয়ায় কর্ণীলিয়াস নামে একজন লোক ছিলেন; ইনি ছিলেন
ইতালীয় বাহিনীর একজন সেনাপতি৷
2 তিনি ছিলেন ঈশ্বর ভক্ত, তাঁর গৃহস্থ সমস্ত পরিজন সত্যময়
ঈশ্বরের উপাসনা করত৷ তিনি ইহুদীদের মধ্যে গরীব দুঃখীদের অর্থ
দিতেন আর সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন৷
3 একদিন প্রায় তিনটের সময় এক দর্শনের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট
দেখতে পেলেন যে ঈশ্বরের এক দূত তাঁর কাছে এসে বলছেন,
"কর্ণীলিয়াস!"
4 কর্ণীলিয়াস স্বর্গদূতের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বললেন, "মহাশয়,
আপনি কি চান?"
সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "কর্ণীলিয় তোমার প্রার্থনা ঈশ্বর
শুনেছেন; গরীবদের তুমি যে সাহায্য কর, তা তিনি দেখেছেন৷ ঈশ্বর
তোমায় স্মরণ করেছেন৷

5 তুমি যাফো শহরে লোকদের পাঠাও, সেখানে শিমোন নামে
একজন লোক আছে, যার অপর নাম পিতর; তোমার লোকরা সেখানে
গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসুক৷
6 সে চামড়ার ব্যবসায়ী শিমোনের বাড়িতে আছে, সেই বাড়ি
সমুদ্রের ধারে৷”
7 স্বর্গদূত কথা বলে চলে গেলে পরে কর্ণীলিয়াস দুজন কর্মচারীকে
ও একজন সৈনিককে ডেকে পাঠালেন৷ ঈশ্বরভক্ত এই সৈনিকটি
কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে সব সময়ই কর্ণীলিয়াসের কাছে কাছে
থাকত৷
8 এই তিন ব্যক্তির কাছে কর্ণীলিয়াস সব কিছু বুঝিয়ে তাদের
যাফোতে পাঠালেন৷
9 পরের দিন তারা যখন যাফোর কাছাকাছি পৌঁছলো৷ সেই সময়ে
পিতর প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপর উঠে ছিলেন৷ বেলা তখন ভর
দুপুর৷
10 পিতরের খিদে পেল এবং তিনি খেতে চাইলেন৷ নীচে লোকরা
তখন পিতরের জন্য খাবার প্রস্তুত করছে, এমন সময় তিনি আবিষ্ট
হলেন৷
11 তিনি দেখলেন আকাশ মুক্ত হয়েছে আর একটা কিছু নেমে
আসছে৷ সেটা দেখতে একটা বড় চাদরের মত, তার চারটে খুঁট ধরে
কেউ যেন তা মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে৷
12 তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের পশু ও সরীসৃপ এবং আকাশের
নানা রকমের পক্ষী রয়েছে৷
13 এরপর সেই রব পিতরকে বলল, “পিতর ওঠ, এদের মার এবং
খাও৷”
14 পিতর বললেন, “প্রভু কখনই না! কারণ আমি কখনও কোন
অশুদ্ধ বা অপবিত্র কিছু খাই নি৷”
15 তখন আবার এই রব শোনা গেল, “ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন তা
তুমি অশুদ্ধ বোলো না!”
16 এইভাবে তিন বার ঘটে যাবার পর সেই চাদরটি আকাশে তুলে
নেওয়া হল৷
17 পিতর যে দর্শন পেয়েছিলেন তার অর্থ কি হতে পারে তা যখন
তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন,

সেই সময় কর্ণীলিয়াসের পাঠানো ঐ লোকেরা শিমোনের বাড়ির
খোঁজ করতে করতে বাড়ির ফটকে এসে হাজির হল৷
18 তারা জিজ্ঞেস করল, "শিমোন যাঁর অপর নাম পিতর তিনি কি
এ বাড়িতে রয়েছেন?"
19 পিতর তখনও সেই দর্শনের বিষয়ে চিন্তা করছেন, তখন আত্মা
তাঁকে বললেন, "দেখ! তিন জন লোক তোমার খোঁজ করছে৷
20 তুমি উঠে নীচে যাও, বিনা দ্বিধায় তাদের সঙ্গে যাও, কারণ
আমিই তাদের পাঠিয়েছি৷"
21 তখন পিতর নীচে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, "দেখুন,
আপনারা যাকে খুঁজছেন, আমিই সেই লোক৷ আপনারা এখানে কেন
এসেছেন?"
22 তারা বলল, "আমরা সেনাপতি কর্ণীলিয়াসের কাছ থেকে
এসেছি৷ তিনি একজন ধার্মিক লোক, তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন৷
ইহুদীদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র৷ স্বর্গদূত কর্ণীলিয়াসকে নির্দেশ
দিয়েছেন যেন আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আসতে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়৷
আপনি কি বলবেন তা যেন তিনি শুনতে পান৷"
23 তখন পিতর তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাতটা তাঁর ওখানে
থাকার ব্যবস্থা করলেন৷

পর দিন পিতর প্রস্তুত হয়ে সেই লোকদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন৷
যাফো থেকে কয়েকজন বিশ্বাসী ভাইও পিতরের সঙ্গে গেলেন৷
24 পরের দিন তাঁরা কৈসরিয়া শহরে এলেন৷ কর্ণীলিয়াস তাঁদের
জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তাঁর
বাড়িতে ডেকেছিলেন৷

25 পিতর যখন ভেতরে গেলেন তখন কর্ণীলিয়াস এসে তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করলেন; আর উপুড় হয়ে পড়ে পিতরকে প্রণাম জানালেন৷
26 কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, "আহা, কি করছেন, উঠুন! আমি
তো একজন সামান্য মানুষ মাত্র৷"
27 পিতর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন,
সেখানে বহুলোক এসে জড়ো হয়েছে৷
28 পিতর তাঁদের বললেন, "আপনারা জানেন, অন্য জাতের
লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা বা তাদের বাড়ি যাওয়া ইহুদীদের পক্ষে

বিধি-সম্মত কাজ নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে,
কোন মানুষকে অশুচি বা অপবিত্র বলা ঠিক নয়৷
29 তাই আমাকে ডেকে পাঠান হল, আর আমি বিনা আপত্তিতে চলে
এলাম৷ এখন আমি জানতে চাই আপনারা কি কারণে আমায় ডেকে
পাঠিয়েছেন৷"
30 কর্ণীলিয়াস বললেন, "চারদিন আগে এই সময় আমি আমার ঘরে
বসে প্রার্থনা করছিলাম বেলা তখন প্রায় তিনটে, সেই সময় হঠাৎ এক
ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর গায়ে ছিল উজ্জ্বল পোশাক৷
31 তিনি বললেন, কর্ণীলিয়াস তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, আর
তুমি গরীব দুঃখীদের যে সাহায্য কর তা-ও ঈশ্বর দেখেছেন৷ ঈশ্বর
তোমাকে স্মরণ করেছেন;
32 তাই তুমি যাফোয় কিছু লোক পাঠাও এবং শিমোন যাকে পিতর
বলে তাকে এখানে নিয়ে এস৷ সমুদ্রের ধারে শিমোন নামে যে চামড়ার
ব্যবসায়ী আছে, সে তার বাড়িতে আছে৷
33 তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক পাঠালাম; আর
আপনি বড় অনুগ্রহ করে এখানে এসেছেন৷ এখন আমরা সকলে
এখানে ঈশ্বরের সামনে আছি; প্রভু আপনাকে যে সব কথা বলতে
আদেশ করেছেন আমরা সকলে তা শুনব৷"

কর্ণীলিয়াসের বাড়িতে পিতরের কথা

34 তখন পিতর বলতে শুরু করলেন, "এখন আমি সত্যি সত্যিই
বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না৷
35 প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করে ও ন্যায়
কাজ করে, ঈশ্বর এমন লোকদের গ্রহণ করেন৷
36 তিনি ইস্রায়েলের লোকদের কাছে তাঁর সুসমাচার
পাঠিয়েছিলেন৷ তিনি সেই সুসমাচারে জানালেন যে যীশু খ্রীষ্টের
মাধ্যমেই শান্তি লাভ হয়৷ তিনি সকলেরই প্রভু!
37 "সমগ্র যিহূদাতে কি ঘটেছিল সে সব কথা আপনারা শুনেছেন৷
যোহন বাপ্তাইজক লোকেদের কাছে বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করার পর
গালীলে এই ঘটনাগুলি শুরু হয়৷
38 আপনারা সেই নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে শুনেছেন, শুনেছেন
ঈশ্বর কিভাবে তাঁকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমের সঙ্গে অভিষেক

করেছিলেন৷ যীশু সর্বত্র মানুষের মঙ্গল করে বেড়াতেন, আর যারা
দিয়াবলের কবলে পড়ত তাদের তিনি মুক্ত করতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর
সঙ্গে ছিলেন৷
39 "যিহূদা ও জেরুশালেমে যীশু যা কিছু করেছেন, আমরা তা
স্বচক্ষে দেখেছি, আমরা তার সাক্ষী৷ তারা তাঁকে কাঠের তৈরী এক
ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে;
40 কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় জীবিত করেছেন৷
ঈশ্বর লোকদের কাছে যীশুকে জীবিতরূপে দেখালেন৷
41 কিন্তু তিনি সবাইকে দেখা দেন নি৷ ঈশ্বর পূর্বেই সাক্ষীরূপে যাদের
মনোনীত করেছিলেন, কেবল তারাই তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন,
আমরাই সেইসব সাক্ষী! মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হবার পর আমরা
যীশুর সঙ্গে পান-আহার করেছি;
42 "আর তিনি আমাদের আদেশ দিলেন, যেন আমরা লোকদের
মাঝে প্রচার করি আর সাক্ষ্য দিই যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে ঈশ্বর
সমস্ত জীবিত ও মৃত সকলের বিচারকর্তা করে মনোনীত করেছেন৷
43 যে কেউ যীশুকে বিশ্বাস করবে, সে পাপের ক্ষমা পাবে৷ যীশুর
নামে ঈশ্বর সেইসব লোকদের পাপ ক্ষমা করবেন৷ সমস্ত ভাববাদী বলে
গেছেন যে এ সত্য৷"

অইহুদীদের কাছে পবিত্র আত্মা এলেন

44 পিতর যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন যারা সেখানে সেইসব
কথা শুনছিল, তাদের সকলের ওপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন৷
45 ইহুদী সম্প্রদায় থেকে যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে সেখানে
এসেছিলেন তাঁরা সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, কারণ অইহুদীদের
ওপরও পবিত্র আত্মার দান নেমে এল৷
46 কারণ তাঁরা ওদের নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা
করতে শুনলেন৷
47 তখন পিতর বললেন, "কেউ কি এই লোকদের জলে বাপ্তাইজ
করতে অস্বীকার করতে পারে? আমরা যেমন পবিত্র আত্মা পেয়েছি
তারাও তো তেমনি পেয়েছে!"
48 তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে কর্ণীলিয়াস, তার পরিবারের
লোকদের ও তাদের বন্ধুদের জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আদেশ

করলেন৷ এরপর তাঁরা পিতরকে তাঁদের সঙ্গে কিছু দিন থাকতে অনুরোধ করলেন৷

11

পিতর জেরুশালেমে ফিরলেন

1 যিহূদিয়ার প্রেরিতরা এবং বিশ্বাসী ভাইরা শুনতে পেলেন যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ করেছে৷
2 পিতর যখন জেরুশালেমে এলেন, তখন কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তাঁর সমালোচনা করতে লাগল৷
3 তারা বলল, "দেখ, তুমি যারা ইহুদী নয় এবং যাদের সুন্নত হয় নি তাদের ঘরে গিয়েছিলে, এমনকি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিলে!"
4 তখন পিতর তাদের আগের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বললেন,
5 "আমি যাফো শহরে প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক দর্শন পেলাম৷ আমি দেখলাম, একটা বড় চাদরের মত কিছু, তার চারটি খুঁট ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ তা আমার কাছে এলে
6 আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে ভূচর গৃহপালিত পশু, সকল হিংস্র বন্য জন্তু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখিরা আছে৷
7 তখন আমি এক রব শুনতে পেলাম যা আমায় বলছে, "পিতর ওঠ, এদের মেরে খাও!"
8 "কিন্তু আমি বললাম, "না, প্রভু এ হতে পারে না! কারণ অপবিত্র অশুদ্ধ কোন কিছু কখনও আমি খাই না!"
9 "আকাশ থেকে সেই রব দ্বিতীয় বার ভেসে এল, "ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন তুমি তা অপবিত্র বলো না৷"
10 "এইভাবে তিনবার সেই রব শোনা গেল, পরে সে সব আবার আকাশে টেনে তুলে নেওয়া হল,
11 আর আমি যেখানে ছিলাম সেই বাড়িতে তখনই তিন জন লোক এল৷ তাদের কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল;

12 আর আত্মা আমায় বললেন কোনরকম দ্বিধা না করে তুমি ওদের
সঙ্গে যাও৷ এই ছ□জন ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন; আর আমরা
কর্ণীলিয়াসের বাড়িতে গেলাম৷
13 তিনি কিভাবে একজন স্বর্গদূতকে তাঁর বাড়িতে দাঁড়াতে
দেখেছিলেন তা আমাদের জানালেন৷ সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন,
□যাফোতে লোকদের পাঠাও; সেখান থেকে শিমোন, যাকে পিতর
বলে, তাকে আমন্ত্রণ দিয়ে আনাও৷
14 তিনি এসে যে সব কথা বলবেন তারই দ্বারা তুমি ও তোমার গৃহের
সকলে উদ্ধার লাভ করবে৷□
15 "আমি যখন কথা বলতে শুরু করলাম, পবিত্র আত্মা
তখন তাদের ওপর নেমে এলেন, যেমন শুরুতে আমাদের ওপর
এসেছিলেন৷
16 এরপর প্রভু যা বলেছিলেন তা আমার মনে পড়ল৷ প্রভু যীশু
বলেছিলেন, □যোহন জলে বাপ্তাইজ করছেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র
আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে৷□
17 আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করলে ঈশ্বর আমাদের যে দান
দিয়েছিলেন, তেমনি তারা বিশ্বাসী হলে ঈশ্বর তাদের সমান বরদান
করলেন, সেক্ষেত্রে আমি কি ঈশ্বরের কাজে বাধাদান করতে পারি?
না!"
18 ইহুদী বিশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা তর্ক থামিয়ে
দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল, "তাহলে আমাদেরই মত
অইহুদীদেরও ঈশ্বর জীবন লাভ করার জন্য মন-ফিরানোর সুযোগ
দিলেন!"

আন্তিয়খিয়ায় সুসমাচার প্রচার

19 স্তিফানের হত্যার পরনির্যাতন শুরু হয়েছিল, ফলে বিশ্বাসীরা
বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে অনেকে
বহুদূর অর্থাৎ ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়ায় পালিয়ে গিয়ে
কেবলমাত্র ইহুদীদের কাছেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন৷
20 তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাসী কুপ্রীয় ও কুরিণীয় দেশের লোক
ছিলেন, যারা আন্তিয়খিয়ায় এসে গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীদের কাছে প্রভু
যীশুর সুসমাচার প্রচার করেছিলেন৷

21 প্রভুর পরাক্রম তাঁদের সাথে ছিল, ফলে বহুলোক প্রভু যীশুর
ওপর বিশ্বাস করে তাঁর অনুগামী হল৷
22 জেরুশালেমের বিশ্বাসী মণ্ডলী যখন সেই সংবাদ শুনলেন, তাঁরা
বার্ণাবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠালেন৷
23-24 বার্ণবা একজন ভালো লোক ছিলেন; তিনি পবিত্র আত্মায় ও
বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন৷ আন্তিয়খিয়ায় গিয়ে বার্ণবা দেখলেন যে ঈশ্বর
সেখানকার লোকদের আরো কত আশীর্বাদ করেছেন৷ এতে তিনি খুবই
সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের হৃদয় দিয়ে প্রভুর প্রতি সদাই বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহ
দিলেন; আর বহুসংখ্যক লোক প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হলেন৷
25 বার্ণবা শৌলের খোঁজে তার্ষে গেলেন৷
26 সেখানে শৌলের দেখা পেয়ে তিনি তাঁকে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে
এলেন৷ তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর বিশ্বাসী সমাবেশে থেকে বহু লোককে
শিক্ষা দিলেন৷ আন্তিয়খিয়াতেই অনুগামীরা প্রথম "খ্রীষ্টীয়ান" নামে
অভিহিত হলেন৷
27 এই সময় কয়েকজন ভাববাদী জেরুশালেম থেকে
আন্তিয়খিয়াতে এলেন৷
28 তাঁদের মধ্যে আগাব নামে এক ভাববাদী উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র
আত্মার প্রেরণায় ভাববাণী করলেন, "সারা জগতে এক মহা দুর্ভিক্ষ
আসছে৷ লোকদের খাদ্যের অভাব হবে৷" (সম্রাট ক্লৌদিয়ের সময়
এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল৷)
29 প্রত্যেক শিষ্য তাঁদের নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুসারে যিহূদার বিশ্বাসী
ভাইদের সাহায্য পাঠাবার জন্য মনস্থির করলেন৷
30 তাই তাঁরা বার্ণবা ও শৌলের মাধ্যমে তাঁদের সংগৃহীত অর্থ
পাঠিয়ে এই কাজ করলেন৷

12

আগ্রিপ্পার মণ্ডলীর উপর হেরোদের অত্যাচার

1 সেই সময় রাজা হেরোদ বিশ্বাসী মণ্ডলীর কিছু লোকের
ওপরনির্যাতন শুরু করলেন৷
2 যোহনের ভাই যাকোবকে হেরোদ তরবারির আঘাতে হত্যা করার
নির্দেশ দিলেন৷

3 তিনি যখন দেখলেন এতে ইহুদীরা খুব খুশী হল, তখন তিনি
পিতরকে গ্রেপ্তার করলেন৷ তখন ছিল ইহুদীদের নিস্তারপর্বের* সময়৷
4 পিতরকে গ্রেপ্তার করে হেরোদ তাঁকে কারাগারে রাখলেন৷
তাঁকে পাহারা দেবার জন্য চারজন করে ষোল জন সৈনিককে
নিয়োগ করলেন৷ তিনি মনে করলেন নিস্তারপর্বের পরে পিতরকে
জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য হাজির করবেন৷
5 তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হল, কিন্তু বিশ্বাসী মণ্ডলী
তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন৷

পিতর কারাগার থেকে মুক্ত হলেন

6 সেই রাতে পিতর দুজন প্রহরারত সৈনিকের মাঝখানে শুয়ে
ঘুমাচ্ছিলেন, দুটি শেকল দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং
সৈনিকরা ফটকে পাহারা দিচ্ছিল৷ হেরোদ ঠিক করেছিলেন যে পরদিন
সকালে বিচারের জন্য পিতরকে কারাগারের বাইরে আনবেন৷
7 হঠাৎ প্রভুর এক দূত সেখানে এসে দাঁড়ালেন; আর কারাগারের
মধ্যে একটা আলো ঝলসে উঠল৷ স্বর্গদূত পিতরের গায়ে মৃদু আঘাত
দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "শিগগির ওঠ!" তখন তাঁর দুহাতের
শেকল খসে পড়ল৷
8 এরপর সেই স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "পোশাক পর, আর পায়ে
জুতো দাও৷" পিতর সেই মত কাজ করলেন৷ তখন স্বর্গদূত পিতরকে
বললেন, "তোমার আলখাল্লাটি গায়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর৷"
9 স্বর্গদূত বার হলেন আর পিতর তাঁর পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে
গেলেন; কিন্তু স্বর্গদূত যা করলেন তা যে বাস্তবে সত্য তা তিনি
বুঝে উঠতে পারছিলেন না৷ তিনি মনে করলেন হয়তো কোন দর্শন
দেখছেন৷
10 তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাহারাদারদের পেছনে ফেলে এগিয়ে
গেলেন, আর যেখান দিয়ে শহরে যাওয়া যায়, লোহার সেই বিরাট
ফটকের কাছে এলেন৷ সেই ফটক তাঁদের জন্য নিজে থেকে খুলে
গেল আর তাঁরা সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন৷ তাঁরা দুজনে

---

* **12:3:** ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন৷ প্রতি বছর এই দিন তারা বিশেষ খাবার খায় এবং মোশির সময়ে ঈশ্বর কিভাবে মিশরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন তা স্মরণ করে৷

যখন একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেন, অমনি সেই স্বর্গদূত পিতরের
কাছ থেকে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলেন৷
11 তখন পিতর বুঝলেন কি ঘটেছে এবং বলে উঠলেন, "আমি
নিশ্চয় জানলাম যে এসবই বাস্তব৷ প্রভু তাঁর দূতকে পাঠিয়েছিলেন
আর তিনিই হেরোদের ও যে ইহুদীরা নির্যাতন দেখবে ভেবেছিল তাদের
হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন৷"
12 এই কথা বুঝতে পেরে তিনি মরিয়মের বাড়ির দিকে রওনা
দিলেন৷ এই মরিয়ম হলেন যোহনের মা৷ এই যোহনকে আবার মার্কও
বলে৷ এদের বাড়িতে অনেকে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করছিলেন৷
13 পিতর এসে বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন
চাকরানী এসে দরজায় কে তা জিজ্ঞেস করল৷
14 পিতরের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার এত আনন্দ হল যে সে দরজা
খুলতে ভুলে গেল, আর দৌড়ে ভেতরে গিয়ে এই খবর জানাল৷ সে
বলল, "পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন!"
15 তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!" কিন্তু সে
যখন বারবার বলতে লাগল, তার কথাই ঠিক, তখন তাঁরা বললেন,
"তবে ও নিশ্চয়ই স্বর্গদূত৷"
16 কিন্তু পিতর দরজায় আঘাত করেই চললেন, আর তাঁরা দরজা
খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন৷
17 তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিতে তাদের চুপ করতে বললেন এবং প্রভু
কিভাবে সেই কারাগার থেকে তাঁকে উদ্ধার করে এনেছেন সে কথা
জানালেন৷ তিনি বললেন, "তোমরা যাকোবকে ও অন্যান্য ভাইদের
এই ঘটনার কথা জানাও৷" পরে তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায়
চলে গেলেন৷
18 সকাল হলে প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল৷
পিতরের কি হল, এই ভেবে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল৷
19 এরপর হেরোদ পিতরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু
তাঁকে না পেয়ে প্রহরীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি সেই
প্রহরীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন৷

হেরোদ আগ্রিপ্পার মৃত্যু

এরপর হেরোদ যিহূদা ছেড়ে কৈসরিয়া শহরে গিয়ে কিছুকাল
সেখানে থাকলেন৷
20 হেরোদ সোরীয় ও সীদোনীয়ের লোকদের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ
ছিলেন৷ তারা দল বেঁধে হেরোদের সঙ্গে দেখা করতে এল৷ রাজার
একান্ত সচিব ব্লাস্তকে নিজেদের দলে টেনে তারা হেরোদকে শাস্তির
জন্য অনুরোধ করল, কারণ তাদের দেশ রাজার দেশের ওপর খাদ্যের
জন্য নির্ভরশীল ছিল৷
21 এক নিরূপিত দিনে, হেরোদ রাজকীয় পোশাক পরে সিংহাসনে
এসে বসলেন এবং লোকদের কাছে ভাষণ দিতে লাগলেন৷
22 লোকরা চিৎকার করতে লাগল, "এ-তো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়,
এ যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর!"
23 হেরোদ এই প্রশংসা কুড়ালেন৷ ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব
দিলেন না৷ হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে হেরোদকে আঘাত করলে
তিনি অসুস্থ হলেন৷ তাঁর শরীর কীটে খেয়ে ফেলল, ফলে তিনি মারা
গেলেন৷
24 এদিকে ঈশ্বরের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর বহু লোক
তাতে বিশ্বাস করল৷
25 বার্ণবা ও শৌল জেরুশালেমে তাঁদের কাজ সেরে আন্তিয়খিয়ায়
ফিরে গেলেন৷ তাঁরা যোহন, যাকে মার্ক বলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে
গেলেন৷

13

বার্ণবা ও শৌল বিশেষ কাজে মনোনীত

1 সেই সময় আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও
শিক্ষক ছিলেন৷ তাঁরা হলেন; বার্ণবা, শিমোন যাকে নীগের বলা হত,
কুরীনীয় শহরের লুকিয়, মনহেম ইনি শাসনকর্তা হেরোদের সঙ্গে মানুষ
হয়েছিলেন ও শৌল৷
2 তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন ও উপবাস করছিলেন৷ সেই সময়
একদিন পবিত্র আত্মা বললেন, "বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক
করে দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের মনোনীত
করেছি৷"

3 তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনার পর বার্ণবা ও শৌলের ওপর হাত
রেখে তাঁদের বিদায় দিলেন৷

বার্ণবা ও শৌল কুপ্রীয়তে গেলেন

4 এইভাবে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত হয়ে তাঁরা সিলুকিয়া
শহরে গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে কুপ্র দ্বীপে রওনা
দিলেন৷
5 তাঁরা সালামী শহরে পৌঁছে ইহুদীদের সমাজ-গৃহগুলিতে গিয়ে
ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করলেন৷ যোহন মার্ক তাঁদের সহকারীরূপে কাজ
করছিলেন৷
6 তাঁরা সেই দ্বীপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পরে পাফোসে এসে
উঠলেন৷ সেখানে তাঁরা বর যীশু নামে এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড
ভাববাদীর দেখা পেলেন৷
7 সে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল সের্গীয় পৌলের উপদেষ্টা ছিল৷
সের্গীয় পৌল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক৷ তিনি বার্ণবা ও শৌলকে
ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে চাইলেন৷
8 কিন্তু সেই যাদুকর ইলুমা (এই ছিল বর যীশুর গ্রীক নাম) বার্ণবা
ও পৌলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যপালকে খ্রীষ্টে বিশ্বাস থেকে সরিয়ে
নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল৷
9 তখন শৌল যাকে পৌলও বলে, তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে
ইলুমার দিকে সোজাসুজি তাকালেন৷
10 বললেন, "তুই ছল-চাতুরীতে ভরা লোক! তুই দিয়াবলের ছেলে!
যা কিছু ঠিক, তুই তার শত্রু! তুই কি প্রভুর সত্য পথকে বিকৃত করতে
ক্ষান্ত হবি না?
11 দেখ, প্রভুর হাত এখন তোর ওপর৷ তুই অন্ধ হয়ে যাবি, আর
কিছু দিন সূর্যের আলো আর দেখতে পাবি না৷"

সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর অন্ধকার তার ওপর নেমে এল আর সে
চারদিকে হাতড়াতে লাগল, তাকে হাত ধরে সেখান থেকে নিয়ে যাবার
জন্য লোকদের অনুরোধ করতে লাগল৷
12 তখন সেই ঘটনা দেখে রাজ্যপাল বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি
প্রভুর বিষয়ে শিক্ষার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন৷

পৌল এবং বার্ণবার কুপ্রীয় ত্যাগ

13 পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ থেকে জলপথে রওনা দিয়ে
পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে এলেন, কিন্তু যোহন তাঁদের ছেড়ে জেরুশালেমে
ফিরে গেলেন৷
14 তাঁরা পর্গা থেকে আবার যাত্রা শুরু করে পিষিদিয়ার
আন্তিয়খিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন৷

এক বিশ্রামবারে পৌল ও বার্ণবা ইহুদীদের এক সমাজ-গৃহে গিয়ে
বসলেন৷
15 মোশির বিধি-ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা
হলে পরে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ তাদের বলে পাঠালেন, "ভাইরা,
লোকদের কাছে শিক্ষা দেবার ও উৎসাহ যোগাবার মত যদি
আপনাদের কিছু থাকে তবে এগিয়ে এসে তা বলুন৷"

16 তখন পৌল উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলতে থাকলেন, "হে
ইস্রায়েলী লোকেরা ও অইহুদীরা, আপনারা যাঁরা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা
করেন তারা আমার কথা শুনুন৷
17 এই ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত
করেছিলেন, আর মিশর দেশে প্রবাসীরূপে থাকার সময় তিনি
আমাদের লোকদের উন্নত করেছিলেন৷ সেই দেশ থেকে ঈশ্বর
মহাপরাক্রমে তাদের বার করে আনলেন৷
18 প্রায় 40 বছর ধরে প্রান্তরের মধ্যে ঈশ্বর তাদের সব রকমের
ব্যবহার সহ্য করলেন৷
19 তিনি কনানের সাতটি জাতিকে উচ্ছেদ করে সেইসব জাতির
দেশ ইস্রায়েলীয়দের দিলেন৷
20 এইভাবে প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল৷

"এরপর ভাববাদী শমূয়েলের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর কয়েকজন বিচারক
দিলেন;
21 তারপর তারা একজন রাজা চাইলে বিন্যামীন গোষ্ঠীর কীশের
ছেলে শৌলকে ঈশ্বর দিলেন, যে চল্লিশ বছর ধরে তাদের ওপর রাজত্ব
করল৷
22 পরে তিনি তাকে সরিয়ে, দায়ূদকে তাদের রাজা করলেন৷ ঈশ্বর
তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "আমি যিশয়ের ছেলে দায়ূদকে

পেয়েছি, সে আমার মনের মত লোক৷ আমি তাকে যা করতে বলব
সে তা করবে৷”
23 “দায়ূদের বংশে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইস্রায়েলের জন্য
এক ত্রাণকর্তা আনলেন, তিনি যীশু৷
24 তাঁর আসার আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির কাছে মন-
ফিরানোর এক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করলেন৷
25 যোহন তাঁর কাজের শেষের দিকে বলতেন, “আমি কে, তোমরা
কি মনে কর? আমি সেই খ্রীষ্ট নই৷ আমার পর যিনি আসছেন, তাঁর
জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার নেই৷”
26 “ভাইরা, অব্রাহামের বংশধররা, আর অইহুদীদের মধ্যে যাঁরা
ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আপনারা সকলে জানুন যে আমাদেরই কাছে
পরিত্রাণের এই বার্তা পাঠানো হয়েছে৷
27 জেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের নেতারা যীশুকে ত্রাণকর্তা
হিসেবে চিনতে পারে নি, যদিও ভাববাদীদের বাক্য যা প্রভু যীশুর
সম্বন্ধে বলে তা তাদের কাছেই প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হত৷
যিহূদিরাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করল, আর এইভাবে তারা ভাববাদীদের
বাক্য সফল করেছে৷
28 মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো তাঁর কোন দোষ না পেলেও তারা পীলাতের
কাছে তাঁকে হত্যা করার জন্য দাবী জানায়৷
29 “যীশুর বিষয়ে যা কিছু শাস্ত্রে লেখা হয়েছে তার সবকিছু সম্পন্ন
করবার পর, তারা তাঁর মৃতদেহ সেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে এক কবরে
রেখেছিল৷
30 কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে পুনর্জীবিত করলেন৷
31 যাঁরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাদের
তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন৷ তারাই এখন লোকদের
কাছে সর্বসমক্ষে তাঁর সাক্ষী৷
32 “আমরা আপনাদের কাছে এই সুসমাচার জানাচ্ছি, যা ঈশ্বর
আমাদের পিতৃপুরুষের কাছে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দিয়েছিলেন;
33 যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করে ঈশ্বর আমাদের কাছে অর্থাৎ
তাঁর সন্তানদের জন্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন৷ যেমন দ্বিতীয়
গীতে লেখা আছে:

“তুমি আমার পুত্র,
আজই আমি তোমার পিতা হয়েছি।” গীতসংহিতা *2:7*

34 ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। যীশু আর কখনও
ক্ষয় পাবেন না। এই বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন:

“আমি দায়ূদের কাছে যে পবিত্র ও সত্য প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম,
তা তোমাকে দেব।” যিশাইয় *55:3*

35 আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বলেছেন:

“তুমি তোমার পবিত্রতমকে ক্ষয় দেখতে দেবে না।” গীতসংহিতা
16:10

36 “দায়ূদ তাঁর সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পর মারা
গেলে পিতৃপুরুষের কবরের মধ্যে তাঁকেও কবর দেওয়া হল ও তার
দেহও ক্ষয় পেল।
37 কিন্তু ঈশ্বর যাকে (যীশুকে) মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,
তিনি ক্ষয় দেখেন নি।
38-39 তাই ভাইরা, আমি চাই আপনারা জানুন যে এই যীশুর
মাধ্যমেই পাপের ক্ষমা লাভের কথা আপনাদের কাছে ঘোষণা করে
হচ্ছে। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আপনারা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারতেন
না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর ওপর বিশ্বাস করে, সে পাপ থেকে
মুক্ত হতে পারে।
40 তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বলে গেছেন, তা যেন আপনাদের
জীবনে ফলে না যায়। ভাববাদীরা বললেন,

41 “শোন, তোমরা যাঁরা উপহাস কর!
তোমরা দেখ, অবাক হও ও ধ্বংস হয়ে যাও,
কারণ আমি তোমাদের সময়ে এমন কাজ করেছি,
যে কাজের কথা তোমাদের বলা হলেও
তোমরা বিশ্বাস করবে না।” হবক্কূক *1:5*

42 পৌল ও বার্ণবা যখন সমাজ-গৃহ থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন
লোকেরা অনুরোধ করল যেন পরের বিশ্রামবারে তারা আরো
বিস্তারিতভাবে ঐসব কথা তাদের জানান৷
43 সমাজ-গৃহের সভা শেষ হলে, অনেক ইহুদী ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী
ভক্ত লোকেরা পৌল ও বার্ণবার পিছনে পিছনে গেল৷ পৌল ও বার্ণবা
ঐসব লোকদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আস্থা রেখে
চলার পরামর্শ দিলেন৷
44 পরের বিশ্রামবারে সেই শহরের প্রায় সমস্ত লোক প্রভুর কথা
শোনার জন্য সমবেত হল;
45 কিন্তু ইহুদীরা অতো লোকের সমাগম দেখে ঈর্ষাতে জ্বলতে
লাগল৷ তারা পৌলের কথার প্রতিবাদ করে তাদের অপমানও করতে
লাগল৷
46 কিন্তু পৌল ও বার্ণবা নির্ভীকভাবে বলতে থাকলেন, "প্রথমে
তোমরা যারা ইহুদী তোমাদেরই কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করার
প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তোমরা যখন তা অগ্রাহ্য করে নিজেদের অনন্ত
জীবনের অযোগ্য মনে করছ, তখন আমরা অইহুদীদের কাছেই যাব৷
47 কারণ প্রভু আমাদের এমনই আদেশ করেছেন:

"আমি তোমাদের অইহুদীদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ করেছি,
যেন তোমরা জগতের সমস্ত লোকের কাছে পরিত্রাণের পথ
জানাতে পারো৷" "
যিশাইয় *49:6*

48 অইহুদীরা পৌলের এই কথা শুনে আনন্দিত হল ও প্রভুর বার্তার
সম্মান করল৷ আর যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত হয়েছিল, তারা
বিশ্বাস করল৷
49 প্রভুর এই বার্তা সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল৷
50 এদিকে কিছু ইহুদীরা ভক্তিমতি ও সম্মানীয় মহিলাদের ও শহরের
নেতাদের উত্তেজিত করে পৌল ও বার্ণবার প্রতি নির্যাতন শুরু করল,
আর নিজেদের অঞ্চল থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিল৷
51 তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ে
চলে গেলেন৷

52 এদিকে আন্তিয়কে অনুগামীরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ
হতে থাকলেন৷

14

ইকনিয়ে পৌল ও বার্ণবা

1 এরপর পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে গেলেন৷ সেখানে তাঁরা তাঁদের
কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী সেই একইভাবে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে
প্রবেশ করলেন৷ সেখানকার লোকদের কাছে পৌল ও বার্ণবা এতো
সুন্দরভাবে কথা বললেন, যে অনেক ইহুদী ও গ্রীক তাঁদের কথায়
বিশ্বাস করল৷
2 কিন্তু কিছু ইহুদীরা বিশ্বাস করল না এবং তারা ভাইদের বিরুদ্ধে
অইহুদীদের ক্ষেপিয়ে তুলল৷
3 পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে অনেক দিন থেকে গেলেন, আর তাঁরা
নির্ভীকভাবে প্রভুর কথা বলে যেতে লাগলেন৷ তাঁরা প্রভুর অনুগ্রহের
কথা প্রচার করতেন; আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে নানা অলৌকিক কাজ
করে সেই প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন৷
4 সেই শহরের লোকরা দু□দলে ভাগ হয়ে গেল, একদল ইহুদীদের
পক্ষে আর অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ নিল৷
5 তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তাদের সমাজপতিদের সঙ্গে এক হয়ে
পৌল ও বার্ণবাকে অপমান করে পাথর মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা
করল৷
6 শৌল ও বার্ণবা তা জানতে পেরে সেই শহর ছেড়ে গেলেন৷
তাঁরা লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে ও তার চারপাশের অঞ্চলে চলে
গেলেন;
7 আর সেখানেও তাঁরা সুসমাচার প্রচারের কাজ চালিয়ে গেলেন৷

লুস্ত্রা ও দর্বীতে পৌল

8 লুস্ত্রায় একজন লোক বসে থাকত, সে তার পা ব্যবহার করতে
পারত না৷ সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল, কখনও হাঁটা চলা করে নি৷
9 সেই লোকটি বসে বসে পৌলের কথা শুনছিল৷ পৌল তার দিকে
চেয়ে দেখলেন৷ সুস্থ হবার জন্য লোকটির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে৷

10 পৌল তখন তাকে ডেকে বললেন, “তোমার দু পায়ে ভর দিয়ে
সোজা হয়ে দাঁড়াও!” আর সে লাফ দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল৷

11 পৌল যা করলেন তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় বলে
উঠল, “দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ
হয়েছেন!”
12 তারা বার্ণবাকে বলল, “দ্যুপিতর”* আর পৌলকে বলল,
“মর্কুরিয়,”† কারণ পৌল ছিলেন প্রধান বক্তা৷

13 শহরের ঠিক সামনেই দ্যুপিতের যে মন্দির ছিল, তার যাজক
কয়েকটা ষাঁড় ও মালা নিয়ে শহরের ফটকে এল ও লোকদের সঙ্গে
সেখানে তা বলিদান করে পৌল ও বার্ণবার কাছে উৎসর্গ করতে চাইল৷

14 কিন্তু প্রেরিত বার্ণবা ও পৌল যখন একথা বুঝলেন, তখন তাঁরা
নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে
চিৎকার করে বললেন,
15 “আহা, তোমরা এ করছ কি? আমরাও তোমাদের মতো
সাধারণ মানুষ! আমরা তোমাদের সুসমাচার শোনাতে এসেছি৷ এইসব
অসারতার মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে৷ ঈশ্বরই
আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই
সৃষ্টি করেছেন৷

16 “তিনিই অতীতে সমস্ত জাতিকে নিজেদের খুশী মতো পথে
চলতে দিয়েছেন৷
17 তথাপি ঈশ্বর যে আছেন এর প্রমাণের জন্য তিনি অনেক কিছু
করেছিলেন৷ তিনি সকলের মঙ্গল করেছেন৷ আকাশ থেকে বৃষ্টি ও
বিভিন্ন ঋতুতে শস্য দিচ্ছেন৷ তিনি তোমাদের খাদ্য যোগাচ্ছেন ও
তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করছেন৷”

18 এইসব কথা পৌল ও বার্ণবা অনেক করে বোঝালেও তাঁদের
উদ্দেশ্যে বলিদান করা থেকে কোনভাবেই এই লোকদের রুখতে
পারলেন না৷

---

* **14:12: দ্যুপিতর** গ্রীকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা৷ † **14:12: মর্কুরিয়** অন্য গ্রীক দেবতা, গ্রীকদের বিশ্বাস মতে সে দেবতাদের বার্তাবাহক ছিল৷

19 এই ঘটনার পর ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী
এসে লোকদের পৌলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল৷ তারা পৌলের ওপর
পাথর ছুঁড়ল, তাঁকে টেনে এনে শহরের বাইরে নিয়ে গেল৷ তারা মনে
করল পৌল বুঝি মারাই গেছেন৷
20 কিন্তু যীশুর অনুগামীরা এসে তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে
তাদের সঙ্গে শহরে গেলেন৷ পরদিন তিনি বার্ণবার সঙ্গে দর্বীতে চলে
গেলেন৷

সুরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

21 সেই শহরে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করলেন, আর বহুলোক যীশুর
অনুগামী হল৷ এরপর তাঁরা লুস্ত্রা হয়ে ইকনিয় ও পরে আন্তিয়খিয়ায়
ফিরে এলেন৷
22 তাঁরা ঐসব শহরে শিষ্যদের শক্তি জোগালেন৷ সমস্ত নির্যাতনের
মধ্যেও বিশ্বাসে অটল থাকতে তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, "অনেক
দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে৷"
23 তাঁরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য প্রাচীনদের নিয়োগ
করলেন৷ এই প্রাচীনরা, যারা প্রভুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন,
প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে তাঁরা প্রভুর হাতে সঁপে
দিলেন৷
24 এরপর তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে পাম্ফুলিয়ায় গেলেন৷
25 তারপর পর্গায় আবার সুসমাচার প্রচার করলেন ও সেখান থেকে
অত্তালিয়ায় চলে গেলেন৷
26 সেখান থেকে তাঁরা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় গেলেন৷ যে
কাজ তাঁরা এখন শেষ করলেন, সেই কাজের জন্যই এই শহর থেকে
বিশ্বাসীরা পৌল ও বার্ণবাকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন৷

27 পৌল বার্ণবা ফিরে এসে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একত্র করলেন;
আর ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থেকে যে সব কাজ করেছিলেন ও অইহুদীদের
জন্য বিশ্বাসের যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সে সব কথা তাঁদের
জানালেন৷
28 পরে তাঁরা অনুগামীদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ সময় থাকলেন৷

15

জেরুশালেমে সভা

1 যিহূদা থেকে কয়েকজন লোক এসে শিক্ষা দিতে লাগল৷ তারা
অইহুদী ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, "মোশির বিধান অনুসারে সুন্নত
সংস্কার না করলে তোমরা উদ্ধার পাবে না৷"
2 পৌল ও বার্ণবা এই শিক্ষার বিরোধিতা করলেন৷ সেই লোকদের
সঙ্গে পৌল ও বার্ণবার তর্ক হল৷ ঠিক হল এই তর্কের মীমাংসার জন্য
পৌল, বার্ণবা ও আরও কয়েকজনকে জেরুশালেমে প্রেরিতদের ও
প্রাচীনদের কাছে পাঠানো হবে৷
3 তখন মণ্ডলী তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন৷ এই বিশ্বাসীরা
যাত্রা পথে ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া হয়ে গেলেন ও অইহুদীরা যে খ্রীষ্ট
বিশ্বাসী হয়েছে তা জানালেন, এতে বিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই আনন্দ হল৷
4 পৌল, বার্ণবা ও অন্যান্যরা জেরুশালেমে পৌঁছালেন৷ বিশ্বাসী
মণ্ডলীর প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা তাঁদের স্বাগত জানালেন৷ ঈশ্বর তাদের
সঙ্গে যা করেছেন, পৌল ও বার্ণবা সে সব কথা জানালেন৷
5 কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসী হয়েছেন তাদের মধ্যে
কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "অইহুদীদের মধ্যে যাঁরা
বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের সুন্নত করা ও মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা
পালনে বাধ্য করা হবে৷"
6 এরপর প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা এই প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করার
জন্য সমবেত হলেন৷
7 দীর্ঘক্ষণ ধরে নানা কথা কাটাকাটির পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে
তাদের বললেন, "ভাইরা আপনারা জানেন, পূর্বের দিনগুলিতে
ঈশ্বর আপনাদের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন
অইহুদীদের কাছে আমি সুসমাচার প্রচার করি৷ তারা আমার মুখে
সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিল৷
8 ঈশ্বর, যিনি অন্তর্যামী তিনি অইহুদীদের তাঁর রাজ্যে গ্রহণ করলেন
এবং এর সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের পবিত্র আত্মা দিলেন, যেমন আমাদের
দিয়েছিলেন৷
9 তাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কোন প্রভেদ রাখেন নি, বরং
বিশ্বাস করলে পর ঈশ্বর তাদের অন্তরও শুদ্ধ করলেন৷

10 এখন এই অইহুদী ভাইদের কাঁধে কেন আপনারা ভারী যোয়াল
চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঈশ্বরকে কি আপনারা ক্রুদ্ধ করতে চান?
আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষদের এমন শক্তি ছিল না যে সেই ভারী
যোয়াল বহন করি৷
11 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এই অইহুদী বিশ্বাসীরা আমাদের মত
প্রভু যীশুর অনুগ্রহেই উদ্ধার লাভ করবে!”
12 তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে গেল আর বার্ণবা ও পৌলের
মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি অলৌকিক কাজ করেছেন,
তাদের কাছ থেকে সে সব ঘটনার কথা শুনল৷
13 তাদের কথা বলা শেষ হলে যাকোব বলতে শুরু করলেন,
“ভাইরা, আমার কথা শুনুন৷
14 অইহুদীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা আপনারা ভাই
শিমোনের মুখে শুনেছেন৷ এই প্রথম যখন ঈশ্বর অইহুদীদের গ্রহণ
করলেন ও তাদের তাঁর প্রজা করে নিলেন৷
15 ভাববাদীদের কথাও এর সাথে মেলে যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে:

16 এরপর আমি ফিরে আসব,
আর দায়ূদের যে ঘর ভেঙ্গে গেছে,
তা পুনরায় গাঁথব৷
আমি তার ধ্বংসস্থান আবার গেঁথে তুলব,
তা নতুন করে স্থাপন করব৷
17 যেন মানবজাতির বাকি অংশ প্রভুর অন্বেষণ করে,
আর সমস্ত অইহুদীদের যাদের আমার নামে আহ্বান করা হয়েছে,
তারাও সকলে প্রভুর অন্বেষণ করে৷
ঈশ্বর একথা বলেন এবং তিনিই এসব করেছেন৷ আমোষ *9:11-12*

18 ঈশ্বর বহুপূর্বেই এই বিষয়গুলি জানিয়েছেন৷

19 “তাই আমার বিচার হল যে অইহুদীদের মধ্য থেকে যাঁরা ঈশ্বরের
দিকে ফিরেছে আমরা তাদের কষ্ট দেব না৷
20 এর পরিবর্তে আমরা তাদের পত্র লিখে এই কথা জানাবো৷

তারা যেন প্রতিমা সংক্রান্ত কোন অশুচি খাদ্য না খায়,
যৌন পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে,
গলা টিপে মারা কোন প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না করে৷

21 তাদের এবিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ সেই আদিকাল
থেকেই প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে এখনও মোশির এমন
লোক আছে, যাঁরা তাকে অর্থাৎ তাঁর বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রচার করে৷
তাছাড়া প্রতি বিশ্রামবারে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে মোশির বিধি-ব্যবস্থা
পাঠ করা হয়৷"

অইহুদী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র

22 তখন প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে
একযোগে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করে পৌল ও
বার্ণবার সঙ্গে আন্তিয়খিয়ায় পাঠাবার বিষয়ে ঠিক করলেন৷ তাঁরা যিহূদা
(বার্ণবা) ও সীলকে মনোনীত করলেন, এরা ভাইদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়
ছিলেন৷
23 তাঁদের সঙ্গে তাঁরা এইরকম এক পত্র লিখে পাঠালেন:

আন্তিয়খিয়ায়, সুরিয়া ও কিলিকিয়ার অইহুদী সমবিশ্বাসী ভাইদের কাছে
প্রেরিতদের ও মণ্ডলীর প্রাচীনদের শুভেচ্ছা৷

প্রিয় ভাইরা,
24 আমরা শুনতে পেয়েছি যে আমাদের নির্দেশ ছাড়াই এমন
কয়েকজন লোক এখান থেকে গিয়ে নানা কথা বলে তোমাদের মন
অস্থির করে তুলেছে ও তোমাদের নানা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে!
25 আমরা সকলে একমত হয়েছি যে কয়েকজনকে মনোনীত
করে আমাদের প্রিয় ভাই বার্ণবা ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে
পাঠান৷
26 এই লোকেরা আমাদের প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের নামে নিজেদের
জীবন উৎসর্গ করেছেন৷

27 তাই এঁদের সঙ্গে আমরা যিহূদা ও শীলকে পাঠাচ্ছি, এঁরা
তোমাদের একই কথা বলবেন৷
28 কারণ পবিত্র আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছেও এটাই ভাল
মনে হল যে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুই
তোমাদের ওপর ভারস্বরূপ চাপিয়ে দেব না৷

29 তোমরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা কোন খাদ্যবস্তু খাবে না,
রক্ত এবং গলা টিপে মারা কোন প্রাণীর মাংস খাবে না,
আর যৌন পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকবে৷

তোমরা যদি নিজেদের এর থেকে দূরে রাখ তাহলে তোমাদের মঙ্গল
হবে৷

তোমাদের সকলের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল৷

30 তাই পৌল, বার্ণবা, যিহূদা ও সীল জেরুশালেম থেকে রওনা
হয়ে আন্তিয়খিয়ায় এলেন৷ তাঁরা লোকদের সমবেত করে সেই চিঠিটি
দিলেন৷
31 চিঠিটি পড়ার পর তাঁরা সবাই সেই উৎসাহোদ্দীপক চিঠির জন্য
আনন্দ করতে থাকলেন৷
32 যিহূদা ও সীল উভয়ে ভাববাদী হওয়াতে ভাইদের সঙ্গে
অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে তাদের উৎসাহ দিলেন ও শক্তি জোগালেন৷
33 যিহূদা ও সীল কিছুদিন সেখানে থাকার পর যাঁরা তাঁদের
পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে অর্থাৎ জেরুশালেমে ফিরে যাবার জন্য
ভাইদের কাছ থেকে শান্তিতে বিদায় পেলেন৷
34 *
35 কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে কিছু সময় কাটালেন৷ তাঁরা
অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে প্রভুর বার্তা শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার
প্রচার করতেন৷

পৌল ও বার্ণবা আলাদা হলেন

* **15:34:** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 34 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু সীল সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন৷"

36 কিছু সময় পর পৌল বার্ণবাকে বললেন, “চল আমরা ফিরে যাই,
প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর বার্তা প্রচার করেছিলাম, সেইসব
জায়গায় গিয়ে দেখি ভাইরা কেমন আছে।”
37 বার্ণবা চাইলেন যেন যোহন অর্থাৎ মার্কও তাঁদের সঙ্গে যান।
38 কিন্তু পৌল ভাবলেন, একবার যে পাম্ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে
চলে গিয়েছিল, তাকে সঙ্গে না নেওয়াই ভাল।
39 এর ফলে তাঁদেব মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা
পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে
করে কুপ্রের দিকে রওনা দিলেন।
40 পৌল সীলকে সঙ্গে নিলেন। ভাইরা আন্তিয়খিয়াতে প্রভুর সেবার
ভার পৌলকে দিলেন।
41 পৌল এবং সীল সুরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে
বিভিন্ন মণ্ডলীকে আরও সুদৃঢ় করলেন।

16

পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথিয়র যাত্রা

1 পৌল দর্বী ও লুস্ত্রার শহরে গেলেন; সেখানে তীমথিয় নামে
একজন খ্রীষ্টানুসারী ছিলেন। তীমথিয়র মা ছিলেন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তাঁর
বাবা ছিলেন গ্রীক।
2 লুস্ত্রা ও ইকনীয়ের সকল ভাইরা তীমথিয়কে শ্রদ্ধা করত ও তাঁর
বিষয়ে সুখ্যাতি করত।
3 পৌল চাইলেন সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন তীমথিয় তাঁর সঙ্গে
যান। তাই তিনি ঐসব জায়গায় ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে তীমথিয়কে
সুন্নত করালেন, কারণ তাঁর বাবা যে গ্রীক একথা সকলে জানত।
4 পরে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে
যেতে, সেখানকার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে জেরুশালেমের প্রেরিতদের
ও প্রাচীনদের নির্ধারিত নির্দেশ জানালেন।
5 এইভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ় হতে থাকল ও প্রতিদিন সংখ্যায়
বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এশিয়ার বাইরে পৌলকে আহ্বান

6 পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়ায় গেলেন, কারণ
এশিয়ায় সুসমাচার প্রচার করার বিষয়ে পবিত্র আত্মা তাঁদের অনুমতি
দিলেন না৷
7 তাঁরা মুশিয়ার সীমান্তে এলেন এবং বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা
করলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাদের সেখানেও যেতে দিলেন না৷
8 তাই তাঁরা মুশিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে পৌঁছালেন৷
9 সেই রাত্রে পৌল এক দর্শন পেলেন; তিনি দেখলেন একজন
মাকিদনিয়ান লোক দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বলছে, "মাকিদনিয়ায়
আসুন! আমাদের সাহায্য করুন৷"
10 পৌলের এই দর্শন পাওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে মাকিদনিয়ায়
যাওয়ার স্থির করলাম, আমরা বুঝতে পারলাম যে সেখানে সুসমাচার
প্রচার করার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকছেন৷

লুদিয়ার মন পরিবর্তন

11 আমরা ত্রোয়া ছেড়ে জলপথে সোজা সামথ্রাকীতের দিকে রওনা
দিলাম, আর পরদিন নিয়াপলিতে পৌঁছালাম৷
12 সেখান থেকে আমরা ফিলিপীতে গেলাম৷ ফিলিপী হল
মাকিদনিয়ার এ অংশের এক উল্লেখযোগ্য শহর, এক রোমান
উপনিবেশ৷ আমরা সেখানে কিছুদিন থাকলাম৷
13 বিশ্রামবারে আমরা শহরের ফটকের বাইরে নদীর ধারে গেলাম,
মনে করলাম সেখানে নিশ্চয়ই কোন প্রার্থনার জায়গা আছে৷ আর
সেখানে যে সব স্ত্রীলোক সমবেত হয়েছিলেন, আমরা তাদের সঙ্গে
কথা বলতে শুরু করলাম৷
14 সেখানে লুদিয়া নামে এক মহিলা ছিলেন, তাঁর বেগুনে রঙের
কাপড়ের ব্যবসা ছিল৷ থুয়াতীরা শহর থেকে আগত এই মহিলা সত্য
ঈশ্বরের উপাসনা করতেন৷ তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর
ঈশ্বর তাঁর হৃদয় খুলে দিলে তিনি পৌলের কথা মন দিয়ে শুনে বিশ্বাস
করলেন৷
15 তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে বাপ্তাইজ হলে পর, তিনি
অনুরোধের সুরে আমাদের বললেন, "আপনারা যদি আমাকে প্রভুর
প্রকৃত বিশ্বাসী মনে করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন৷"
আর তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য আমাদের অনেক পীড়াপীড়ি করলেন৷

কারাগারে পৌল ও সীল

16 একদিন আমরা যখন প্রার্থনা করার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন
একজন ক্রীতদাসী আমাদের সামনে এল৷ তার উপর এমন এক বিশেষ
মন্দ আত্মা ভর করে ছিল যার প্রভাবে সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে
পারত৷ এই করে সে তার মনিবদেব বেশ রোজগারের রাস্তা করে
দিয়েছিল৷
17 সে আমাদের ও পৌলের পিছু ধরল আর চিৎকার করে বলতে
লাগল, "এই লোকরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস৷ তাঁরা বলেন কিভাবে
তোমরা উদ্ধার পেতে পারো৷"
18 এভাবে সে অনেকদিন ধরে বলতে লাগল৷ শেষে পৌল এতে
বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আত্মাকে বললেন, "যীশু খ্রীষ্টের নামে
আমি তোকে আদেশ করছি যে তুই এর থেকে বেরিয়ে যা৷" তাতে
সেই মন্দ আত্মা সঙ্গে সঙ্গে বার হয়ে গেল৷
19 সেই ক্রীতদাসীর মনিবরা তা দেখল, আর সেই ক্রীতদাসীকে
কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হল বুঝতে পেরে তারা
পৌল ও সীলকে ধরে টানতে টানতে বাজারে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে
গেল৷
20 তারা নগরের কর্ত্তৃপক্ষের সামনে পৌল ও সীলকে নিয়ে এসে
বলল, "এরা ইহুদী, আর এরা আমাদের শহরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি
করছে!
21 এরা এমন সব রীতি নীতি পালনের কথা বলছে যা পালন করা
আমাদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা রোমান নাগরিক৷
আমরা ঐসব পালন করতে পারি না৷"
22 তখন সেই জনতা তাঁদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠল৷
নগররক্ষকগণ পৌল ও সীলের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের বেত
মারার জন্য হুকুম দিলেন৷
23 পৌল ও সীলকে জনতা খুব মারধোর করার পর নেতারা তাঁদের
কারাগারে পুরে দিল এবং কারারক্ষককে কড়া পাহারা দিতে বলল৷
24 কারারক্ষক এই নির্দেশ পেয়ে পৌল ও সীলকে কারাগারের
ভেতরের কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে বসানো কাঠের বেড়িগুলির
মধ্যে তাঁদের পা আটকে দিল৷

25 মাঝরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের স্তবগান ও প্রার্থনা করছিলেন,
অন্য বন্দীরা তা শুনছিল৷
26 হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল আর সঙ্গে
সঙ্গে কারাগারের সব দরজা খুলে গেল, বন্দীদের শেকল খসে পড়ল৷
27 কারারক্ষক জেগে উঠে যখন দেখলেন যে কারাগারের সব
দরজা খোলা তখন তিনি কোষ থেকে তাঁর তরবারি বার করে আত্মহত্যা
করতে চাইলেন, কারণ তিনি ভাবলেন বন্দীরা সব পালিয়েছে৷
28 কিন্তু পৌল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নিজের ক্ষতি করবেন
না! আমরা সকলেই এখানে আছি!"
29 তখন কারারক্ষক কাউকে আলো আনতে বলে ভেতরে দৌড়ে
গেলেন, আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের সামনে উপুড়
হয়ে পড়লেন৷
30 পরে তাঁদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, "মহাশয়রা, উদ্ধার
পেতে হলে আমায় কি করতে হবে?"
31 তাঁরা বললেন, "প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করুন, তাহলে আপনি
ও আপনার গৃহের সকলেই উদ্ধার লাভ করবেন৷"
32 এরপর তাঁরা সেই কারারক্ষক ও তাঁর বাড়ির লোকের কাছে প্রভুর
বার্তা প্রচার করলেন৷
33 বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কারারক্ষক সেই রাতেই পৌল
ঔ সীলের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিলেন এবং সপরিবারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করলেন৷
34 এরপর কারারক্ষক পৌল ও সীলকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে
তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করলেন৷ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ও তাঁর
পরিবারের সকলে খুব আনন্দিত হলেন৷
35 পরদিন সকাল হলে শাসকগণ রক্ষীবাহিনীদের দিয়ে
কারারক্ষককে বলে পাঠালেন, "ঐ লোকদের ছেড়ে দাও!"
36 তখন কারারক্ষক সেকথা পৌলকে জানালেন, "নগর অধ্যক্ষরা
আপনাদের ছেড়ে দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছেন, তাই এখন আপনারা
নির্বিঘ্নে এখান থেকে চলে যান৷"
37 কিন্তু পৌল তাদের বললেন, "আমরা রোমান নাগরিক হওয়া
সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের বিচার না করেই সকলের সামনে বেত
মেরেছেন৷ শেষে আমাদের কারাগারে বন্দী করেছিলেন৷ এখন তাঁরা

চুপি-চুপি আমাদের ছেড়ে দিতে চাইছেন? এ হতে পারে না! কিন্তু
তাঁদের এখানে আসতে হবে আর এসে আমাদের কারাগারের বাইরে
নিয়ে যেতে হবে৷”
38 সেই রক্ষীবাহিনীর লোকরা বিচারকদের জানাল যে পৌল ও সীল
রোমান নাগরিক, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল৷
39 তাই তাঁরা এসে ক্ষমা চাইলেন, আর তাঁদের কারাগারের বাইরে
নিয়ে গিয়ে সেই শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন৷
40 পৌল ও সীল কারাগার থেকে বাইরে এসে লুদিয়ার বাড়ি
গেলেন৷ সেখানে বিশ্বাসীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সকলকে
উৎসাহ দিলেন৷ এরপর পৌল ও সীল শহর ছেড়ে চলে গেলেন৷

17

পৌল ও সীল থিষলনীকীতে

1 এরপর তারা আম্ফিপলি ও অপল্লোনিয়ার ভেতর দিয়ে
থিসলনীকীতে এলেন৷ এখানে ইহুদীদের একটি সমাজ-গৃহ ছিল৷
2 পৌল তাঁর রীতি অনুযায়ী ইহুদীদের দেখার জন্য একটি সমাজ-
গৃহে গেলেন৷ তিনটি বিশ্রামবারে তিনি তাদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে
আলোচনা করলেন৷
3 ইহুদীদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টের
দুঃখভোগ করা ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রয়োজন ছিল৷ পৌল
বললেন, “এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, ইনিই
খ্রীষ্ট৷”
4 তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে সম্মতি জানাল এবং পৌল ও
সীলের সঙ্গে যোগ দিল৷ এদের মধ্যে অনেক ঈশ্বরভক্ত গ্রীক ছিল যারা
সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করত, ও কিছু গন্য-মান্য মহিলাও ছিলেন৷
5 কিন্তু ইহুদীদের মনে ঈর্ষা জাগল৷ তারা কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোককে
বাজার থেকে জোগাড় করল আর এইভাবে একটা দল তৈরী করে
শহরে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল৷ তারা লোকসমক্ষে পৌল ও সীলকে
দাঁড় করানোর জন্য যাসোনের বাড়িতে চড়াও হয়ে সেখানে তাঁদের
খুঁজতে লাগল৷

6 কিন্তু সেখানে তাঁদের না পেয়ে তারা যাসোন ও অন্য কয়েকজন
ভাইকে ধরে টানতে টানতে শহরের শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে গেল৷
তারপর তারা চিৎকার করে বলল, "এই যে লোকরা সারা জগতে
গোলমাল পাকিয়ে বেড়াচ্ছে, এরা এখন এখানে এসেছে!
7 আর যাসোন কিনা তাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে? এরা
সকলে কৈসরের আইনের বিরোধিতা করে৷ এরা বলে বেড়াচ্ছে যে
যীশু বলে আর একজন রাজা আছে৷"
8 এই কথা শুনে সমবেত জনতা ও কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হল৷
9 তারা যাসোন ও বাকী আর সকলের জরিমানা নিয়ে তাদের ছেড়ে
দিল৷

বিরয়াতে পৌল এবং সীল

10 সেই রাতেই ভাইরা পৌল ও সীলকে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিল৷
সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গেলেন৷
11 থিষলনীকীয়র লোকদের থেকে এই লোকরা আরো উদার
মনোভাবাপন্ন ছিল৷ এরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শুনল৷ পৌল
ও সীলের বক্তব্যের বিষয় সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা
প্রতিদিন শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল৷
12 এর ফলে ইহুদীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল, এদের মধ্যে
কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মহিলা ও বহু পুরুষও ছিলেন৷
13 থিষলনীকীয় ইহুদীরা যখন শুনতে পেল যে পৌল বিরয়াতে
ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছেন, তখন তারা সেখানে এসে লোকদের
ক্ষেপিয়ে তুলল৷
14 তখন সেখানকার ভাইরা তাড়াতাড়ি করে পৌলকে সমুদ্রতীরে
পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু সীল ও তীমথিয় বিরয়াতে রয়ে গেলেন৷
15 পৌলকে সঙ্গে নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা আথীনী পর্যন্ত
গেলেন৷ সীল ও তীমথিয়র উদ্দেশ্যে এক বার্তা নিয়ে ভাইরা বিরয়াতে
ফিরে এলেন৷ বার্তাতে বলা ছিল, "যত শীঘ্র সম্ভব তোমরা আমার কাছে
চলে এস৷"

আথীনীতে পৌল

16 তীমথীয় ও সীলের জন্য পৌল যখন আথীনীতে অপেক্ষা
করছিলেন, তখন সেই শহরের সব জায়গায় নানা দেব-দেবীর মূর্তি
দেখে অন্তর আত্মায় তিনি খুবই ব্যথিত হয়ে উঠলেন৷
17 তাই তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকদের সঙ্গে ও
হাটে বাজারে লোকদের কাছে প্রতিদিন ধর্মালোচনা করতে লাগলেন৷
18 ইপিকূরের ও স্তোয়িকীর দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন
তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল৷

কেউ কেউ বলল, "এই সবজান্তা কি বলতে চায়?" আবার
কেউ কেউ বলল, "এ দেখছি বিদেশী দেবতাদের বিষয়ে প্রচার
করছে৷" কারণ পৌল সুসমাচার এবং যীশু ও তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়
বলছিলেন৷

19 তারা পৌলকে আরেয়পাগের সভায় নিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি
এই যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা কি? আমরা কি তা জানতে
পারি?
20 আপনি কিছু অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানতে ইচ্ছা
হয়, এসবের অর্থ কি?"
21 আথীনীয় লোকেরা ও সেখানে বসবাসকারী বিদেশীরা সব সময়
কেবল নিত্য-নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটাত৷

22 তখন পৌল আরেয়পাগের সভার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে
থাকলেন, "হে আথীনীয় লোকেরা, আপনারা দেখছি সমস্ত ব্যাপারেই
খুব ধর্মপ্রবণ৷
23 কারণ আমি বেড়াতে বেড়াতে আপনারা যাদের উপাসনা করেন
সেগুলি লক্ষ্য করতে করতে একটা বেদী দেখলাম, যার গায়ে লেখা
আছে, অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে! তাই যে অজানা দেবতার
উপাসনা আপনারা করছেন তাঁকেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত
করছি৷

24 "ঈশ্বর, যিনি এই জগত ও তার মধ্যেকার সমস্ত কিছুর
নির্মাণকর্তা, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি মানুষের হাতে তৈরী
মন্দিরে বাস করেন না৷

25 মানুষের হাতের সেবা কার্যের প্রয়োজন তাঁর নেই৷ তাঁর তো কোন
কিছুরই অভাব নেই৷ তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও যা কিছু প্রয়োজন
তা দিচ্ছেন৷
26 শুরুতে ঈশ্বর একটি মানুষকে সৃষ্টি করে সেই একজন মানুষ
থেকেই মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন, আর গোটা পৃথিবীটা তাদের
বসবাসের জন্য দিয়েছেন৷ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন কোথায় ও
কখন তারা থাকবে৷
27 "ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে৷ তাঁর খোঁজ
করতে করতে তারা যেন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাগাল পায়৷ অথচ তিনি
আমাদের কারো কাছ থেকে তো দূরে নন,
28 "কারণ তাঁর সত্ত্বাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্ত্বা৷" আবার
আপনাদের কোন কোন কবিও একথা বলেছেন: "কারণ আমরা তাঁর
সন্তান৷"
29 "তাহলে আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরকে মানুষের
শিল্পকলা বা কল্পনা অনুসারে সোনা, রূপো বা পাথরের তৈরী কোন
মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উচিত নয়৷
30 মানুষের এই অজ্ঞতার সময়কে ঈশ্বর ক্ষমার চোখে দেখেছেন,
কিন্তু এখন সব জায়গায় সকল মানুষকে তিনি এর জন্য মন-ফেরাতে
বলছেন৷
31 কারণ তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যে দিনে তিনি তাঁর
নিরূপিত একজনকে দিয়ে সারা জগত সংসারের বিচার করবেন৷ এই
বিষয়ে সকলে যেন বিশ্বাস করতে পারে এমন প্রমাণও তিনি দিয়েছেন:
এই প্রমাণস্বরূপ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরত্থিত করেছেন!"
32 মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের কথা শুনে তাদের মধ্যে কয়েকজন
উপহাস করতে লাগল, কিন্তু অন্যরা বলল, "আমরা এ বিষয়ে আর
একদিন আপনার কাছ থেকে শুনব!"
33 এরপর পৌল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন৷
34 তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করল ও পৌলের সঙ্গ নিল৷
এদের মধ্যে আরেয়পাগীয়ের* সভ্য দিয়নুষিয়, দামারী নামে এক
মহিলা ও আরো কয়েকজন ছিলেন৷

---

* **17:34: আরেয়পাগীয়** আথীনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা৷ তাঁরা ঠিক বিচারকের মতো ছিলেন৷

18

করিন্থে পৌল

1 এরপর পৌল আথীনী ছেড়ে করিন্থে এলেন৷
2 সেখানে আক্কিলা নামে এক ইহুদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি
ছিলেন পন্ত দেশের লোক৷ সম্প্রতি তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিষ্কিল্লাকে নিয়ে
ইতালী থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত ইহুদীদের রোম ছেড়ে
যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন৷ পৌল তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন৷
3 তাঁরা তাঁবু নির্মাণ করতেন যেমন পৌলও করতেন৷ এইজন্য তিনি
তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন৷
4 প্রতি বিশ্রামবারে পৌল সমাজ-গৃহে ইহুদী ও গ্রীকদের সঙ্গে কথা
বলতেন৷ পৌল চেষ্টা করতেন যেন এইসব লোকরা যীশুতে বিশ্বাসী
হয়৷
5 সীল ও তীমথিয় যখন মাকিদনিয়া থেকে করিন্থে এলেন, তখন
পৌল সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত সময় দিলেন৷ যীশুই যে
ঈশ্বরের খ্রীষ্ট এই প্রমাণ তিনি ইহুদীদের দিচ্ছিলেন৷
6 কিন্তু ইহুদীরা পৌলের শিক্ষার বিরোধিতা করে তাঁকে গালাগাল
দিতে লাগল৷ তখন তিনি তাঁর পোশাকের ধুলো ঝেড়ে তাদের বললেন,
"তোমাদের যদি উদ্ধার না হয় তার জন্য তোমরা দায়ী৷ আমি দায়মুক্ত!
এরপর আমি অইহুদীদের কাছে যাব!"
7 পৌল সেখান থেকে চলে গিয়ে সমাজ-গৃহের পাশে তিতিয় যুষ্ট
নামে এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বাড়িতে উঠলেন; ইনি সত্য ঈশ্বরের
উপাসনা করতেন৷
8 সমাজ-গৃহের পরিচালক ক্রীষ্প ও তাঁর পরিবারের সকলে প্রভু
যীশুতে বিশ্বাসী হল৷ করিন্থের আরো অনেকে পৌলের কথা শুনল,
বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল৷
9 এক রাতে এক দর্শনে প্রভু পৌলকে বললেন, "ভয় পেযো না!
কিন্তু কথা বলে যাও, চুপ করে থেকো না!
10 আমি তোমার সঙ্গে আছি; কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না,
কারণ এই শহরে আমার লোকরা আছে৷"
11 তাই পৌল সেখানে থেকে দেড় বছর ধরে তাদের ঈশ্বরের বাণী
শিক্ষা দিলেন৷

পৌলকে গাল্লিয়োর সামনে আনা হল

12 গাল্লিযো যখন আখায়ার রাজ্যপাল ছিলেন, তখন ইহুদীদের
কিছু লোক জোট পাকিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে দাঁড়াল৷ তারা পৌলকে
বিচারালয়ে নিয়ে হাজির করল৷
13 এই ইহুদীরা গাল্লিযোকে বলল, "এই লোকটি আমাদের বিধি-
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য এক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শিক্ষা
দিচ্ছে!"
14 পৌল সেই সময় যখন কিছু বলতে যাচ্ছেন, তখন গাল্লিযো
ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে ইহুদীরা শোন! এ যদি কোন অপরাধ
বা মারাত্মক রকম অন্যায় কোন কাজ করত তবে তোমাদের কথা শোনা
আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হত৷
15 কিন্তু তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম, তার বাণী বা তোমাদের
বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে বিচারের প্রশ্ন তুলছ, তখন তোমরাই এর বিচার
কর, আমি ওসব বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না!"
16 এই বলে তিনি তাদের সকলকে বিচারালয় থেকে যেতে বললেন৷
17 তখন তারা সমাজ-গৃহে পরিচালক সোস্থিনীকে ধরে বিচারালয়ের
সামনে প্রচণ্ড মারল; কিন্তু গাল্লিযো সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করলেন না৷

পৌলের আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

18 পৌল সেই শহরে আরো কিছুদিন থাকার পর ভাইদের কাছ
থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পথে সুরিয়ার দিকে রওনা দিলেন৷ তাঁর সঙ্গে
আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লাও ছিল৷ এক মানত পুরণ করতে পৌল কিংক্রিয়াতে
এসে মাথা কামিয়ে ফেললেন৷
19 সেখান থেকে তাঁরা ইফিষে পৌঁছালেন৷ প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে
সেখানে রেখে পৌল সমাজ-গৃহে গেলেন আর ইহুদীদের সঙ্গে শাস্ত্র
আলোচনা করতে লাগলেন৷
20 তারা সেখানে তাঁকে আরো কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করল
বটে কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না৷
21 সেখান থেকে যাবার সময় তিনি তাদের বললেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা
হলে আমি আবার তোমাদের কাছে আসব৷" এরপর তিনি ইফিষ থেকে
সমুদ্র যাত্রা করলেন৷

22 তিনি কৈসরিয়া শহরে পৌঁছলেন৷ এরপর জেরুশালেমে সকলের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা জানাবার পর পৌল সেখান থেকে
আন্তিয়খিয়া শহরে গেলেন৷
23 আন্তিয়খিয়ায় পৌল কিছু সময় থাকলেন৷ তারপর আন্তিয়খিয়া
ছেড়ে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করে
সেইসব স্থানের অনুগামীদের নতুন শক্তি জাগিয়ে তুললেন৷

ইফিষে ও আখায়াতে আপল্লো

24 আপল্লো নামে একজন ইহুদী ইফিষে এলেন, ইনি আলেকসান্দ্রীয়
নগরে জন্মেছিলেন৷ তিনি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন এবং শাস্ত্র খুব ভাল
করে জানতেন৷
25 আপল্লো প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন৷ তিনি আত্মার
আবেগে কথা বলতেন এবং যীশুর বিষয়ে নির্ভুলভাবে শিক্ষা দিতেন,
কিন্তু তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয়েই জানতেন৷
26 আপল্লো যখন সমাজ-গৃহে নির্ভীকভাবে প্রচার করছিলেন, সেই
সময় প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলা তাঁর কথা শুনে তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে
গিয়ে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে আরো নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিলেন৷
27 আপল্লো আখায়াতে যেতে চাইলে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাইরা তাঁকে সে
বিষয়ে উৎসাহ দিলেন৷ তাঁরা আখায়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের চিঠি লিখে
দিলেন যেন তাঁরা আপল্লোকে সাদরে গ্রহণ করেন৷ তিনি সেখানে
পৌঁছালে যাঁরা অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বাসী হয়েছিল, আপল্লো তাদের
অনেককে সাহায্য করলেন৷
28 তিনি প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ইহুদীদের হারিয়ে দিলেন
এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করলেন যে, যীশুই হলেন সেই খ্রীষ্ট৷

19

পৌল ইফিষে

1 আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন তখন পৌল সেই অঞ্চলের মধ্য
দিয়ে যেতে যেতে ইফিষে এসে পৌঁছলেন৷ সেখানে তিনি যোহন
বাপ্তাইজকের কয়েকজন অনুগামীর দেখা পেলেন৷
2 তিনি তাদের বললেন, "তোমরা যখন বিশ্বাসী হও, তখন কি পবিত্র
আত্মা পেয়েছিলে?"

তারা তাঁকে বলল, “কই? পবিত্র আত্মা বলে যে কিছু আছে এমন
কথা তো আমরা কখনও শুনি নি!”
3 তিনি তাদের বললেন, “তবে তোমাদের কি ধরণের বাপ্তিস্ম
হয়েছিল?”
তারা বলল, “যোহন যে ধরণের বাপ্তিস্ম দিতেন৷”
4 পৌল বললেন, “যোহন মন-ফেরানোর জন্য লোকদের বাপ্তাইজ
করতেন৷ তিনি তাদের বলতেন, তাঁর পরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপর
অর্থাত যীশুর ওপর বিশ্বাস কর৷”
5 তারা একথা শুনে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজ হল৷
6 এরপর পৌল তাদের ওপর হাত রাখলে, তাদের ওপর পবিত্র
আত্মা নেমে এলেন৷ তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও ভাববাণী বলতে
শুরু করল৷
7 তারা মোট বারো জন পুরুষ ছিল৷
8 এরপর পৌল সমাজ-গৃহে গেলেন, আর সেখানে তিন মাস ধরে
নির্ভীকভাবে কথা বললেন এবং যুক্তিসহ ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে
বুঝিয়ে দিলেন৷
9 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর কথা মানতে চাইল না৷ তারা
প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের পথের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে লাগল৷ তখন পৌল
তাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যীশুর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন৷
পরে প্রতিদিন তুরাণের ভাষণ কক্ষে পৌল তাদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা
করতে লাগলেন৷
10 এইভাবে দুবছর কেটে গেল, এর ফলে এশিয়ায় যাঁরা বাস করত,
কি ইহুদী, কি গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনলেন৷

শীভার সন্তানগণ

11 ঈশ্বর পৌলের হাত দিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন
করালেন৷
12 এমন কি তাঁর স্পর্শ করা গামছা অসুস্থ লোকদের গায়ে ছোয়ালে
তাদের রোগ ভাল হয়ে যেত, আর অশুচি আত্মারাও তাদের মধ্য থেকে
বার হয়ে যেত৷
13-14 সেই সময়ে কয়েকজন ইহুদী ওঝা ঘুরে বেড়াত, যারা অশুচি
আত্মায় পাওয়া লোকদের ছাড়াতো৷ ইহুদী মহাযাজক শীভার সাত

ছেলেও এই কাজ করছিল৷ এই ইহুদীরা লোকদের মধ্য থেকে অশুচি
আত্মা তাড়াতে প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করত৷ তারা বলত, "যে যীশুর
কথা পৌল প্রচার করছেন, সেই যীশুর নামে আমি আদেশ করছি এর
মধ্য থেকে বার হয়ে যাও!"
15 কিন্তু একবার অশুচি আত্মা সেই ইহুদীদের বলল, "আমি
যীশুকে জানি, পৌলকেও জানি, কিন্তু তোরা আবার কে?"
16 এরপর যার মধ্যে দিয়াবলের অশুচি আত্মা বাস করছিল, সে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শীভার ছেলেদের সবাইকে ধরাশায়ী করল৷ এর
ফলে সেই ইহুদীরা আহত ও উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল৷
17 ইহুদী ও গ্রীক যাঁরা ইফিষে থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার কথা
জানতে পারল৷ এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল
আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল৷ লোকেরা যীশুর নামকে আরও উচ্চ
সম্মান দিতে লাগল৷
18 অনেকে যারা বিশ্বাসী হল তারা নিজের নিজের অপকর্মের কথা
প্রকাশ্যে স্বীকার করল৷
19 আবার অনেকে যারা যাদুক্রিয়া করত, তারা তাদের বইপত্র ও
সাজসরঞ্জাম এনে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দিল, গণনা করে দেখা
গেল তার দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা৷
20 এইভাবে প্রবলভাবে প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ করল এবং
শক্তিশালী হতে লাগল আর বহুলোক বিশ্বাস করল৷

পৌলের যাত্রা পরিকল্পনা

21 এই ঘটনার পর পৌল ঠিক করলেন যে তিনি মাকিদনিয়া ও
আখায়া হয়ে জেরুশালেমে যাবেন৷ তিনি বললেন, "সেখানে গিয়ে
পরে আমি রোমেও যাব৷"
22 তিনি তাঁর দুজন সহকারীকে অর্থাৎ তীমথিয় ও ইরাস্তকে
মাকিদনিয়ায় পাঠালেন আর নিজে কিছু দিন এশিয়ায় রয়ে গেলেন৷

ইফিষে গোলমাল

23 সেই সময় ইফিষে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল৷ ঈশ্বরের পথের
বিষয়ই ছিল এই গণ্ডগোলের কারণ৷ ঘটনাটা এইভাবে হল;
24 দীমীত্রিয় নামে একজন স্বর্ণকার দেবী দীয়ানার রূপোর মন্দির
তৈরী করত আর কারিগরদের অনেক কাজ জুগিয়ে দিত৷

25 সে তার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য সব কারিগরদের একত্র করে
সভায় বলল, “ভাইসব তোমরা জান এই কাজের দ্বারা আমরা সকলে
ভালই রোজগার করি৷
26 এও তো দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায়
সমস্ত এশিয়ায় এই পৌল বহু লোককে প্রভাবিত করেছে ও এই বলে
বেড়িয়েছে যে, মানুষের হাতে গড়া দেবতারা নাকি দেবতাই নয়৷
27 এতে আমাদের এই বৃত্তির যে কেবল দুর্নাম হবে তাই নয়,
মহাদেবী দীয়ানার মন্দিরও লোকসমক্ষে তুচ্ছ হবে৷ আবার যাকে সমস্ত
এশিয়া, এমন কি সারা জগত সংসার উপাসনা করে, তিনিও তাঁর বিপুল
গরিমা হারাবেন৷”

28 এই কথা শুনে লোকেরা প্রচণ্ড রেগে গেল৷ তারা চিৎকার করে
বলতে লাগল, “ইফিষের দীয়ানাই মহান!”
29 এতে সমস্ত শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল৷ সকলে একসঙ্গে
রঙ্গভূমির দিকে ছুটল৷ তারা তাদের সঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে চলল
গায় ও আরিষ্টার্খ নামে দুজন মাকিদনিয়ান লোককে, যাঁরা পৌলের
সঙ্গী ছিলেন৷
30 তখন পৌল লোকদের কাছে যেতে চাইলে অনুগামীরা তাঁকে
বাধা দিল, যেতে দিল না৷
31 সেই প্রদেশের কয়েকজন নেতা যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁরা
পৌলের কাছে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি রঙ্গভূমিতে
গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন৷

32 এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার করছিল, কারণ
সভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, অধিকাংশ লোক জানতই
না কেন তারা সেখানে এসেছে৷
33 কয়েকজন ইহুদী আলেকসান্দারকে সামনে ঠেলে দিল, একেই
জনতার কয়েকজন পরামর্শ দিচ্ছিল৷ তিনি সকলকে ইশারায় চুপ
করতে বললেন, ও তাদের কাছে কিছু বলতে চাইলেন৷
34 কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল যে তিনি একজন ইহুদী তখন
জোরে চিৎকার করতে লাগল৷ দুঘন্টা ধরে তারা শুধু এই বলে চেঁচিয়েই
চলল, “ইফিষের দীয়ানাই মহান!”

35 শেষ পর্যন্ত শহরের করণিক জনতাকে শান্ত করে বললেন,
"হে ইফিষীয়রা, বল দেখি, ইফিষীয়দের শহর যে মহাদেবী দীয়ানার
মন্দিরের তত্ত্বাবধান করে এবং সেই মন্দিরের পবিত্র পাথর যে আকাশ
থেকে পড়েছিল তা কে না জানে?
36 তাই এই কথা যখন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তখন
তোমাদের শান্ত হওয়া উচিত এবং অসংযত কোন কাজ করা উচিত
নয়৷
37 "কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে এনেছ, এরা তো
মন্দির লুঠও করে নি বা আমাদের দেবীর অপমানও করে নি৷
38 তাই যদি কারো বিরুদ্ধে দীমীত্রিয় ও তার সম-ব্যবসায়ীদের কোন
অভিযোগ থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, বিচারকরাও আছেন,
তারা সেখানে গিয়ে তাদেব বিরুদ্ধে মামলা করুক!
39 "আর যদি অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধানের থাকে তবে তার বিচার
আইনানুগ বিচার সভায় করা যেতে পারে৷
40 কারণ এই ভয় আছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে
পারে যে এই গণ্ডগোলের কারণ আমরাই, এই সভা ডাকার কোন
যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা দেখাতে পারব না৷"
41 এই বলে তিনি সভা ভঙ্গ করলেন৷

20

পৌলের মাকিদনিয়া ও গ্রীসে যাত্রা

1 সেই হাঙ্গামা থেমে যাবার পর পৌল যীশুর অনুগামীদের ডেকে
পাঠালেন, আর তাদের সকলকে উৎসাহ দান করে ও শুভেচ্ছা
জানিয়ে মাকিদনিয়ার অঞ্চলগুলিতে যাবার জন্য রওনা দিলেন৷
2 তিনি সেই অঞ্চল দিয়ে মাকিদনিয়ায় যেতে যেতে বিভিন্ন জায়গায়
খ্রীষ্টানুসারীদের অনেক কথা বলে উৎসাহ দিলেন, শেষে গ্রীসে এসে
পৌঁছলেন৷
3 সেখানে তিনি তিন মাস থাকলেন৷
তিনি যখন সমুদ্রপথে সুরিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন
ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করছে এই কথা জানতে পেরে তিনি
মাকিদনিয়া হয়ে সুরিয়া যাবেন বলে ঠিক করলেন৷

4 কিছু কিছু লোক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল৷ এরা হল বিরয়ার পুর্হের ছেলে
সোপাত্র, থিষলনীকিয় থেকে আগত আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বীর গায়
ও তীমথিয় আর এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম৷
5 এরা পৌলের আগেই রওনা হয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে আমাদের জন্য
অপেক্ষা করছিল৷
6 খামিরবিহীন রুটির পর্বের পর আমরা ফিলিপী থেকে সমুদ্রপথে
রওনা হয়ে পাঁচ দিন পর ত্রোয়াতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম৷ সেখানে
আমরা সাত দিন থাকলাম৷

ত্রোয়াতে পৌলের শেষ যাত্রা

7 রবিবার আমরা যখন আবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে একত্রিত
হলাম তখন পৌল পরের দিন সেখান থেকে চলে যাবেন বলে মধ্যরাত্রি
পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন৷
8 আমরা ওপরের যে ঘরে সমবেত হয়েছিলাম সেখানে অনেক
প্রদীপ ছিল৷
9 উতুখ নামে এক যুবক সেই ঘরের জানালায় বসেছিল৷ পৌলের
দীর্ঘ বক্তৃতার সময় সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে গেল৷ তারপর ঘুমের ঘোরে
সে তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেল৷ লোকেরা গিয়ে যখন তাকে
তুলল, দেখা গেল সে মারা গেছে৷
10 পৌল নিজেই নীচে নেমে গেলেন৷ তিনি তার দেহের ওপরে
নিজেকে রেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমরা বিচলিত
হয়ো না, কারণ দেখ এর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে৷"
11 এরপর পৌল ওপরের ঘরে গিয়ে রুটি ভাঙ্গলেন ও কিছু খাওয়া-
দাওয়া করে ভোর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন৷ তারপর তিনি
তাদের কাছ থেকে রওনা হলেন৷
12 বিশ্বাসীরা সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় তার বাড়ি নিয়ে যেতে
পেরে খুবই আশ্বস্ত হল৷

ত্রোয়া থেকে মাইলেটাস যাত্রা

13 আমরা সমুদ্রপথে আঃসে রওনা দিয়ে পৌলের আগেই সেখানে
পৌঁছালাম৷ ঠিক ছিল যে পৌল আঃসে হাঁটা পথে যাবেন আর সেখানে
আমরা তাঁকে জাহাজে তুলে দেব৷

14 পরে আঃসে পৌলের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, আর তিনি
জাহাজে আমাদের কাছে এলেন৷ আমরা সকলে মিতুলীনী শহরে
গেলাম৷
15 সেখান থেকে পরের দিন জাহাজে করে খীয়ের দ্বীপের কাছে
পৌঁছালাম৷ দ্বিতীয় দিনে আমরা সামঃ দ্বীপ পার হয়ে তার পরদিন
মিলীতে গেলাম,
16 কারণ পৌল আগেই ঠিক করেছিলেন যে তিনি ইফিষে
নামবেন না৷ তিনি এশিয়াতে বেশী সময় থাকতে চাইলেন না, কারণ
পঞ্চাশত্তমীর আগেই জেরুশালেমে পৌঁছবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে
উঠেছিলেন৷

পৌল ইফিষে প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বললেন

17 মিলীতে এসে তিনি ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের তাঁর সঙ্গে দেখা
করার জন্য ডেকে পাঠালেন৷
18 তাঁরা এলে পর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা জান আমি
এশিয়াতে থাকাকালীন প্রথম দিন থেকেই তোমাদের সঙ্গে কিভাবে
সমস্ত সময় কাটিয়েছি৷
19 ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, আমাকে বড় সঙ্কটের
মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল৷ কিন্তু তোমরা জান যে এসব সত্ত্বেও আমি
নম্রভাবে চোখের জলে সর্বদাই প্রভুর সেবা করে গেছি৷
20 তোমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না করে সর্বদা
তোমাদের কাছে বলেছি৷ এমন কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও
সুসমাচার প্রচার করেছি৷
21 ইহুদী কি অইহুদী গ্রীক সকলের কাছেই বলেছি যেন তারা মন-
ফেরায়, ঈশ্বরের দিকে ফেরে ও প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে৷
22 "কিন্তু এখন আমাকে পবিত্র আত্মার নির্দেশ মানতে হবে, তাই
আমি জেরুশালেমে যাচ্ছি৷ সেখানে আমার কি হবে তা আমি জানি
না৷
23 তবে পবিত্র আত্মার সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে একথা জানি যে
জেরুশালেমের প্রত্যেকটি শহরে আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ
অপেক্ষা করছে৷
24 আমি মনে করি আমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য নেই৷
আমি মনে করি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রভু

যীশুর কাছ থেকে যে কাজের ভার পেয়েছি তাতে লক্ষ্য স্থির রেখে
যেন শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে পারি; সেই কাজ হল সকলের কাছে ঈশ্বরের
অনুগ্রহের বার্তা ও সুসমাচার নিয়ে যাওয়া৷

25 "এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন; তোমাদের মধ্যে যাদের
কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার জানিয়েছি তাদের কেউই আমার মুখ
আর দেখতে পাবে না৷
26 তাই আজ আমি তোমাদের কাছে একথা জোর দিয়ে বলছি যে
এসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যাঁরা উদ্ধার পাবে না, ঈশ্বর তাদের বিষয়ে
আমাকে দোষী করবেন না৷
27 আমি এসব কথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তোমাদের যা কিছু
জানাতে চেয়েছিলেন, সে সবই আমি তোমাদের জানিয়েছি৷
28 নিজেদের ব্যাপারে সাবধান থেকো আর পবিত্র আত্মা
তোমাদেরকে যে পালের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন, ঈশ্বরের সেই
মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর, কারণ এই মণ্ডলী তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে
কিনেছেন৷
29 আমি জানি, আমি চলে গেলে ভয়ঙ্কর নেকড়ের তোমাদের মধ্যে
আসবে, তারা ঈশ্বরের এই পালকে ধ্বংস করতে চাইবে৷
30 এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে এমন সব লোক বেরিয়ে আসবে
যাঁরা খ্রীষ্টানুসারীদের নিজেদের অনুসারী করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা
বলবে৷ কিছু কিছু খ্রীষ্টানুসারীদের তারা সত্য থেকে সরিয়ে দেবে৷
31 সাবধান ও সতর্ক থেকো! মনে রেখো, তোমাদের সঙ্গে আমি
যে তিন বছর ছিলাম, সেই সময় তোমাদের জন্য চোখের জল ফেলে
রাত দিন সতর্ক করে অনেক চেতনা দিয়েছি৷

32 "এখন আমি তোমাদের ঈশ্বরের হাতে ও তাঁর অনুগ্রহের বার্তাতে
তোমাদের সঁপে দিলাম, তা তোমাদের গড়ে তুলতে সমর্থ৷ ঈশ্বর তাঁর
সমস্ত পবিত্র লোকদের যে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, এই বার্তা তোমাদের
সেই আশীর্বাদ দেবেন৷
33 আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তখন আমি কারোর কাছে
অর্থ বা জামা কাপড় চাই নি৷
34 তোমরা ভালভাবেই জান যে আমার নিজের ও সঙ্গীদের অভাব
দূর করতে আমি এই দুহাতে কাজ করেছি৷

35 আমি তোমাদের দেখিয়েছি কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করে
অভাবীদের সাহায্য করতে হয়৷ প্রভু যীশুর কথা স্মরণ করাও উচিত,
কারণ তিনি বলেছেন, গ্রহণ করার থেকে দান করা বেশী পুণ্যের৷ ”
36 এই কথা বলার পর তিনি তাদের সকলের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা
করলেন৷
37-38 এরপর সকলে খুব কান্নাকাটি করলেন ও পৌলের গলা
জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমু দিলেন৷ তাঁরা তাঁকে আর দেখতে পাবেন না,
একথা শুনে বিশেষ দুঃখ করলেন৷ পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে
দিতে গেলেন৷

21

পৌলের জেরুশালেম যাত্রা

1 ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সমুদ্র
পথে সোজা কো দ্বীপে এলাম৷ পরদিন আমরা রোদঃ দ্বীপে গেলাম৷
রোদঃ থেকে পাতারায় চলে গেলাম৷
2 পাতারায় এমন একটি জাহাজ পেলাম যা পার হয়ে ফৈনীকিয়া
অঞ্চলে যাবে৷ আমরা সেই জাহাজে চড়ে যাত্রা করলাম৷
3 পরে আমরা যাবার পথে কুপ্র দ্বীপের কাছে এলাম৷ আমাদের
উত্তরদিকে দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সেখানে আমরা
জাহাজ ভেড়ালাম না৷
4 আমর সুরিয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম, সোর শহরে জাহাজ
থামানো হল, কারণ সেখানে জাহাজ থেকে কিছু মাল নামানোর ছিল৷
আমরা সেখানে কিছু খ্রীষ্টানুসারীর দেখা পেয়ে তাঁদের সঙ্গে সাতদিন
কাটালাম৷ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা পৌলকে জেরুশালেম যেতে
নিষেধ করলেন৷
5 কিন্তু সেখানে থাকার সময় শেষ হলে আমরা রওনা দিলাম
এবং যাত্রাপথে এগিয়ে চললাম৷ সেখানকার খ্রীষ্টানুসারীরা সকলে
নিজেদের পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের
বিদায় জানাতে শহরের বাইরে এলেন৷ সেখানে সমুদ্রতীরে আমরা হাঁটু
গেড়ে বসে প্রার্থনা করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম৷
6 এরপর আমরা জাহাজে উঠলাম আর তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন৷

7 সোর থেকে যাত্রা করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছালাম৷ আর
সেখানকার খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সঙ্গে
একদিন থাকলাম৷
8 পরের দিন আমরা তলিমায়ি থেকে রওনা হয়ে কৈসরিয়ায় এলাম৷
সেখানে সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে উঠলাম৷ ইনি সেই
সাতজন মনোনীত লোকদের মধ্যে একজন৷ আমরা সেখানে তাঁর
সঙ্গে থাকলাম৷
9 এই ফিলিপের চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন, এরা ভাববাণী বলতে
পারতেন৷
10 সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর যিহূদিয়া থেকে আগাব নামে
একজন ভাববাদী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন৷
11 তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর বন্ধনীটি নিয়ে
নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, "পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন, এই
কোমর বন্ধনীটি যার তাকে জেরুশালেমের ইহুদীরা এইভাবে বেঁধে
অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে৷ "
12 সেই কথা শুনে আমরা ও যীশুর অন্য অনুগামীরা পৌলকে
অনুরোধ করলাম যেন তিনি জেরুশালেমে না যান৷
13 পৌল এর জবাবে বললেন, "তোমরা এ কি করছ? তোমরা
এভাবে কান্নাকাটি করে আমার হৃদয় কি ভেঙে দিচ্ছ না? খ্রীষ্টের
নামের জন্য আমি জেরুশালেমে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জন্য যাব
তাই নয়, আমি সেখানে মরতেও প্রস্তুত!"
14 তাঁকে যখন আমরা জেরুশালেমে যাওয়া থেকে বিরত করতে
পারলাম না, তখন আর অনুরোধ না করে চুপ করে গেলাম আর
বললাম, "প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্৷"
15 এরপর আমরা প্রস্তুত হয়ে জেরুশালেমে রওনা হলাম৷
16 কৈসরিয়া থেকে কয়েকজন অনুগামী (খ্রীষ্টানুসারী) আমাদের
সঙ্গে চললেন৷ তারা ম্নাসোন নামে একজন লোকের বাড়িতে আমাদের
তুললেন৷ ইনি ছিলেন কুপ্রের লোক, গোড়ায় যাঁরা খ্রীষ্টানুসারী
হয়েছিলেন, ইনি তাদের অন্যতম৷ তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাওয়া
হল যাতে আমরা সেখানে থাকতে পারি৷

যাকোবের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাৎকার

17 জেরুশালেমের বিশ্বাসীরা আমাদের দেখে বড়ই খুশী হলেন৷
18 পরদিন পৌল আমাদের নিয়ে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
গেলেন৷ মণ্ডলীর প্রাচীনরা সেখানে ছিলেন৷
19 সেখানে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পৌল তাঁর
কাজের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর যেসব কাজ করেছেন তা
বিস্তারিতভাবে জানালেন৷
20 এই কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন৷ তাঁরা
পৌলকে বললেন, "ভাই, আপনি তো জানেন, হাজার হাজার ইহুদী
আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে৷ কিন্তু তারা তাদের মোশির বিধি-ব্যবস্থা
পালন করতে বড়ই উৎসাহী৷
21 তারা আপনার বিষয়ে এই কথা শুনেছে যে অইহুদীদের মধ্যে
বাসকারী প্রবাসী ইহুদীদের আপনি নাকি মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে
চলতে বারণ করেন৷ আপনি তাদের ছেলেদের সুন্নত করা বা ইহুদী
রীতিনীতি মেনে চলা নাকি নিষেধ করেন!
22 "আমরা কি করব? তারা নিশ্চয় শুনবে যে আপনি এখানে
আছেন৷
23 তাই আমরা যা বলি আপনি তাই করুন৷ আমাদের মধ্যে চারজন
লোকের একটা মানত আছে৷
24 আপনি তাদের সঙ্গে নিয়ে শুচিকরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিন,
এজন্য তাদের যা খরচ পড়ে আপনি তা দিয়ে দিন৷ আর তারা যেন
তাদের মাথা নেড়া করে৷ তাহলে সকলে জানবে যে আপনার বিষয়ে
যে সব কথা ওরা শুনেছে সে সব সত্য নয়, বরং আপনি নিজে মোশির
বিধি-ব্যবস্থা যথারীতি পালন করেন৷
25 "অইহুদীদের মধ্য থেকে যাঁরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের
উদ্দেশ্যে আমরা লিখেছি যে:

তারা যেন প্রতিমার প্রসাদ,
রক্ত, গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস না খায়
ও যৌন পাপ থেকে দুরে থাকে৷ "

পৌল বন্দী হলেন

26 তখন পৌল সেই কয়েকজনকে নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেকে
শুচি করলেন৷ তারপর মন্দিরে গিয়ে শুচিকরণ অনুষ্ঠান কত দিনে

সম্পূর্ণ হবে ও তাদের প্রত্যেকের জন্য কবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা
হবে তাও জানালেন৷

27 সাতদিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়া দেশের
কয়েকজন ইহুদী মন্দিরের মধ্যে পৌলকে দেখতে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে
নানা কথা বলে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল, আর পৌলকে ধরে
চিৎকার করে বলতে লাগল,

28 "হে ইস্রায়েলীয়রা, এদিকে এগিয়ে এসে সাহায্য কর! এ সেই
লোক, এই লোকই আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের
বিধি-ব্যবস্থার বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে আর এই মন্দিরের বিরুদ্ধেও কথা
বলছে৷ এই হল সেই লোক যে সর্বত্র এই শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে৷ দেখ
মন্দিরের চত্বরে সে গ্রীকদের ঢুকিয়ে এই মন্দির অপবিত্র করেছে!"

29 (কারণ তারা এর আগে পৌলের সঙ্গে ইফিষের ত্রফিমকে
শহরের মধ্যে দেখেছিল, মনে করেছিল পৌল তাঁকে মন্দিরের মধ্যে
এনেছেন৷ ত্রফিম ছিলেন জাতিতে গ্রীক এবং ইফিমের লোক৷)

30 সমগ্র জেরুশালেমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আর লোকেরা
একসঙ্গে ছুটল৷ তারা পৌলকে ধরে টানতে টানতে মন্দির থেকে বের
করে দিল৷ সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল৷

31 লোকেরা পৌলকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল৷ রোমান
সেনাপতির কাছে খবর পৌঁছলো যে সারা জেরুশালেম শহরে প্রচণ্ড
গোলমাল শুরু হয়েছে৷

32 তিনি তখনই সৈন্যদের ও তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে
ছুটে এলেন৷ ইহুদীরা যখন সেনাপতিকে ও তার সঙ্গে সৈন্যদের
দেখল, তখন পৌলকে প্রহার করা বন্ধ করল৷

33 তখন সেনাপতি কাছে এসে পৌলকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে দুটো
শেকলে বাঁধতে হুকুম করলেন৷ এরপর সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন,
"এ কে, এ কি দোষ করেছে?"

34 তখন সেই ভীড়ের মধ্যে কেউ কেউ একরকম কথা বলল, আবার
কেউ কেউ অন্য রকম কথা বলল৷ এই চেঁচামেচিতে তিনি কিছুই ঠিক
করতে না পেরে পৌলকে দুর্গের মধ্যে দিয়ে যাবার হুকুম করলেন৷

35 সমস্ত লোকেরা তাদের অনুসরণ করছিল৷ পৌল যখন সিঁড়ির
কাছে এসেছেন, তখন জনতা এতই হিংস্র হয়ে উঠল যে সেনারা

পৌলকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল৷
36 কারণ জনতা চিৎকার করে বলছিল, "ওকে শেষ করে ফেলো!"
37 তারা পৌলকে দুর্গের ভেতর দিয়ে নিযে যেতে চাইলে পৌল
সেনাপতিকে বললেন, "আমি কি আপনাকে কিছু বলতে পারি?"
সেনাপতি বললেন, "তুমি দেখছি গ্রীক বলতে পার?
38 তাহলে তুমি সেই মিশরীয় নও যে কিছু সময় পূর্বে বিদ্রোহী
হয়েছিল ও চার হাজার সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে মরুপ্রান্তরে পালিয়েছিল?"
39 তখন পৌল বললেন, "না, আমি একজন ইহুদী, কিলিকিয়ার
তার্ষ নামে এক প্রসিদ্ধ শহরের বাসিন্দা৷ আমি আপনাকে অনুরোধ
করছি, এই লোকদের কাছে আমায় কিছু বলতে দিন৷"
40 সেনাপতি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লোকদের
শান্ত হবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন৷ সবাই যখন চুপ করল
তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় বলতে শুরু করলেন৷

22

পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থণ

1 পৌল বললেন, "ভাইরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা, এখন শুনুন, আমি
আপনাদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি!"
2 ইহুদীরা যখন পৌলকে ইহুদীদের প্রচলিত ইব্রীয় ভাষায় কথা
বলতে শুনল, তারা শান্ত হল৷ তখন তিনি বললেন,
3 "আমি একজন ইহুদী, আমি কিলিকিয়ার তার্ষের শহরে জন্মেছি;
কিন্তু এই শহরে আমি বড় হয়ে উঠেছি৷ গমলীয়েলের* চরণে বসে
আমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষালাভ করেছি৷
আজ আপনারা সকলে যেমন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের সেবার জন্য
উদ্যোগী ছিলাম৷
4 খ্রীষ্টের পথে যাঁরা চলত তাদের আমি নির্যাতন করতাম, এমনকি
কারো কারো মৃত্যুও ঘটিয়েছিলাম৷ স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আমি গ্রেপ্তার
করে কারাগারে রাখতাম৷

---

* **22:3: গমলীয়েল** ইনি ইহুদী ধার্মিক দলের এবং ফরীশীদের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন৷ দ্রষ্টব্য প্রেরিত 5:34

5 “মহাযাজক ও ইহুদী সমাজপতিরা সকলে এই কথার সত্যতা
প্রমাণ দিতে পারেন৷ তাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ইহুদী ভাইদের
কাছে যাবার জন্য আমি দম্মেশকের পথে রওনা হয়েছিলাম৷ যীশুর
অনুগামী যারা সেখানে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে
আনবার জন্য গিয়েছিলাম, যেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়৷

পৌল তাঁর মন-পরিবর্তন সম্পর্কে বললেন

6 “আর একটা ব্যাপার ঘটল৷ আমি চলতে চলতে দম্মেশকের
কাছাকাছি এলে, দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ থেকে তীব্র আলোর ছটা
আমার চারদিকে ছেয়ে গেল৷
7 আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর এক রব শুনলাম, “শৌল, শৌল,
তুমি কেন আমায় নির্যাতন করছ?”
8 “আমি বললাম, “প্রভু, আপনি কে?” তিনি আমায় বললেন,
“যাকে তুমি নির্যাতন করছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু৷”
9 যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই আলো দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু
যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর রব তারা শুনতে পায় নি৷
10 “আমি বললাম, “প্রভু আমায় কি করতে হবে?” প্রভু আমায়
বললেন, “ওঠ, দম্মেশকে যাও৷ যে কাজের জন্য তোমাকে মনোনীত
করা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে৷”
11 সেই তীব্র আলোর ঝলকে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম৷ তাই আমার
সঙ্গীরা আমার হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল৷
12 “সেখানে অননিয় নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন৷ তিনি
মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতেন৷ সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে তাঁর
সুনাম ছিল৷
13 তিনি আমার কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “ভাই
শৌল, তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ কর৷” আর সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে দেখতে
পেলাম৷
14 “তিনি বললেন, “আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমায়
বহুপূর্বেই মনোনীত করেছেন, যাতে তুমি তাঁর পরিকল্পনা জানতে পার
এবং সেই ধার্মিকজনকে দেখতে পাও ও তাঁর রব শুনতে পাও৷
15 তুমি যা দেখলে ও শুনলে সকল লোকের কাছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবে৷

16 এখন আর দেরী না করে ওঠ, বাপ্তিস্ম নাও আর তোমার পাপ
ধুয়ে ফেল৷ উদ্ধার লাভের জন্য যীশুতে বিশ্বাস কর৷

17 "পরে আমি জেরুশালেমে ফিরে এসে যখন মন্দিরের চত্বরে
প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় এক দর্শন পেলাম৷
18 দর্শনে দেখলাম যীশু আমায় বলছেন, শীঘ্রই ওঠ! এখুনি
জেরুশালেম থেকে চলে যাও! কারণ আমার বিষয়ে তুমি যে সাক্ষ্য
দিচ্ছ, তারা তা গ্রহণ করবে না৷

19 "আমি বললাম, প্রভু, তারা তো ভাল করেই জানে যে যারা
তোমায় বিশ্বাস করে, তাদের গ্রেপ্তার করে মারধর করার জন্য আমি
সমাজ-গৃহগুলিতে যেতাম৷
20 যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হচ্ছিল, তখন আমি
সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার অনুমোদন করেছিলাম, আর যারা তাকে
মারছিল তাদের পোশাক আগলাচ্ছিলাম৷

21 "তখন যীশু আমায় বললেন, এখন যাও! আমি তোমাকে
বহুদূরে অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি৷ "

22 পৌল অইহুদীদের কাছে যাওয়ার কথা বললে লোকেরা তা আর
শুনতে চাইল না৷ ইহুদীরা সকলে জোরে চিৎকার করে উঠল, "মার
বেটাকে! একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও! এ বেঁচে থাকার অযোগ্য!"
23 তারা যখন এভাবে চিৎকার করছে ও তাদের পোশাক খুলে ছুঁড়ে
ফেলে বাতাসে ধুলো ওড়াচ্ছে,
24 তখন সেই সেনাপতি পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যেতে হুকুম
দিয়ে বললেন, "একে চাবুক মেরে দেখ এ কি বলে, লোকেরা কেন
এর বিরুদ্ধে এমনি করে চিৎকার করছে!"
25 সৈনিকরা যখন পৌলকে চাবুক মারার জন্য বাঁধছে তখন
যে সেনাপতি সেখানে দাঁড়িয়েছিল পৌল তাকে বললেন, "একজন
রোমান নাগরিকের বিচার করে তার কোন দোষ না পেলেও তাকে
চাবুক মারা কি আইনসম্মত কাজ হবে?"

26 এই কথা শুনে সেই সেনাপতি তার ওপরওয়ালার কাছে গিয়ে
বলল, "আপনি জানেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন? এ লোকটা তো
একজন রোমান৷"

27 তখন সেই সেনাপতি পৌলের কাছে এসে বলল, “আমায় বল
দেখি, তুমি কি রোমীয়?”
পৌল বললেন, “হ্যাঁ।”
28 তখন সেই সেনাপতি বলল, “এই নাগরিকত্ব লাভ করতে আমার
অনেক টাকা খরচ হয়েছে।”
পৌল বললেন, “কিন্তু আমি জন্মসূত্রেই রোমীয়।”
29 যাঁরা তাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তারা এই কথা শুনে
পিছিয়ে গেল। সেনাপতিও ভয় পেয়ে গেল যখন বুঝতে পারল যে
পৌল একজন রোমান নাগরিক, আর সে তাঁকে বেঁধেছে।

পৌল ইহুদী নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন

30 পরদিন ইহুদীরা কেন পৌলের ওপর দোষ দিচ্ছে তা জানবার
জন্য রোমান সেনাপতি ইহুদীদের প্রধান যাজকদের ও মহাসভার সকল
সভ্যকে জড়ো হতে হুকুম দিল; আর পৌলকে সেখানে তাদের মাঝে
মুক্ত অবস্থায় হাজির করল।

23

1 পৌল মহাসভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন,
“ভাইরা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি আজ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেক অনুযায়ী
জীবনযাপন করছি।”
2 তখন মহাযাজক অননিয়, পৌলের কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়েছিল
তাদের হুকুম দিলেন পৌলের মুখে চড় মেরে তার মুখ বন্ধ করে দিতে।
3 তখন পৌল অননিয়কে বললেন, “হে চুনকাম করা প্রাচীর! স্বয়ং
ঈশ্বর তোমায় আঘাত করবেন। আইনসঙ্গত ভাবে আমার বিচার করার
জন্য তুমি এখানে বসেছ; আর আমাকে আঘাত করার হুকুম দিয়ে তুমি
মোশির বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাচ্ছ।”
4 যারা পৌলের আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁকে বলল,
“ঈশ্বরের মহাযাজকের সঙ্গে তুমি এইভাবে কথা বলতে পারো না। তুমি
তাঁকে অপমান করছ!”

5 পৌল বললেন, “ভাইরা, আমি বুঝতে পারি নি যে উনি মহাযাজক;
কারণ এরকম লেখা আছে, তুমি সমাজের কোন নেতার বিরুদ্ধে কটু
কথা বলো না৷ ”✡
6 পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে তাদের মধ্যে কিছু সভ্য সদ্দূকী ও
কিছু সভ্য ফরীশী, তখন তিনি মহাসভার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে
উঠলেন, “ভাইরা আমি একজন ফরীশী! আর ফরীশীদেরই সন্তান৷
মৃতদের পুনরুত্থান হবে বলে আমার যে প্রত্যাশা আছে, তার জন্যই
আমার এই বিচার হচ্ছে!”
7 পৌলের কথা শুনে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ বেধে
গেল৷ আর সভা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল৷
8 (কারণ সদ্দূকীরা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, স্বর্গদূত বা আত্মা
বলেও কিছু নেই; কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই বিশ্বাস করত৷)
9 চারদিকে বিরাট কোলাহল শুরু হয়ে গেল৷ ফরীশীদের মধ্যে
থেকে কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোরালো তর্ক
জুড়ে দিল, তারা বলল, “আমরা এঁর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না!
হয়তো কোন আত্মা বা স্বর্গদূত দম্মেশকের পথে সত্যসত্যই তাঁর সঙ্গে
কথা বলেছেন!”
10 এইভাবে গণ্ডগোল বাড়তে বাড়তে লড়াইয়ে পরিণত হল৷
সেনাপতি ভয় পেয়ে গেলেন, যে তারা হয়তো পৌলকে টেনে-হিঁচড়ে
টুকরো টুকরো করে ফেলবে, তাই তিনি হুকুম দিলেন যেন সৈন্যরা
নেমে গিয়ে ইহুদীদের মধ্য থেকে পৌলকে দূর্গে নিয়ে যায়৷
11 পরদিন রাতে প্রভু যীশু পৌলের কাছে এসে দাঁড়ালেন৷ তিনি
বললেন, “সাহস কর! কারণ তুমি আমার বিষয়ে যেমন জেরুশালেমে
সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও আমার কথা তোমাকে বলতে হবে!”

কিছু ইহুদী পৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করল

12 পরের দিন সকালে ইহুদীরা জোট বেঁধে দিব্যি করে বলল,
“পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা অন্ন জল মুখে তুলবে না৷”

✡ **23:5:** উদ্ধৃতি যাত্রা 22:28

13 যাঁরা এই চক্রান্ত করেছিল তারা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জনের কিছু
বেশী ছিল৷
14 সেই ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে বলল,
"আমরা শপথ করেছি যে পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা অন্ন
জল মুখে তুলব না৷
15 এখন আপনারা মহাসভার সভ্যদের সঙ্গে সেনাপতির কাছে
আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে পৌলকে নামিয়ে
আনেন, বলুন যে আপনারা তার কাছে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চান৷ সে
এখানে আসার আগেই আমরা তাকে হত্যা করার জন্য তৈরী রইলাম৷"
16 কিন্তু পৌলের এক ভাগ্নে এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে
দুর্গের মধ্যে ঢুকে পৌলকে সব কথা জানিয়ে দিল৷
17 পৌল তখন শতপতিদের একজনকে কাছে ডেকে বললেন,
"আপনি এই যুবককে সেনাপতির কাছে নিয়ে যান, কারণ তাকে এর
কিছু বলার আছে৷"
18 তাতে তিনি সেই যুবককে সেনাপতির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন,
"বন্দী পৌল আমার এই যুবককে আপনার কাছে নিয়ে আসতে
বললেন, কারণ এ আপনাকে কিছু বলতে চায়৷"
19 তখন সেনাপতি যুবকটির হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে
একান্তে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমায় কি বলতে চাও বল৷"
20 সেই যুবক বলল, "ইহুদীরা পরামর্শ করে ঠিক করেছে যে তারা
পৌলকে আরও বিশদভাবে প্রশ্ন করার মিথ্যা অজুহাত নিয়ে আপনার
কাছে এসে অনুরোধ করবে যেন আপনি পৌলকে কাল মহাসভার
সামনে হাজির করেন৷
21 কিন্তু আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের
মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশী লোক পৌলকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে
অপেক্ষা করে আছে৷ তারা নিজেদের মধ্যে শপথ করেছে যে,
পৌলকে না মারা পর্যন্ত তারা অন্ন জল মুখে তুলবে না৷ তারা কেবল
আপনার সম্মতির অপেক্ষায় আছে৷"
22 তখন সেনাপতি ঐ যুবককে এই বলে বিদায় দিলেন যে, "সে
যে তার সঙ্গে দেখা করেছে তা যেন কেউ না জানতে পারে৷"

পৌলকে কৈসরিয়ায় পাঠানো হল

23 পরে তিনি দুজন সেনাপতিকে কাছে ডেকে বললেন, "দুশো
সৈনিককে রাত নটায় কৈসরিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলো আর
এদের সঙ্গে দুশো বর্শাধারী ও সত্তর জন অশ্বারোহী সৈন্য দিও৷
24 পৌলের জন্যও অশ্ব প্রস্তুত রেখো, তাতে করে তাকে রাজ্যপাল
ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দিও৷"
25 আর তিনি এরূপ একটি পত্র লিখে সঙ্গে দিলেন:

26 মহামহিম রাজ্যপাল ফীলিক্স সমীপেষু,

ক্লৌদিয় লুদিয়ের অভিবাদন গ্রহণ করুন৷
27 পৌল নামের লৌকটিকে ইহুদীরা ধরে হত্যা করতে উদ্যত
হয়েছিল; কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম যে সে রোমান নাগরিক
তখন আমার সৈন্যদের নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে আনলাম৷
28 এর বিরুদ্ধে যে কি অভিযোগ আছে তা জানার জন্য আমি
একে ইহুদীদের মহাসভার সামনে আনি৷
29 সেখানে আমি বুঝতে পারলাম যে ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থা
সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওর ওপর দোষারোপ করা হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড
দেওয়া বা কারাগারে দেওয়ার মত এর কোন দোষ আমি পাই নি৷
30 এই লোকের বিরুদ্ধে হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে, একথা যখন
আমাকে জানানো হল, তখন তাড়াতাড়ি একে আমি আপনার কাছে
পাঠালাম৷ যারা এর উপর দোষারোপ করছে তাদেরও বলেছি, তারা
আপনার কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে যা বলবার বলবে৷

31 তখন সেনাপতির সেই আদেশ অনুসারে সেনারা পৌলকে নিয়ে
সেই রাতেই আন্তিপাতিতে গেল৷
32 পরদিন তাঁর সঙ্গে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যদের যাবার ব্যবস্থা
করে বাকী সৈন্যরা দুর্গে ফিরে এল৷
33 তারা কৈসরিয়ায় পৌঁছে সেই পত্রখানি রাজ্যপালের হাতে দিয়ে
পৌলকে তাঁর কাছে হাজির করল৷
34 রাজ্যপাল পত্রখানি পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তার নিজের
প্রদেশ কোনটি৷" তিনি জানতে পারলেন যে পৌল কিলিকিয়ার লোক,

35 তখন বললেন, “তোমার অভিযোগকারীরা এসে পৌঁছালে আমি
তোমার কথা শুনব৷” এই কথা বলে তিনি পৌলকে হেরোদের প্রাসাদে
পাহারা দিয়ে রাখতে বললেন৷

24

পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের অভিযোগ

1 পাঁচদিন পর মহাযাজক অননিয় ইহুদী সমাজের কয়েকজন বৃদ্ধ
নেতা ও উকিল তর্তুল্লকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন; আর তারা
পৌলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন৷
2-3 পৌলকে ডেকে পাঠানো হল, তখন ফীলিক্সের সামনে তর্তুল্ল
সওয়াল শুরু করলেন, “মহামান্য ফীলিক্স! আপনার জন্যই আমরা
মহাশান্তিতে আছি; আপনার দূরদৃষ্টির জন্য এই জাতির অনেক সংস্কার
সাধন হয়েছে৷ একথা আমরা সকলে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে
স্বীকার করছি৷
4 কিন্তু বেশী কথা বলে আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে
চাই না৷ এইজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি অনুগ্রহ করে
আমাদের এই সামান্য আবেদন শুনুন৷ দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন৷
5 কারণ আমরা দেখছি, ঐ লোকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল৷ জগতে
যেখানে যত ইহুদী আছে এ তাদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, এ
নাসরতীয় দলের একজন নেতা৷
6-8 আর এ আমাদের মন্দিরও অশুচি করতে চেয়েছিল, তাই আমরা
একে ধরে এনেছি৷* আমরা কি বিষয়ে এর ওপর দোষারোপ করছি
তা আপনি নিজে একে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন৷”
9 সমবেত ইহুদীরাও এতে সায় দিয়ে বলল, “এ সবই সত্য৷”

ফীলিক্সের সামনে পৌল আত্ম প্রতিরোধ করলেন

10 রাজ্যপাল যখন পৌলকে বলার জন্য ইশারা করলেন, তখন
পৌল বলতে শুরু করলেন, “রাজ্যপাল ফীলিক্স, আপনি অনেক বছর

* **24:6-8:** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 6-8 যুক্ত করা হয়েছে: “আমরা তাঁকে আমাদের বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করতাম৷ 7 কিন্তু প্রধান সেনাপতি লুয়িস আমাদের কাছ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে৷ 8 লুয়িস তার লোকদের আপনার কাছে এনে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে বলেছে৷”

ধরে এই জাতির বিচার করছেন জেনে আমি আনন্দের সঙ্গে আত্মপক্ষ
সমর্থন করছি৷
11 আপনি অনুসন্ধান করলে দেখবেন, আজ বারো দিনের বেশী হয়
নি আমি উপাসনা করার জন্য জেরুশালেমে গিয়েছিলাম৷
12 আর এই ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে কারোর সঙ্গে ঝগড়া
করতে বা সমাজ-গৃহে জনতাকে উত্তেজিত করতে দেখে নি৷
13 এরা আমার বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করছে তার কোন প্রমাণ
আপনাকে দিতে পারবে না৷
14 "কিন্তু আপনার কাছে আমি একথা স্বীকার করছি, আমি যীশুর
পথের অনুসারী হয়ে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি৷
আমার দোষারোপকারীরা বলছে যে সেই পথ ঠিক নয়৷ মোশির বিধি-
ব্যবস্থায় যা কিছু লেখা আছে এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে যা লেখা আছে
আমি সে সবে বিশ্বাস করি৷
15 এদের মতো আমারও ঈশ্বরের ওপর প্রত্যাশা আছে যে ধার্মিক
ও অধার্মিক উভয়েরই পুনরুত্থান হবে৷
16 এইজন্য আমিও সর্বদা সেইভাবে চলি যাতে ঈশ্বর ও মানুষের
সামনে নিজের বিবেককে শুদ্ধ রাখতে পারি৷
17-18 "অনেক বছর পর আমি আমার জাতির লোকদের জন্য
ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলাম এবং মন্দিরে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে
গিয়েছিলাম৷ সেই সময় তারা আমাকে মন্দিরের মধ্যে শুচিশুদ্ধ
অবস্থাতেই দেখেছিল৷ সেখানে তখন কোন ভীড় ছিল না বা গণ্ডগোল
হয় নি৷
19 এশিয়া থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এসেছিল৷ আমার বিরুদ্ধে
তাদের কিছু বলার থাকলে আপনার কাছে এসে তারা আমার ওপর
দোষারোপ করতে পারত৷
20 অথবা যারা এখানে উপস্থিত আছে তারাই বলুক আমি যখন
মহাসভার সামনে ছিলাম, তারা কি আমার কোন দোষ দেখতে
পেয়েছে?
21 না কেবল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে
আমার বিশ্বাস ঘোষণা করেছি বলে আজ আপনাদের সামনে আমার
বিচার হচ্ছে৷"

22 ফীলিক্স সেই পথের বিষয় ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি বিচার
স্থগিত রাখলেন, আর বললেন, "প্রধান সেনাপতি লুষিয় এলে আমি
এর বিচার নিষ্পত্তি করব৷"
23 তিনি সেনাপতিকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলকে প্রহরারত
অবস্থায় রাখা হয়, কিন্তু কিছু স্বাধীনতাও তাকে দিলেন, "এর কোন
বন্ধু যদি এর দেখাশোনা করতে আসে তবে বারণ করো না৷"

ফীলিক্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পৌলের কথা

24 এর কয়েকদিন পর ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী দ্রুষিল্লাকে নিয়ে
সেখানে এলে পৌলকে ডেকে পাঠালেন৷ ফীলিক্স পৌলের মুখে খ্রীষ্ট
যীশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন৷
25 কিন্তু পৌল যখন তাকে ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসংযম ও
ভবিষ্যতের মহাবিচারের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন ফীলিক্স বেশ ভয়
পেয়ে গেলেন, আর বললেন, "তুমি এখন যাও আমার আবার সুযোগ
হলে তোমায় ডেকে পাঠাবো৷"
26 এই সময় তিনি আশা করছিলেন যে পৌল তাকে টাকা দেবেন,
তাই তিনি বার বার পৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন৷
27 দুবছর কেটে যাবার পর পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদে নিযুক্ত
হলেন৷ আর ফীলিক্স ইহুদীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পৌলকে বন্দী রেখে
গেলেন৷

25

পৌল কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন

1 ফীষ্ট সেই প্রদেশে এলেন, এর তিনদিন পর তিনি কৈসরিয়া থেকে
জেরুশালেমে গেলেন৷
2 সেখানে প্রধান যাজকরা ও ইহুদী সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে
পৌলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানাল৷
3 ফীষ্টের কাছে তারা এই আবেদন জানাল যেন তিনি পৌলকে
জেরুশালেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন৷ তারা এই অনুগ্রহ দেখানোর
অনুরোধ করেছিল কারণ তারা পথেই পৌলকে হত্যা করার পরিকল্পনা
করেছিল৷

4 কিন্তু ফীষ্ট বললেন, “না, পৌল কৈসরিয়ায় বন্দী হয়ে আছে এবং
আমি শীঘ্রই কৈসরিয়ায় যাব৷
5 তাই তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা আমার সঙ্গে
সেখানে চলুন৷ এই লোকটি যদি কিছু ভুল করে থাকে তবে তা
সেখানেই পেশ করুক৷”
6 ফীষ্ট জেরুশালেমে প্রায় আট দশদিন থাকার পর কৈসরিয়ায় চলে
গেলেন৷ পরের দিন তিনি বিচারালয়ে নিজের আসনে বসে পৌলকে
সেখানে হাজির করতে হুকুম করলেন৷
7 পৌল সেখানে এলে জেরুশালেম থেকে যেসব ইহুদীরা এসেছিল
তারা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য অপরাধের
কথা বলতে লাগল, যার কোন প্রমাণ তারা নিজেরাই দিতে পারল না৷
8 পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, “আমি ইহুদীদের বিধি-
ব্যবস্থা বা মন্দির কিংবা কৈসরের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করি নি৷”
9 কিন্তু ইহুদীদের কাছে সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট পৌলকে
বললেন, “তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এসব
বিষয়ে তোমার বিচার হয় তা চাও?”
10 পৌল বললেন, “আমি কৈসরের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আছি,
এখানেই আমার বিচার হওয়া উচিত৷ আমি ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই
করি নি, একথা আপনি ভালোভাবেই জানেন৷
11 আমি যদি কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হই ও মৃত্যুদণ্ড পাবার
যোগ্য হই, তবে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলব না৷ কিন্তু
এরা আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছে, এসব যদি সত্য না হয়
তবে এদের হাতে কেউ আমাকে তুলে দিতে পারবে না, কারণ আমি
কৈসরের কাছে আপীল করছি!”
12 তখন ফীষ্ট তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে ফীষ্ট
পৌলকে বললেন, “তুমি কৈসরের কাছে আপীল করেছ, তোমাকে
কৈসরের কাছে পাঠানো হবে৷”

ফীষ্ট দ্বারা রাজা আগ্রিপ্পাকে পৌল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

13 এর কিছু দিন পর রাজা আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী কৈসরিয়ায় এসে
ফীষ্টের সঙ্গে দেখা করলেন৷

14 তাঁরা সেখানে বেশ কিছু দিন থাকলেন৷ রাজার কাছে ফীষ্ট
পৌলের বিষয় এইভাবে বললেন, “ফীলিক্স কোন একজন লোককে
এখানে বন্দী করে রেখেছেন৷
15 আমি যখন জেরুশালেমে ছিলাম, সেই সময় ইহুদীদের প্রধান
যাজকরা ও সমাজপতিরা তার বিরুদ্ধে আবেদন করে বিচার ও শাস্তি
চেয়েছিল৷
16 আমি তাদের বলেছিলাম যে, যার নামে অভিযোগ দায়ের করা
হচ্ছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযোগকারীদের সামনে আত্মপক্ষ
সমর্থন করতে পাচ্ছে, ততক্ষণ কোন লোককে তাদের হাতে তুলে
দেওয়া রোমাণদের নিয়ম নয়৷

17 “আর তারা আমার সঙ্গে এখানে এলে, আমি আর দেরী না করে,
পরদিনই সেই বন্দীকে বিচারের জন্য আমার বিচারালয়ে আনাই৷
18 যখন তারা দাঁড়িয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেল তখন
তাঁর বিরুদ্ধে যে রকম দোষের কথা আমি অনুমান করেছিলাম, তার
অভিযোগকারীরা সেই রকম কোন দোষই দেখাতে পারল না৷
19 তার সাথে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে এবং যীশু নামে এক ব্যক্তি যিনি
মারা গিয়েছিলেন কিন্তু যাকে পৌল জীবিত বলে প্রচার করত সে
সম্বন্ধে কিছু মতপার্থক্য ছিল৷
20 আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে এই ধরণের প্রশ্নগুলির উত্তর
কিভাবে অনুসন্ধান করা হবে, তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কি
জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে এই বিষয়ের বিচার হোক্ তাই চাও?”
21 কিন্তু পৌল কৈসরের কাছে বিচার চেয়ে কারাগারে থাকার জন্য
আপীল করায়, যতদিন না আমি তাকে কৈসরের কাছে পাঠাতে পারছি
ততদিন কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছি৷”

22 আগ্রিপ্প বললেন, “হ্যাঁ, আমিও নিজে তার কথা শুনতে
চেয়েছিলাম৷”

ফীষ্ট বললেন, “বেশ, কালই শুনবেন৷”

23 পরদিন রাজা আগ্রিপ্প ও বর্নীকী খুব জাঁকজমকের সাথে এসে
সভা ঘরে ঢুকলেন, তাঁদের সঙ্গে সেনাপতিরা ও শহরের গন্যমান্য
লোকরাও ছিলেন৷ ফীষ্টের হুকুমে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল৷

24 তখন ফীষ্ট বললেন, “রাজা আগ্রিপ্প ও আমাদের সঙ্গে যাঁরা
উপস্থিত আছেন তাঁরা এই লোককে দেখছেন, যার বিরুদ্ধে এখানকার
ও জেরুশালেমের সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কাছে চিৎকার করছে
যে এই লোকের আর বেঁচে থাকা উচিত্ নয়৷
25 কিন্তু এর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধই আমি পাই নি৷ এ
যখন নিজে সম্রাটের কাছে আপীল করেছে, তখন আমি সেখানে একে
পাঠাব বলে স্থির করেছি৷
26 কিন্তু সম্রাটের কাছে এর বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কি বলব তা জানি
না৷ সেইজন্য আমি আপনাদের সামনে, বিশেষ করে রাজা আগ্রিপ্পর
সামনে একে হাজির করেছি যাতে একে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি
কিছু পাই যে সম্বন্ধে লিখতে পারি৷
27 কারণ বন্দীকে পাঠাবার সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ
না দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না৷”

26

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

1 আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, “এখন আত্ম সমর্থন করতে তোমার
যা বলার আছে তা তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া হল৷” তখন পৌল
হাত প্রসারিত করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকলেন৷
2 তিনি বললেন, “হে রাজা আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সব
অভিযোগ এনেছে, সে বিষয়ে আজ আপনার সামনে আমি আত্মপক্ষ
সমর্থন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি৷
3 বিশেষ করে ইহুদীদের রীতি-নীতি ও নানা প্রশ্নের বিষয়ে আপনি
অভিজ্ঞ, এইজন্য আপনার কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি বড়ই
আনন্দিত৷ তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ধৈর্য্য ধরে আমার
কথা শুনুন৷

4 “তারা জানে যে শুরু থেকেই আমি এই জেরুশালেমে আমার
স্বজাতির মধ্যেই জীবন কাটিয়েছি এবং আরো জানে আমি কিভাবে
জীবন-যাপন করেছি৷

5 এই ইহুদীরা দীর্ঘদিন ধরে আমায় চেনে; আর তারা যদি ইচ্ছা করে
তবে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে আমি একজন ফরীশীর মতোই জীবন-
যাপন করেছি৷ ফরীশীরাই ইহুদী ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা অন্যান্য দলের
চাইতে সূক্ষ্মভাবে পালন করে৷
6 আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে
সব পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় আছি বলেই আজ আমার বিচার হচ্ছে৷
7 আমাদের বারো বংশ দিনরাত একাগ্রভাবে উপাসনা করতে
করতে সেই প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশা করছে৷ আর হে রাজা
আগ্রিপ্প, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
তাতে প্রত্যাশা করার জন্যই ইহুদীরা আমার ওপর দোষারোপ করছে৷
8 ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করেন একথা কেন আপনাদের কাছে
অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?
9 "আমিও তো মনে করতাম যে নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে
যা কিছু করা সম্ভব তা করাই আমার অবশ্য কর্তব্য;
10 আর জেরুশালেমে আমি তাই করতাম৷ আমি প্রধান যাজকদের
কাছ থেকে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে বহু বিশ্বাসীকে কারাগারে পুরেছি
আর তাদের মৃত্যুদণ্ডের সময় আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি৷
11 সমস্ত সমাজ-গৃহে আমি প্রায়ই তাদের শাস্তি দিয়ে জোর করে
যীশুর নিন্দা করাবার চেষ্টা করতাম৷ তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ
এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে বিদেশের শহরগুলিতে গিয়েও আমি
তাদেরনির্যাতন করতাম৷

পৌল যীশুর দর্শন বিষয়ে বললেন

12 "এই কারণেই একবার আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে
ক্ষমতা ও হুকুমনামা নিয়ে দম্মেশকে যাচ্ছিলাম৷
13 পথে একদিন দুপুরবেলায়, হে মহারাজ আমি দেখলাম সূর্যের
চেয়েও এক উজ্জ্বল আলো আকাশ থেকে আমার ও আমার
সহযাত্রীদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল৷
14 আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, আর এক রব শুনতে পেলাম যা
ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলছে, "শৌল, শৌল, আমায় নির্যাতন করছ
কেন? আমার বিরোধিতা করে তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ৷"

15 “তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে?

“প্রভু বললেন, আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ৷
16 তুমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও! আমার সেবক হবার জন্যই
আমি তোমাকে মনোনীত করেছি৷ তুমি অন্যের কাছে আমার সাক্ষী
হবে৷ তুমি যে যে বিষয় আজ দেখলে ও ভবিষ্যতে যা যা আমি তোমায়
দেখাব, সে সব সকল লোকের কাছে সাক্ষী দাও৷ এইজন্যই তোমার
কাছে আজ আমি নিজে দেখা দিয়েছি৷
17 তোমার আপন লোক ইহুদীদের হাত থেকে তোমায় আমি রক্ষা
করব৷ আর আমি তোমাকে অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি৷
18 তুমি তাদের চোখ খুলে দেবে যেন তারা সত্য দেখে ও অন্ধকার
থেকে আলোতে ফিরে আসে; আর শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে
ঈশ্বরের প্রতি ফিরলে তাদের সব পাপ ক্ষমা হবে৷ আমার উপর বিশ্বাস
করে যারা পবিত্র হয়েছে, তারা তাদের সহভাগী হবে৷ ”

পৌল তাঁর কাজের সম্বন্ধে বললেন

19 পৌল বলতে থাকলেন, “হে মহারাজ আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয়
দর্শনের অবাধ্য হই নি৷
20 আমি লোকদের বলতে শুরু করলাম যেন তারা মন-ফেরায়
ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে৷ আমি তাদের বললাম তারা যেন ভাল কাজ
করে প্রমাণ দেয় যে সত্যি করে মন ফিরিয়েছে৷ প্রথমে আমি এসব
কথা দম্মেশকের লোকদের কাছে প্রচার করলাম৷ পরে আমি এগুলি
জেরুশালেমে ও যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং অইহুদীদের কাছেও বললাম৷
21 “এই জন্যই যখন আমি মন্দিরে ছিলাম, ইহুদীরা সেখান থেকে
আমাকে ধরে এনে হত্যা করতে চেয়েছিল৷
22 কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের সাহায্য পেয়েছি৷ তাই এখানে
ছোট ও বড় সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি৷ মোশি ও
ভাববাদীরা যা ঘটবে বলে গেছেন, সেটা ছাড়া আমি আর অন্য কোন
কথা বলছি না৷
23 তাঁরা বলে গেছেন, খ্রীষ্টকে মৃত্যুভোগ করতে হবে ও মৃতদের
মধ্য থেকে তিনিই হবেন প্রথম পুনরুত্থিত, ইহুদী কি অইহুদী সবার
কাছে বিশিষ্ট জ্যোতির বার্তা নিয়ে আসবেন৷”

পৌল আগ্রিপ্পকে বোঝালেন

24 পৌল যখন এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন তখন ফীষ্ট চিৎকার
করে বলে উঠলেন, "পৌল তুমি পাগল! অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে
তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"
25 পৌল বললেন, "হে মহামান্য ফীষ্ট, আমি পাগল নই বরং আমি
যা বলছি তা সত্য ও বোধগম্য৷
26 রাজা আগ্রিপ্প এবিষয়ে সবই জানেন৷ তাঁর সামনে আমি সাহসের
সঙ্গে একথা বলছি৷ আমি সুনিশ্চিত যে, এসব বিষয় তিনি শুনেছেন,
কারণ এসব এমন প্রকাশ্য স্থানে ঘটেছে যাতে তা সকলে দেখতে পায়৷
27 আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীরা যা লিখে গেছেন তা বিশ্বাস
করেন? আমি জানি আপনি তা করেন৷"
28 তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি মনে করছ, আমাকে
এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান করতে পারবে?"
29 পৌল বললেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অল্প সময়ের মধ্যে
হোক্ কি অধিক সময়ের মধ্যে হোক্, সেটা বড় কথা নয়, কেবল
আপনি নন, আজ যত লোক আমার কথা শুনছেন তারা সকলেই যেন
আমারই মত হন; কেবল বন্দীত্বের শেকল ছাড়া!"
30 তখন রাজা, রাজ্যপাল ও বর্ণীকী আর তাঁদের সঙ্গে যাঁরা
বসেছিলেন সকলে উঠে পড়লেন৷
31 আর অন্য জায়গায় গিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বললেন,
"প্রাণদণ্ড বা কারাগারে দেবার মতো কোন অপরাধই এই লোকটা করে
নি৷"
32 আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এ যদি কৈসরের কাছে আপীল না
করত, তবে একে আমরা মুক্তি দিতে পারতাম৷"

27

রোমের পথে পৌলের যাত্রা

1 যখন ঠিক হল যে আমরা জাহাজে করে ইতালিতে যাব, তখন
পৌল ও অন্য কিছু বন্দীকে রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি যুলিয়র
হাতে তুলে দেওয়া হল৷

2 আমরা আদ্রামুত্তীয় থেকে আসা একটি জাহাজে উঠলাম; এই
জাহাজটির এশিয়া উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল৷
থিষলনীকীয় থেকে আরিষ্টার্খ নামে একজন মাকিদনিযান আমাদের
সঙ্গে ছিলেন৷
3 পরের দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে পৌঁছল৷ যুলিয় পৌলের
সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলেন৷ তিনি পৌলকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে
দেখা সাক্ষাৎ করতে যাবার অনুমতি দিলেন৷ সেই বন্ধুরা পৌলের
প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাতেন৷
4 সেখান থেকে আমরা জাহাজ খুলে সীদোন শহর ছেড়ে চললাম৷
প্রতিকূল বাতাসের জন্য কূপ্র দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে চললাম
5 আর কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার প্রদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে লুকিয়া
প্রদেশের মুরা বন্দরে এলাম৷
6 সেখানে সেনাপতি ইতালিতে যাবার জন্য আলেকসান্দ্রীয়ায় এক
জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদের সেই জাহাজে তুলে দিলেন৷
7 বহুদিন ধরে আমরা খুব আস্তে আস্তে চললাম এবং বহুকষ্টে ক্লীদে
এসে পৌঁছালাম৷ বাতাসের কারণে আমরা আর এগোতে পারলাম না,
তাই সলমোনী বন্দরের উল্টো দিকে ক্রীতি দ্বীপের ধার ঘেঁসে চললাম৷
8 পরে বহুকষ্টে উপকূলের ধার ঘেঁসে চলতে চলতে লাসেয়া শহরের
কাছে "সুন্দর" পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছালাম৷
9 এইভাবে বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন খুবই বিপজ্জনক
হয়ে উঠেছিল৷ এদিকে উপবাস পর্বের সময়ও চলে গেল৷ তাই পৌল
তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন,
10 "মহাশয়রা, আমি দেখছি, এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি
হবে, তা যে কেবল মালের বা জাহাজের হবে তাই নয়, এমন কি
আমাদের জীবনেরও ক্ষতি হবে৷"
11 কিন্তু সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে জাহাজের কাপ্তেন ও তার
মালিকের কথার গুরুত্ব দিলেন৷
12 সেই বন্দরটি শীতকাল কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত না হওয়াতে
জাহাজের অধিকাংশ লোক একমত হলেন যেন জাহাজ খুলে যাত্রা
শুরু করা হয় যাতে কোন রকমে ফৈনীকায় পৌঁছে সেখানে তারা

শীতকালটা কাটাতে পারে৷ সেই স্থানটি ছিল দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম অভিমুখী ক্রীত দ্বীপের একটি বন্দর৷

ঘুর্ণি ঝড়ের মধ্যে জাহাজ

13 আর যখন অনুকূল দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাদের
মনে হল তারা যা চাইছিল তা পেয়েছে, তাই তারা নোঙ্গর তুলে ক্রীতের
ধার ঘেঁসে চলতে শুরু করল৷
14 কিন্তু এর কিছু পরেই দ্বীপের ভেতর থেকে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড়
উঠল, এই ঝড়কে "ঈশান বায়ু" বলে৷
15 আমাদের জাহাজ সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ল, ঝড় কাটিয়ে যেতে
পারল না৷ তাই আমরা আমাদের জাহাজকে ভেসে যেতে দিলাম৷
16 কৌদা নামে এক ছোট দ্বীপের আড়ালে চলার সময় জাহাজের
সঙ্গে যে ছোট ডিঙ্গিটা ছিল তা আমরা বহু কষ্টে টেনে তুলে ধ্বংসের
হাত থেকে বাঁচালাম৷
17 এটা তোলার পর লোকেরা জাহাজটাকে মোটা দড়ি দিয়ে ভাল
করে বাঁধল৷ তারা ভয় করছিল যে জাহাজটি হয়তো সুর্ত্তীর চোরা
বালিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই তারা পাল নামিয়ে নিয়ে জাহাজটাকে
বাতাসের টানে চলতে দিল৷
18 ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে থাকায়, পর দিন খালাসীরা জাহাজের
খোল থেকে ভারী ভারী মাল জলে ফেলে দিতে লাগল৷
19 তৃতীয় দিনে তারা নিজেরাই হাতে করে জাহাজের কিছু সাজ-
সরঞ্জাম জলে ফেলে দিল৷
20 অনেক দিন যাবত্ যখন সূর্য কি নক্ষত্রের মুখ দেখা গেল না,
আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হতে থাকল, তখন শেষ পর্যন্ত আমাদের
বাঁচার আশা রইল না৷
21 অনেক দিন ধরেই সকলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছিল৷ তখন
পৌল তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহাশয়রা, আমার কথা
শুনে ক্রীতি থেকে জাহাজ না ছাড়া আপনাদের উচিত ছিল, তাহলে
আজকের এই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারতেন৷
22 কিন্তু এখনও আমি বলছি, সাহস করুন, একথা জানবেন
আপনাদের কারোর প্রাণহানি হবে না, শুধু জাহাজটি হারাতে হবে৷

23 কারণ আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি সেই ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত
গত রাত্রে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,
24 পৌল ভয় পেও না! তোমাকে কৈসরের সামনে অবশ্যই
দাঁড়াতে হবে৷ ঈশ্বর তোমার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি
তোমার সহযাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করবেন৷
25 তাই মহাশয়রা, আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরের ওপর
আমার বিশ্বাস আছে যে আমাকে যা বলা হয়েছে ঠিক সেরকমই ঘটবে৷
26 কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের আছড়ে পড়তে হবে৷”
27 এইভাবে ঝড়ের মধ্যে চৌদ্দ রাত আদ্রিয়া সমুদ্রে ইতস্ততঃ
ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রাতে নাবিকদের মনে হল যে
জাহাজটি কোন ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছে৷
28 সেখানে তারা জলের গভীরতা মাপলে দেখা গেল তা একশো
কুড়ি ফুট৷ এর কিছু পরে আবার জল মাপলে জলের গভীরতা নব্বুই
ফুটে দাঁড়াল৷
29 তারা ভয় করতে লাগল যে জাহাজটি হয়তো কিনারে পাথরের
গায়ে ধাক্কা খাবে৷ তাই নাবিকরা জাহাজের পেছন দিক থেকে চারটি
নোঙ্গর নামিয়ে দিল, প্রার্থনা করল যেন শীঘ্র ভোর হয়৷
30 নাবিকদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজ ছেড়ে পালাবার মতলব
করল, তাই নোঙ্গর ফেলার আছিলায় জাহাজের মধ্য থেকে ডিঙ্গিখানি
নীচে নামিয়ে দিল৷
31 কিন্তু পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, “এই
লোকরা যদি জাহাজে না থাকে তবে আপনারা রক্ষা পাবেন না৷”
32 তখন সৈন্যরা ডিঙ্গির দড়ি কেটে দিল, আর তা জলে গিয়ে
পড়ল৷
33 এরপর ভোর হয়ে এলে পৌল সকলকে কিছু খেয়ে নেবার জন্য
অনুরোধ করে বললেন, “আজ 14 দিন হল আপনারা অপেক্ষা করে
আছেন, কিছু না খেয়ে উপোস করে আছেন৷
34 আমি আপনাদের অনুরোধ করছি কিছু খেয়ে নিন, বেঁচে
থাকার জন্য এর প্রয়োজন আছে, কারণ আপনাদের কারোর একগাছি
চুলেরও ক্ষতি হবে না৷”
35 এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে তাদের সকলের সামনে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিলেন, আর তা ভেঙ্গে খেতে শুরু করলেন৷

36 তখন সকলে উৎসাহ পেয়ে খেতে শুরু করল৷
37 (আমরা মোট 276 লোক জাহাজে ছিলাম৷)
38 সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাবার পর বাকী শস্য সমুদ্রে ফেলে
দিয়ে জাহাজটি হাল্কা করা হল৷

জাহাজ ধ্বংস হল

39 দিন হলে পর তারা সেই জায়গাটা চিনতে পারল না; কিন্তু এমন
এক খাড়ি দেখতে পেল যার বড় বালুতট ছিল৷ তারা ঠিক করল যদি
সম্ভব হয় তবে ঐ বালুতটের ওপরে জাহাজটা তুলে দেবে৷
40 এই আশায় তারা নোঙ্গর কেটে দিল আর তা সমুদ্রেই পড়ে রইল৷
এরপর হালের বাঁধন খুলে দিয়ে বাতাসের সামনে পাল তুলে সেই
বেলাভূমি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল৷
41 কিন্তু একটু এগোতেই তারা বালিয়াড়িতে ধাক্কা পেল, জাহাজের
সামনের দিকটা বালিতে বসে গিয়ে অচল হয়ে পড়ল, ফলে ঢেউয়ের
আঘাতে পিছনের দিকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল৷
42 তখন সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা করবে বলে ঠিক করল, পাছে
তাদের কেউ সাঁতার কেটে পালায়৷
43 কিন্তু সেনাপতি পৌলকে বাঁচাবার আশায় তাদের এই কাজ
করতে নিষেধ করলেন, হুকুম দিলেন যেন যারা সাঁতার জানে তারা
ঝাঁপ দিয়ে আগে ডাঙ্গায় ওঠে৷
44 বাকী সকলে যেন জাহাজের ভাঙ্গা তক্তা বা কোন কিছু ধরে
কিনারে যেতে চেষ্টা করে৷ এইভাবে সকলেই নিরাপদে তীরে এসে
পৌঁছলো৷

28

পৌল মিলিতা দ্বীপে

1 এইভাবে সকলে নিরাপদে তীরে পৌঁছে জানতে পারলাম যে
আমরা মিলিতা দ্বীপে উঠেছি৷
2 সেখানকার লোকরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল৷ বৃষ্টি
পড়ার দরুন খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সকলকে
স্বাগত জানাল৷

3 পৌল এক বোঝা শুকনো কাঠ যোগাড় করে এনে আগুনের
ওপর ফেলে দিলে আগুনের হল্কায় একটা বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে
পৌলের হাতে জড়িয়ে ধরল৷
4 তখন সেই দ্বীপের লোকরা তার হাতে সাপটাকে ঝুলতে দেখে
বলাবলি করতে লাগল, "এ লোকটা নিশ্চয় খুনী, সমুদ্রের ঝড়ের হাত
থেকে বাঁচলেও ন্যায় একে বাঁচতে দিল না৷"
5 কিন্তু পৌল হাত ঝেড়ে সেই সাপটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে
দিলেন, তাঁর কোন ক্ষতি হল না৷
6 এই ব্যাপার দেখে তারা মনে করল হয় পৌলের শরীর ফুলে
উঠবে, নয়তো তিনি হঠাৎ মারা যাবেন৷ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার
পরও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না দেখে তারা পৌল সম্বন্ধে তাদের মত
বদল করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ইনি নিশ্চয়ই দেবতা৷"
7 সেই জায়গার কাছেই দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তা জমিদার পুব্লিয়
থাকতেন৷ তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন৷ তিনি
আমাদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করলেন আর তিন দিন ধরে আমাদের
আতিথ্য করলেন৷
8 সেই সময় পুব্লিয়ের বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন৷ তিনি জ্বর ও আমাশা
রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন৷ পৌল তাঁকে দেখার জন্য ভেতরে গেলেন৷
এরপর তিনি প্রার্থনা করে তাঁর ওপর দুহাত রাখলে তিনি সুস্থ হয়ে
গেলেন৷
9 এই ঘটনার পর ঐ দ্বীপে অন্য যত রোগী ছিল তারা পৌলের কাছে
এসে রোগ মুক্ত হল৷

10-11 ঐ দ্বীপের লোকরা আমাদের অনেক উপহার দিয়ে সম্মান
দেখাল৷ আমরা সেখানে তিন মাস থাকলাম আর আমাদের যাত্রা পথের
জন্য যা যা প্রয়োজন সে সব জিনিস এনে তারা জাহাজে তুলে দিল৷

পৌল রোমে গেলেন

তিন মাস পর আমরা আলেকসান্দ্রীয় এক জাহাজে উঠে যাত্রা
করলাম, সেই দ্বীপে শীতকাল এসে পড়ায় ঐ জাহাজটি নোঙ্গর করে
রাখা ছিল৷ জাহাজটিতে যমজ দেবের মূর্তি খোদাই করা ছিল৷
12 আমরা প্রথমে সুরাকুষে এলাম, সেখানে তিন দিন থাকলাম৷

13 সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা রীগিয়ে পৌঁছলাম৷ পরদিন
দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করলে আমরা জাহাজ ছাড়তে পারলাম,
এবং দ্বিতীয় দিনে পূতিয়লীতে পৌঁছলাম৷
14 সেখানে আমরা কয়েকজন ভাইয়ের দেখা পেলাম৷ তাঁরা
সেখানে সাতদিন থাকার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন৷ এইভাবে
আমরা রোমে এসে পৌঁছলাম৷
15 রোমের ভাইরা আমাদের কথা জানতে পেরে আপ্পিয়ের বাজার
ও তিন সরাই পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন৷
তাঁদের দেখে পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও উৎসাহ বোধ করতে
লাগলেন৷

রোমে পৌল

16 রোমে পৌল একা থাকার অনুমতি পেলেন; কিন্তু একজন
সৈনিককে তাঁর প্রহরায় রাখা হল৷
17 তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের প্রধান প্রধান লোকদের এক
সভায় আহ্বান করলেন৷ তারা সমবেত হলে, তিনি তাদের বললেন,
"আমার ইহুদী ভাইরা, যদিও আমি আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে
বা আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি
নি, তবু জেরুশালেমের এক বন্দী হিসাবে আমাকে রোমানদের হাতে
তুলে দেওয়া হয়েছিল৷
18 তারা আমার বিচার করে, আর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ
আমার মধ্যে না পেয়ে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল৷
19 কিন্তু স্থানীয় ইহুদীরা তার বিরোধিতা করায় আমি কৈসরের কাছে
আপীল করতে বাধ্য হলাম৷ আমি একথা বলছি না যে আমার স্বজাতির
লোকরা কোন অন্যায় করেছে৷
20 এই শৃঙ্খলে বন্দী আছি বলে আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি
ইস্রায়েলের প্রত্যাশাতে বিশ্বাসী৷"
21 ইহুদী নেতারা পৌলকে বললেন, "যিহূদিয়া থেকে আমরা
আপনার বিষয়ে কোন চিঠি পাই নি৷ ভাইদের মধ্যে থেকেও কেউ
এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ কোন খবর দেয় নি বা কথাও
বলে নি৷

22 কিন্তু আপনার মত কি তা আপনার মুখ থেকেই আমরা শুনতে
চাই, কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে লোকেরা সর্বত্র এর
বিরুদ্ধে বলে থাকে৷”
23 পরে তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর বাসায়
এলেন৷ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের
বিষয়ে বললেন, বোঝালেন ও সাক্ষ্য দিলেন৷ মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও
ভাববাদীদের গ্রন্থগুলি থেকে তিনি যীশুর বিষয় তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা
করলেন৷
24 তাঁর কথায় বেশ কিছু ইহুদী বিশ্বাস করল আবার অনেকে তা
বিশ্বাস করল না৷
25 এইভাবে তাদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় তারা যে যার মত
চলে যেতে শুরু করল৷ তাদের যাবার আগে পৌল তাদের এই কথাটি
বলেছিলেন: “পবিত্র আত্মা ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে আপনাদের
পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভালই বলেছিলেন৷ যেমন:

26 “এই লোকদের কাছে যাও, আর তাদের বল,
তোমরা শুনবে আর শুনবে,
কিন্তু তোমরা বুঝবে না৷
তোমরা কেবল তাকিয়ে থাকবে
কিন্তু দেখতে পাবে না৷
27 কারণ এই লোকদের অন্তঃকরণ অসাড় হয়ে গেছে,
তাদের কান আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না৷
এই লোকরা সত্যের প্রতি চোখ বুজে রয়েছে৷
এইসব ঘটেছে যাতে লোকরা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না পায়,
তাদের কান দিয়ে শুনতে না পায়
ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করে৷
এইসব ঘটেছে যেন তারা আমার কাছে ফিরে না আসে, পাছে আমি
তাদের আরোগ্য দান করি৷” *যিশাইয় 6:9-10*

28 “তাই ইহুদী ভাইরা, আপনারা জেনে রাখুন, ঈশ্বরের দেওয়া এই
পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছেও পাঠানো হল, আর তারা তা শুনবে!”

29 *
30 পৌল তাঁর নিজের ভাড়া বাড়িতে পুরো দুই বছর থাকলেন৷
যতলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তিনি তাদের সকলকে সাদরে
গ্রহণ করতেন৷
31 তিনি সম্পূর্ণ সাহসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার
করতেন৷ তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং কেউ তাঁকে
প্রচারে বাধা দিত না৷

* **28:29:** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 29 যুক্ত করা হয়েছে: "পৌল এই কথা বলার পর ইহুদীরা তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করল৷"

পবিত্র বাইবেল
Bengali Holy Bible: Easy-to-Read Version™
পবিত্র বাইবেল

copyright © 2001-2006 World Bible Translation Center

Language: বাংলা (Bengali)

Translation by: World Bible Translation Center

This copyrighted material may be quoted up to 1000 verses without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. This copyright notice must appear on the title or copyright page:
Bengali Holy Bible: Easy-to-Read Version™ Taken from the Bengali HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2007 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.
When quotations from the ERV are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials (ERV) must appear at the end of each quotation.
Requests for permission to use quotations or reprints in excess of 1000 verses or more than 50% of the work in which they are quoted, or other permission requests, must be directed to and approved in writing by World Bible Translation Center, Inc.
Address: World Bible Translation Center, Inc. P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182
Email: bibles@wbtc.com Web: www.wbtc.com
Free Downloads Download free electronic copies of World Bible Translation Center's Bibles and New Testaments at: www.wbtc.org

2013-10-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 Jun 2025 from source files dated 31 Aug 2023
c0921fcb-8034-56ec-b69f-8fc98462f966